Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লেখালেখির ১০১টি অনুশীলন বইটি আপনাকে নিয়ে যাবে সাহিত্যের এক দুঃসাহসিক অভিযানে। ফিকশন, কবিতা, সৃজনশীল ও নন-ফিকশনের নানান অনুশীলনের মাধ্যমে আপনি পরিচিত হবেন লেখালেখির বিভিন্ন শাখা ও জনরার সাথে। আবিষ্কার করবেন লেখালেখির বিভিন্ন নিয়ম, উপাদান ও পদ্ধতি।

এটি আরামকেদারায় বসে দুলতে দুলতে আয়েশ করার মতো বই নয়। এই বই আপনাকে আরাম ছেড়ে কাজে নেমে পড়তে বাধ্য করবে। টেবিলের সামনে বসে, নোটবুক-কলম-মার্কার সঙ্গে নিয়ে পড়তে হবে লেখালেখির ১০১টি অনুশীলন বইটি। প্রতিটি অনুশীলনের সাথে রয়েছে মেলিসা ডোনোভানের কিছু উপদেশ, অনুশীলনের ব্যক্তিক্রম পদ্ধতি এবং উপযোগিতার বর্ণনা। বইয়ের এই কঠোর অনুশীলনগুলো রপ্তকারী অনায়াসেই সহজ করে নিতে পারেন তার লেখক হওয়ার দুঃসাহসিক অভিযানকে।

লেখালেখির বিভিন্ন উপদেশ ও ধারণায় ভরপুর বিখ্যাত ব্লগ 'রাইটিং ফরওয়ার্ড'এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মেলিসা ডোনোভানের লেখা এই বইটি নবীন ও প্রবীণ লেখকদের জন্য একটি আদর্শ। বইটি আপনাকে নতুনত্ব ও সৃজনশীলতার সাথে পরিচয় করাবে।

প্রজন্ম | মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

BDT ৳ 300
USD $ 18

www.projonmo.pub

NON FICTION
ISBN: 978-984-94393-9-4

লেখালেখির ১০১টি অনুশীলন • মেলিসা ডোনোভান

Based on
"101 Creative Writing Exercises" by Melissa Donovan

লেখালেখির ১০১টি অনুশীলন

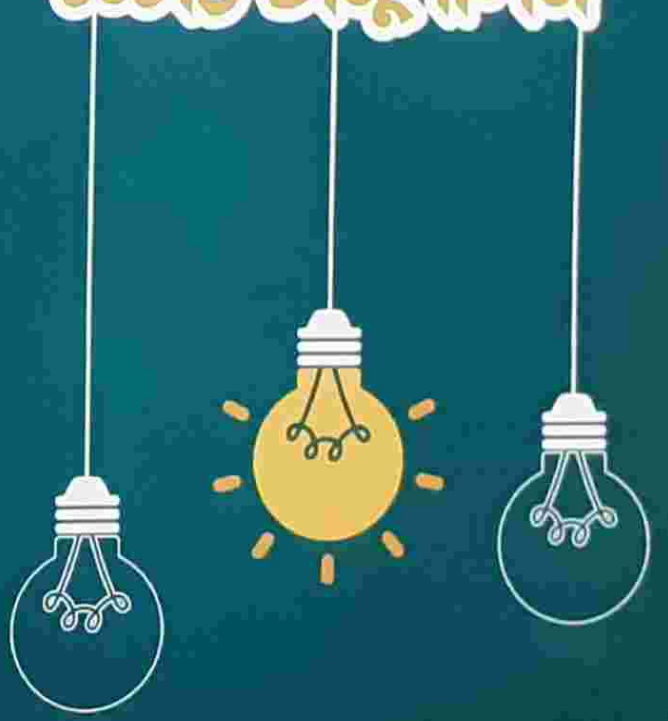

রূপান্তর
জহিরুল হক অপি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লেখালেখির ১০১ টি অনুশীলন

৫ম মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০২০
প্রচ্ছদ: ইহতিশাম আহমেদ

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

101 Creative Writing Exercises by Melissa Donovan,
Transformed by Jahirul Haque Opi,
Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
ISBN: 978-984-94393-9-4

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূচিপত্র

অধ্যায়: ১ ফ্রি-রাইটিং ৯
অধ্যায়: ২ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ আর জার্নাল রচনার অনুশীলন ১২
২.১ লেখক, নিজেকে জানুন ১২
২.২ একত্রিশ দিনের জার্নাল ১৪
২.৩ লেখাকে আকর্ষণীয় করা ১৭
২.৪ লেখায় অনুভূতির প্রকাশ ১৮
২.৫ আপনার জন্য অপরিহার্য ২০
২.৬ রূপালী আস্তরণ ২১
২.৭ রিপোর্ট করুন ২৩
২.৮ পাঠকের প্রতিক্রিয়া ২৪
২.৯ স্মৃতিকথা ২৬
২.১০ আপনার লেখক পরিচিতি ২৭
অধ্যায়: ৩ মানুষ ও চরিত্র ২৯
৩.১ মানুষেরা শুধুই মানুষ ২৯
৩.২ আমরা একটি পরিবার ৩০
৩.৩ জীবনী ৩১
৩.৪ চরিত্র অঙ্কন ৩৩
৩.৫ খলনায়ক ৩৫
৩.৬ চরিত্রে প্রবেশ করা ৩৫
৩.৭ চরিত্র অধ্যয়ন ৩৭
৩.৮ কিছুই পরম নয় ৩৯
৩.৯ অন্যান্য প্রাণী ৪০
৩.১০ একটি দল নিয়ে লেখা ৪১
অধ্যায়: ৪ কথা, সংলাপ ও স্ক্রিপ্ট ৪৪
৪.১ মৌলিক সংলাপ ৪৪
৪.২ চিত্রনাট্য ৪৫

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪.৩ অঙ্গভঙ্গি ৪৬
৪.৪ ভালোবাসাময় দৃশ্য ৪৮
৪.৫ দুইয়ের অধিক বক্তা ৪৯
৪.৬ সে বলল, তিনি বললেন ৫০
৪.৭ বাণী ৫২
৪.৮ চরিত্রের সাথে চ্যাট করা ৫৩
৪.৯ কথা বলার ধরন ৫৪
৪.১০ মনের কথা, মুখের কথা ৫৬
অধ্যায়: ৫ গঠন ৫৮
৫.১ গল্পের পৃথিবী তৈরি ৫৮
৫.২ ইওরটোপিয়া ৫৯
৫.৩ সেটিং যখন চরিত্র ৬০
৫.৪ সত্যকে ফিকশন করা ৬১
৫.৫ বর্ণনা ৬৩
৫.৬ ফ্যান ফিকশন ৬৪
৫.৭ প্রতীক ৬৬
৫.৮ অবিশ্বাস্য! ৬৮
৫.৯ পটার ওয়ার্স ৬৯
৫.১০ প্রিভিউ ৭১
অধ্যায়: ৬ গল্পকথন ৭৩
৬.১ তিন-অঙ্ক গঠন ৭৩
৬.২ দ্য হিরো'স জার্নি ৭৪
৬.৩ বর্ণনা ও দৃষ্টিকোণ ৭৬
৬.৪ মাঝ থেকে শুরু ৭৭
৬.৫ ডিসকভারি রাইটিং ৭৭
৬.৬ চেকোভের বন্দুক ৮১
৬.৭ না! কাজটা ওর নয়! কখনোই নয়! ৮৩
৬.৮ কনফ্লিক্ট ৮৪
৬.৯ প্লট ৮৬
৬.১০ সহকারী প্লট ৮৭

অধ্যায়: ৭ মূল কাঠামো নিয়ে কাজ ৮৯
৭.১ দ্বিপদী ও চতুষ্পদী শ্লোক ৮৯
৭.২ পাঁচ মাত্রার চরণ ৯০
৭.৩ সনেট ৯১
৭.৪ হাইকু ৯৩
৭.৫ দ্য ডাবল ড্যাকটিল ৯৪
৭.৬ লেখাকে আকৃতি দান: ল্যান্টার্ন ৯৬
৭.৭ ডগরেল (নিকৃষ্ট কবিতা) ৯৭
৭.৮ উদ্ভাবিত কবিতা ৯৯
৭.৯ গুরুগম্ভীর রীতি: রন্ডৌ, রন্ডেল, রন্ডলেট ১০০
৭.১০ কবিতার রীতির আবিষ্কার ১০২
অধ্যায়: ৮ ভাষা ও সাহিত্য ১০৩
৮.১ শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা ১০৩
৮.২ অনুপ্রাস ও স্বরানুপ্রাস ১০৫
৮.৩ তাল ও ছন্দ ১০৭
৮.৪ দেখাবেন, বলবেন না: উপমা ১০৮
৮.৫ কাট-অ্যান্ড-পেস্ট কবিতা ১০৯
৮.৬ রূপক ও উপমা ১১১
৮.৭ সংক্ষিপ্ত লেখা ১১২
৮.৮ ফ্রি-রাইটিং: প্রাথমিক সরঞ্জাম ১১৩
৮.৯ টুইটার কবিতা ১১৫
৮.১০ কবিতায় শব্দ প্রবর্তনা ১১৬
অধ্যায়: ৯ সমস্যার সমাধান এবং সত্যতা ও যুক্তির গুরুত্ব ১১৮
৯.১ সবচেয়ে বড় বিতর্ক ১১৮
৯.২ ফিকশনের তথ্যের সত্যতা ১১৯
৯.৩ সবার একটি নির্দিষ্ট মতামত রয়েছে ১২২
৯.৪ উভয় সঙ্কটে নৈতিকতা ১২৩
৯.৫ ঘটনার শেকল ১২৫
৯.৬ অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ১২৭
৯.৭ যুক্তি ১২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৯.৮ সমাধান ১২৯
৯.৯ বৃহৎ থিম, ছোট দৃশ্য ১৩১
৯.১০ রাজনীতি ও ধর্ম ১৩১
অধ্যায়: ১০ আর্টিকেল ও ব্লগিং ১৩৩
১০.১ শিরোনাম ১৩৫
১০.২ 'হাউ-টু' আর্টিকেল ১৩৫
১০.৩ লিস্ট আর্টিকেল ১৩৬
১০.৪ প্রত্যেকেই সমালোচক (বুক রিভিউ) ১৩৭
১০.৫ সমালোচনা (ক্রিটিক্স) ১৩৮
১০.৬ সাপ্তাহিক কলাম ১৪০
১০.৭ ব্লগার হতে চান? ১৪০
১০.৮ দ্য অপ-এড ১৪২
১০.৯ আপনি একজন দক্ষ মানুষ ১৪৪
১০.১০ রিসার্চ ১৪৫
অধ্যায়: ১১ সৃজনশীলতা: আইডিয়া জোগাড় ও অনুপ্রেরণার খোঁজ ১৪৬
১১.১ মানচিত্র ১৪৮
১১.২ নাম ১৪৮
১১.৩ স্বাদের পরীক্ষা ১৪৯
১১.৪ আপনার ছুটির দিন ১৫০
১১.৫ আপনার সুপার পাওয়ার কী? ১৫১
১১.৬ পর্যবেক্ষণ ১৫৩
১১.৭ মিউজিকের গল্প ১৫৪
১১.৮ কোণ ১৫৫
১১.৯ রঙয়ের পৃথিবী ১৫৬
১১.১০ দ্য ইনকিউবেটর ১৫৮
অধ্যায়: ১২ লেখালেখি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ১৫৯
১৬২

অধ্যায়: ১

ফ্রি-রাইটিং

লেখালেখির জন্য যে কয়টি সৃজনশীল অনুশীলন রয়েছে, ফ্রি-রাইটিং তার মধ্যে অন্যতম। একে চেতনার প্রবাহও বলা হয়। সাদা পৃষ্ঠার জমিনে কোনোরূপ বাধা-বিঘ্নতা ছাড়া ভাবনার বহিঃপ্রকাশ করার জন্য ফ্রি-রাইটিং সবচেয়ে কার্যকরী। এর মাধ্যমে কোনোরূপ অভ্যন্তরীণ সম্পাদনা না করে অবচেতন হৃদয়কে কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি হয়। এতে আপনার ভাবনা নতুন কিছু শেখার অনুপ্রেরণা পাবে।

দৈনন্দিন লেখালেখির অনুশীলন হিসেবে ফ্রি-রাইটিং অনেক উপকারী। দিনের ব্যস্ততায় মস্তিষ্ক কলুষিত হওয়ার আগেই সকাল বেলা বিশ মিনিট ফ্রি-রাইটিংয়ের মাধ্যমে রাতে দেখা স্বপ্নকে নিপুণভাবে লিখে রাখা যায়। আবার দিনের বিশৃঙ্খলা দূর করে সেদিনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিখে রাখার জন্য রাতের বেলাও ফ্রি-রাইটিং করা যায়।

নিয়মতান্ত্রিক ফ্রি-রাইটিংয়ের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন। এক্ষেত্রে লেখার সময় আপনি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখেন। নিয়মতান্ত্রিক ফ্রি-রাইটিং অনেক প্রকারের হয়, এ সম্পর্কে একটু পরই আলোকপাত করা হবে।

যেকোনো ধরনের ফ্রি-রাইটিংয়ের ক্ষেত্রেই আপনি দ্রুত লিখে থাকেন আর এতে আপনার চিন্তাশক্তি দ্রুত প্রবাহিত হয়। ফ্রি-রাইটিংয়ের সময় মন যা চাইবে, তা-ই লিখবেন। লেখার সময় যা হাস্যকর ঠেকে, পরবর্তীতে পড়ার সময় তা অর্থবহও হয়ে উঠতে পারে।

অনুশীলন

নিয়ম একদম সহজ। প্রথমে আপনাকে একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। আপনি কমপক্ষে কতটুকু লিখবেন, তা-ই হচ্ছে আপনার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য নির্ধারণ করাটা সময়, শব্দ কিংবা পৃষ্ঠার বিবেচনায় হতে পারে। তারপর লেখা শুরু করুন। আপনি লক্ষ্য অনুযায়ী লিখুন, তবে চাইলে এর থেকে বেশিও লিখতে পারেন।

মনে করুন, আপনি দশ মিনিটের লক্ষ্য স্থির করলেন। এখন চাইলে আপনি এর থেকে বেশি সময় নিয়েও লিখতে পারেন।

প্রথমদিকে যখন আপনি ফ্রি-রাইটিং শুরু করবেন, তখন লিখতে গিয়ে হঠাৎই মনে হবে আপনি সব ভুলে গেছেন। কিছুই লিখতে পারছেন না। এমন হলে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কখনোই লেখা থামিয়ে দেবেন না। কলম চলতে থাকবে আপন গতিতে। যদি কিছুই লিখতে না পারেন, তাহলে বারবার *পারছি না, পারছি না* লিখতে থাকুন। তারপর লেখার মতো কিছু পেয়ে গেলে লিখে ফেলুন। তবু কিছুতেই লেখা থামাবেন না।

উপদেশ: আপনার লক্ষ্য কতটুকু হওয়া উচিৎ?

যদি আপনার কাছে স্টপওয়াচ থাকে, তবে বিশ মিনিটের লক্ষ্য নির্ধারণ করে লেখা শুরু করুন। একবার বসে ফ্রি-রাইটিংয়ের জন্য সবচেয়ে ভালো লক্ষ্য হচ্ছে বিশ মিনিট। কিংবা স্থির করুন, এক বসাতে আপনি দুই পৃষ্ঠা লিখবেন। ইলেকট্রনিক ডিভাইসে লিখতে চাইলে ৫০০ শব্দ আপনার লক্ষ্য হতে পারে। ফ্রি-রাইটিংয়ের জন্য কত সময় ব্যয় করা আপনার জন্য কার্যকরী, তা আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে। কোনো কোনো লেখক মনে করেন, ত্রিশ মিনিটের বেশি ফ্রি-রাইটিং লেখাকে বিকৃত করে ফেলে। আবার অনেকে মনে করেন, দশ মিনিট লেখার পর ভালো লেখা আসে।

তাছাড়া, লেখার সকল মাধ্যম ব্যবহার করে দেখতে হবে। অনেক লেখক মনে করেন, হাতে লিখলে লেখায় অধিক সৃজনশীলতা আসে। যদি আপনি সচরাচর কম্পিউটারে লিখে অভ্যস্ত হন, তবে মাঝেমধ্যে খাতা-কলমেও ফ্রি-রাইটিং করা উচিৎ।

আর একবার লিখেই ফ্রি-রাইটিং বাদ দেওয়া যাবে না। যারা নতুনভাবে ফ্রি-রাইটিং শুরু করেন, তাদের অনেকেই কয়েকবার লেখার পর ফ্রি-রাইটিং বাদ দিয়ে দেন, যা কখনোই উচিৎ নয়।

প্রকারভেদ: লেখায় সৃজনশীলতা লাভ করার জন্য যেসব নিয়মতান্ত্রিক ফ্রি-রাইটিং করা যায়, তা হচ্ছে—

কেন্দ্রীভূত ফ্রি-রাইটিং: এর অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো কল্পনা বা ধারণা নিয়ে লেখা। মনে করুন, আপনি একটা উপন্যাস লিখছেন। চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হচ্ছে বারবার। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত ফ্রি-রাইটিংয়ের মাধ্যমে উপন্যাসের চরিত্র নিয়ে কিছুক্ষণ লিখলে উপন্যাসের জট খুলে যাবে আর আপনি আবার লেখা শুরু করতে পারবেন। এটা মগজ ধোলাইয়ের মতো, এতে উপন্যাসের জন্য লেখার আগেই নিজের ভাবনাকে প্রস্তুত করা যায়।

বিষয়ভিত্তিক ফ্রি-রাইটিং: এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে লেখা হয়। আপনি যদি কোনো প্রবন্ধ লিখতে থাকেন, তাহলে সেই বিষয়ে ফ্রি-রাইটিং করা উচিৎ।

এতে আপনার মস্তিষ্ক সেই বিষয় নিয়ে ভাবতে বাধ্য হবে আর আপনি ধারণা পাবেন যে, আপনার প্রবন্ধে কোন লেখাগুলো অধিক কার্যকরী।

শব্দ ও চিত্রভিত্তিক ফ্রি-রাইটিং: ফ্রি-রাইটিং করতে গিয়ে আপনাকে যদি বারবার *পারছি না, পারছি না* লিখতে হয়, তবে এই ফ্রি-রাইটিং আপনার জন্য উপকারী। যারা কবিতা লিখেন, তারা এভাবে ফ্রি-রাইটিং করে থাকেন। যেকোনো একটা শব্দ বা ছবি কল্পনায় রেখে লিখতে হবে। লেখা থেমে গেলে (*পারছি না, পারছি না* লেখার পরিবর্তে) বারবার সেই শব্দটাই লিখতে থাকুন। যেমন: প্রেম, যুদ্ধ, বিচ্ছেদ, ভয় ইত্যাদি।

চরিত্রভিত্তিক ফ্রি-রাইটিং: চরিত্র সৃষ্টির সময় এই ফ্রি-রাইটিং আপনাকে সাহায্য করবে। এই চরিত্রভিত্তিক ফ্রি-রাইটিং দুইভাবে করা যায়। প্রথমত, চরিত্র নিয়ে ফ্রি-রাইটিং করা। পৃষ্ঠায় বড় করে চরিত্রের নাম লিখে টাইমার সেট করে চরিত্র নিয়ে কল্পনায় যা আসে, তা-ই লিখুন। দ্বিতীয়ত, প্রথম পুরুষ ব্যবহার করে চরিত্রের কথা লিখুন, যেন আপনি নিজেই সে চরিত্র। এতে চরিত্রের সাথে আপনি পরিচিত হয়ে উঠতে পারবেন।

সমাধানভিত্তিক ফ্রি-রাইটিং: লেখালেখিতে যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য এই ফ্রি-রাইটিং করা হয়। সমস্যার কথা পৃষ্ঠার উপর লিখে ফ্রি-রাইটিং করতে হবে। সমস্যাকে প্রশ্নের রূপ দিয়ে তার উত্তর লেখার চেষ্টা করুন। এক্ষেত্রে নিজের আবেগকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এভাবে নিজেকেই সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। যেমন—

'আমার গল্পে কীভাবে রহস্য ফুটিয়ে তুলতে হবে?'

'কবিতায় কোন বিষয়টা লিখতে ভুলে গেছি?'

'কীভাবে প্রবন্ধটাতে নিজের ভাবনা সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারব?'

প্রশ্ন লিখে উত্তর নিয়ে ভাবনা শুরু করুন, আপনি সমাধানের দেখা পেয়ে যাবেন।

উপযোগিতা: কবিতা লেখার প্রাথমিক সরঞ্জাম জোগাড়ের জন্য ফ্রি-রাইটিংয়ের বিকল্প নেই। ফ্রি-রাইটিংয়ের মাধ্যমে চেতনার প্রবাহ ঘটিয়ে কবিতার ধারণা পাওয়া যায়। কারণ, ফ্রি-রাইটিংয়ের মাধ্যমে আপনার কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

দৈনিক লেখালেখির অনুশীলনের জন্যও এটি জরুরি। বিশেষ করে যখন আপনি বড় উপন্যাস নিয়ে কাজ করবেন, তখন ফ্রি-রাইটিং আপনাকে লেখালেখির একঘেয়েমি কাটিয়ে উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ অবধি সৃজনশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধ্যায়: ২

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ আর জার্নাল রচনার অনুশীলন

২.১ লেখক, নিজেকে জানুন

এই অনুশীলন আপনাকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করে—আমি কী লিখি?

অনেক কারণেই একজন লেখক লেখালেখি শুরু করেন। কেউ ভালোবাসা থেকে লিখেন, কেউ লিখেন সৃজনশীলতা অর্জনের জন্য। অনেকে আবার লেখালেখি করতে বাধ্য হোন। কেউ-বা খ্যাতির জন্যও কলম ধরেন।

লেখক হয়ে উঠা মোটেও সহজসাধ্য নয়। বেশিরভাগ লেখকই দিনের বেলা চাকরি করেন আর লেখালেখি করেন অবসর সময়ে। রাতের বেলা নিজেদের লেখাকে সাজিয়ে তোলেন, সপ্তাহ শেষে তা সম্পাদকের কাছে জমা দেন।

পেশাগতভাবে লেখার জন্য প্রচুর পরিমাণে স্ব-শৃঙ্খলা প্রয়োজন। কারণ, প্রথম বছরগুলোতে লেখকেরা তাড়াহুড়ো করে থাকেন।

ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা ছাড়াও লেখকেরা এমন এক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হন, যাতে স্বাপ্নিক আর মেধাবীরাই নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সৃজনশীলতা অস্থায়ী আর এর শাখাগুলো দুর্লভ। সেজন্যই অসংখ্য উপন্যাস থেমে যায় মাঝপথে, পড়ে থাকে সবচেয়ে নিচের ড্রয়ারটাতে।

যারা আসলেই সফলতা পেতে চায়, উপন্যাস সম্পূর্ণ করতে চায়, প্রকাশ করতে চায় নিজের কবিতা, একজন লেখক হয়ে অর্থ উপার্জন করতে চায়; মনোযোগী থাকা তাদের জন্য অপরিহার্য।

প্রত্যেক সফল ব্যক্তিই মেধাবী হয় না। বরং, যারা হার মানতে নারাজ, সাফল্য তারাই পায়। তারা লেখালেখির জন্য অভ্যাস তৈরি করে, মনোযোগ আর দৃঢ় প্রত্যয় রেখে নিয়মিত তাদের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কাজ করে।

একজন লেখক হিসেবে আপনার লক্ষ্যে কতটুকু এগোতে পেরেছেন, সে সম্পর্কে ধারণা রাখা প্রয়োজন।

অনুশীলন

এই অনুশীলন একজন লেখক হিসেবে আপনার লক্ষ্য নিয়ে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন উত্থাপন করবে। আপনার কাজটা সহজ; প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য একটি করে প্যারাগ্রাফ লিখুন। উত্তর সংক্ষিপ্ত রাখার চেষ্টা করুন।

আপনি আগামী এক বছর এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কয়েকদিন পর পর পড়ে দেখতে পারেন। এই উত্তরগুলো আপনাকে লক্ষ্যের ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী থাকতে সাহায্য করবে; মনে করিয়ে দেবে আপনি কেন লিখেন।

যদি এখনই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে না চান, তাহলে বইয়ের বাকি অনুশীলনগুলো করার পর এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন।

- আপনি কী লিখেন? এবং কী লিখতে চান? জনরার কথা ভাবুন (গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, থ্রিলার, উপন্যাস ইত্যাদি)। নির্দিষ্ট উত্তর দিন।
- আপনি কখন আর কতক্ষণ লিখেন? নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, লেখার জন্য পর্যাপ্ত সময় কি আপনার আছে, নাকি লেখার জন্য আপনাকে আলাদা সময় বের করতে হয়?
- লেখক হিসেবে আপনার তিনটি লক্ষ্য কী?
- এই তিনটি লক্ষ্য কেন আপনার জন্য প্রয়োজনীয়?
- লেখক হিসেবে আপনার আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা কী? উপরের তিনটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনার কোন কোন কাজ করা জরুরি?
- গত বছরগুলোতে নিজের লেখা দিয়ে কী কী অর্জন করেছেন, যা আপনাকে লক্ষ্যে পৌছুতে সাহায্য করেছে?
- আপনার তিনটি লক্ষ্য ও পাঁচ বছরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে এগোনোর জন্য আগামী এক বছর আপনি কী কী করবেন?

উপদেশ: লক্ষ্যগুলো নির্দিষ্ট হতে হবে।

আপনি যদি উপন্যাস লিখতে চান, সেক্ষেত্রে এখনই প্রকাশনী নির্ধারণ নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই। যদি তিনটির বেশি লক্ষ্য থাকে, তবে সর্বোচ্চ দশ পর্যন্ত সেগুলোর লিস্ট করুন। তবে তালিকার প্রথম তিনটি লক্ষ্য হাইলাইট করে রাখুন।

যদি লক্ষ্য সম্পর্কে আপনার ধারণা না থাকে, তবে লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য সময় নিন। এক্ষেত্রে এক সপ্তাহ অথবা এক মাস সময় নেওয়া যেতে পারে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যতিক্রম: সবগুলো প্রশ্নের উত্তর একসাথে না করে, চাইলে একদিনে একটি করে প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারেন। সংক্ষিপ্ত আকারে স্পষ্টভাবে উত্তর দেওয়া গেলেও প্রথমদিকে চাইলে এক উত্তরের জন্য এক পৃষ্ঠাও লেখা যেতে পারে। ইচ্ছে করলে দৈনিক জার্নাল লেখার জন্য এই প্রশ্নের উত্তর ব্যবহার করা যেতে পারে। (জার্নাল সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা আসছে পরের অধ্যায়ে)

উপযোগিতা: এই প্রশ্নগুলো আপনার উদ্দেশ্যকে নির্দিষ্ট করতে সাহায্য করবে। যখন আপনি নিজের লক্ষ্যের ব্যাপারে ধারণা লাভ করবেন, তখন তা অর্জন করা সহজ হয়ে যাবে। তাছাড়া, এতে আপনি নিজের লক্ষ্য নিয়ে সহজেই অন্য লেখক কিংবা প্রকাশনীর সাথে আলোচনা করতে পারবেন।

২.২ একত্রিশ দিনের জার্নাল

সাধারণত ডায়েরির মতো করে জার্নাল লেখা হয়। তবে জার্নাল এমন একটি লেখা, যা একজন লেখককে ধারণা পেতে সাহায্য করে, সমস্যা সমাধান এবং বাস্তব ও কাল্পনিক থিম সাজাতে সহযোগিতা করে।

এই অনুশীলনের জন্য জার্নাল লিখতে গেলে আপনি অভিজ্ঞদের জার্নাল খুঁজে পড়ার জন্য তাড়িত হবেন। সপ্তাহ জুড়ে জার্নালের বিভিন্ন আইডিয়ার কথা লিখে সপ্তাহের শেষে প্রতিফলনের জার্নাল লিখতে পারেন। তাছাড়া দু-তিনটি করে একে একে সব ধরনের জার্নাল লেখা যেতে পারে।

এটা শুধু বিভিন্ন ধরনের জার্নাল সম্পর্কে ধারণা অর্জনের অনুশীলন নয়, বরং এটা আপনাকে দৈনিক অনুশীলনের মাধ্যমে নিয়মিত লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। বোনাস হিসেবে, এসব জার্নাল কিন্তু আপনার সৃজনশীলতা বুস্টার হিসেবেও কাজ করবে।

আপনি যদি টানা ৩১ দিন বিশ মিনিট করে জার্নাল লিখতে পারেন, তাহলে মাসের শেষে আপনার লেখালেখির অভ্যাস গড়ে উঠবে আর আপনি প্রতিদিনই লেখার জন্য অনুপ্রেরণা পাবেন। চেষ্টা করুন যেন এই অনুশীলন ৩১ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও অব্যাহত রাখা যায়। তবে যদি মনে হয়, এটি আপনার লেখালেখিতে সাহায্য করছে না কিংবা আপনি এতে আগ্রহ পাচ্ছেন না, তবে এটি বাদ দিয়ে অন্য অনুশীলনের মাধ্যমে দৈনিক লেখালেখির অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করুন।

অনুশীলন

প্রতিদিন অন্তত ১৫-২০ মিনিট ধরে ৩১ দিন জার্নাল লিখুন। এক্ষেত্রে কোন ধরনের জার্নাল লিখছেন, তার একটা লিস্ট করে রাখুন। খেয়াল রাখবেন, এক ধরনের জার্নাল যেন আপনি অন্তত কয়েকদিন চেষ্টা করেন, যাতে এই লেখায় আপনি অনুভূতি খুঁজে পেতে পারেন।

ডায়েরি-স্টাইল: ডায়েরি হলো দিনের ঘটনাগুলোর পুনরায় আলোচনা। কেউ কেউ ডায়েরি লিখেন নিজেদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করার জন্য। অনেকে ভাবেন, তাদের ডায়েরি আগামীতে তাদের লেখার উপাদান হিসেবে কাজ করবে। অনেকে ডায়েরি লিখেন যাতে সন্তানেরা তাদের জীবন সম্পর্কে জানতে পারে। খুব কম লোকই এই মনে করে লিখেন যে, তারা বড় সাহিত্যিক হলে বা দেশের জন্য কিছু করতে পারলে তাদের ডায়েরি অনুপ্রেরণামূলক আত্মজীবনী হিসেবে সমাদৃত হবে।

ডায়েরি লেখার মাধ্যমে নিয়মিত লেখালেখির অভ্যাস গড়ে উঠে। ডায়েরি স্মৃতিচারণে সাহায্য করা ছাড়াও লেখকের পর্যবেক্ষণ দক্ষতা বাড়ায়, যা একজন লেখকের জন্য অপরিহার্য।

আত্ম-উন্নতি: জীবনের সবকিছুতে সন্তুষ্ট, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের আশা থেমে থাকে না, আমরা আশা করতেই থাকি; ভালো সেলারি, স্বাস্থ্যসম্মত দেহ কিংবা একটি উপন্যাস প্রকাশের। আত্ম-উন্নতি জার্নালের অর্থ হচ্ছে, যেকোনো একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে প্রতিদিন এ নিয়ে নিজের অগ্রগতির কথা লেখা।

যেহেতু আপনি এই বইটি পড়ছেন, তাই অবশ্যই লেখালেখি নিয়ে আপনার অন্তত একটি লক্ষ্য আছে। আপনি হয়তো এখনও একটি জনরা খুঁজছেন, যাতে আপনি দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন বলে মনে হয়। অথবা শুধুই নিজের লেখনশৈলী সমৃদ্ধ করতে চান।

যেকোনো একটি লক্ষ্য নিয়ে আপনার দৈনিক অগ্রগতির কথা জার্নালে লিখতে পারেন।

প্রতিফলন: প্রতিফলনমূলক জার্নাল ডায়েরি ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মাঝামাঝি বিষয়। এটি আপনার ভাবনা ও বিশ্বাসের সমন্বয়ে জীবনের গল্পকে সাজাতে সাহায্য করে।

এটি ডায়েরি লেখা থেকে ভিন্ন, কারণ এতে অতীত জীবনের কথা লেখা হয় না; বরং অতীতের ঘটনাকে সাজানো হয় গভীর অর্থের সাথে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিফলনমূলক জার্নাল লেখার মাধ্যমে বাক্যের বর্ণনাশৈলীর দিকে নজর দেওয়া যায়। আপনি একটি গল্প লিখছেন; গভীর পর্যবেক্ষণ দিয়ে তা সাজাচ্ছেন নিখুঁতভাবে। আপনি শুধু ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা লিখছেন না, বরং ঘটনার ফলে আপনার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কথাও লিখছেন।

আর্ট জার্নাল: প্রতিদিন কিছু আর্ট অথবা বিনোদন উপভোগ করুন। মিউজিয়ামে গিয়ে সেখানে থাকা পেইন্টিং ভালো করে পর্যবেক্ষণ করুন (অথবা অনলাইনে দেখুন)। কিংবা গানের পুরো অ্যালবাম শুনুন। বিদেশি মুভি দেখুন। ফাইন আর্ট ও পপ কালচারের অভিজ্ঞতা গ্রহণের চেষ্টা করুন। তারপর তা নিয়ে জার্নাল লিখে ফেলুন।

আর্ট জার্নাল লেখার ক্ষেত্রে যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেতে পারে—

চিত্রটি দেখে আপনার কেমন অনুভূত হয়েছে? চিত্রটি কীভাবে আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছে? এটি কীভাবে অন্যকে প্রভাবিত করবে? এই চিত্র থেকে কীভাবে উপন্যাস অথবা কবিতার অনুপ্রেরণা নেওয়া যায়?

স্বপ্ন সংক্রান্ত জার্নাল: স্বপ্ন এক রহস্যময় ও ঐন্দ্রজালিক কল্পনা। স্বপ্নের জগতে সবকিছু সম্ভব। আমাদের গভীরতর ইচ্ছে আর সবচেয়ে বড় ভয় প্রাণ পেয়ে যায়। স্বপ্নতেই কল্পনার শেষ সীমায় পৌঁছে যাই আমরা।

আদিমকাল থেকেই লেখক বা বিজ্ঞানীদের জন্য স্বপ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। লেখার উপাদান তৈরির জন্য স্বপ্নকে ব্যবহার করা যায়। স্বপ্ন থেকে চরিত্র, ঘটনাস্থল, চিত্রকল্প এমনকি প্লট আইডিয়াও পাওয়া যায়।

কয়েকদিন বিছানার কাছে একটি নোটবুক রেখে দিন (প্রয়োজনে এক সপ্তাহ)। ঘুমানোর আগে নিজেকে বলে রাখুন, আজকের স্বপ্ন আপনি মনে রাখবেন। ঘুম ভাঙতেই নোটবুক হাতে নিয়ে যা মনে থাকে, লিখে নিন।

উপদেশ: প্রতিদিন একই সময়ে জার্নাল লিখতে হবে। বিশ মিনিট আগে ঘুম থেকে উঠে পড়ুন, যাতে জার্নাল লিখতে পারেন। অথবা বিছানার কাছে খাতা-কলম রেখে দিন, ঘুমানোর আগে বিশ মিনিট সময় নিয়ে দিনের সকল ঘটনা মনে করে জার্নাল লিখে ঘুমিয়ে পড়ুন।

ব্যতিক্রম: আরও অনেক ধরনের জার্নাল লিখতে পারবেন চাইলে। যেমন: কৃতজ্ঞতাসূচক জার্নাল, ভ্রমণসংক্রান্ত জার্নাল ও প্যারেন্টিং জার্নাল। উদ্দেশ্য হলো টানা ৩১ দিন নিজের ও নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জার্নাল লেখা।

উপযোগিতা: জার্নাল লেখার দুইটি উপকারিতা রয়েছে। প্রথমত, দৈনিক লেখালেখির অনুশীলন, যা যেকোনো লেখকের লেখনশৈলীর উন্নতির জন্য অপরিহার্য। লেখালেখি অভ্যাসে পরিণত হবে। নিয়মিত একটি কাজ করলে সে কাজের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হবে। দ্বিতীয়ত, জার্নালের মাধ্যমে আপনার পর্যবেক্ষণ, আত্ম-সতর্কতা ও প্রতিফলন জ্ঞানসহ যাবতীয় দক্ষতার উন্নতি ঘটে, যা একজন লেখক হিসেবে থাকাটা অপরিহার্য।

২.৩ লেখাকে আকর্ষণীয় করা

প্রত্যেক লেখককে পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখার বিষয়টি জানতে হবে। এমনটা করার অনেক উপায় আছে। আপনি চাইলে রহস্য বা সাস্পেন্সের সাহায্যে পাঠককে প্রভাবিত করতে পারেন। এছাড়া পাঠককে চরিত্রের সাথে আবেগিকভাবে সম্পর্কযুক্ত করে নিতে পারেন। কিংবা চোখ ধাঁধানো বর্ণনাশৈলী দিয়ে তাদের মুগ্ধ করে দিতে পারেন।

একজন সত্যিকার অভিজ্ঞ ব্যক্তি যেকোনো একটি বিষয় নিয়েই তাকে আকর্ষণীয় করে দিতে পারে। ১৯৫১ সালে আরনেস্ট হ্যামিংওয়ে-র *দ্য অল্ড ম্যান এন্ড দ্য সি* প্রকাশিত হয়। গল্পের বেশিরভাগ স্থানে একজন বৃদ্ধ নৌকা দিয়ে মার্লিন নামক একটি সামুদ্রিক মাছ ধরার জন্য ঘুরতে থাকেন। হ্যামিংওয়ে পাঠককে জেলেদের জীবন সম্পর্কে বলতে শুরু করেন। এমন একটি গল্প যা অন্য লেখকেরা একটি বিরক্তিকর বিষয় মনে করবে, তিনি তার উপস্থাপনার দক্ষতা দিয়ে সেই গল্পকেই মুগ্ধকর লেখায় পরিণত করে দেন।

অবশ্যই আপনার কাছে যা আকর্ষণীয়, অন্য কারও জন্য তা বিরক্তির কারণ হতে পারে। 'পুলিৎযার প্রাইজ' পাওয়া একটি বই পড়েও আপনি বিরক্ত হতে পারেন, যদিও অন্য কারও জন্য তা অতি আকর্ষণীয়। সৌন্দর্য দৃষ্টিভঙ্গির উপর নিহিত। এই অনুশীলনের সময় এ কথাটি আপনার মনে রাখতে হবে।

অনুশীলন

আপনার জীবনের স্মরণীয় কোনো ঘটনার কথা আকর্ষণীয়ভাবে লেখার চেষ্টা করুন। এমনভাবে তা বর্ণনা করুন যাতে পাঠককে ধরে রাখা যায়। এমন কোনো ঘটনার কথা লিখুন, যা সত্যিকার অর্থেই আকর্ষণীয়। এতে আপনার অনুশীলন সহজ হবে। আর যদি নিজেকে চ্যালেঞ্জ করতে চান, তবে একদমই সাধারণ বিষয় নির্ধারণ করুন, যেমন: অফিসে কাটানো সাধারণ একটি দিন। সত্যতা বজায় রাখুন, এটিকে ফিকশন বানিয়ে ফেলবেন না। একটি গল্পের মতো করে সূচনা, বর্ণনা ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপসংহারের সাথে লিখুন। অন্তত পনেরোশো শব্দের লক্ষ্য রেখে গল্পটিকে প্রথম পুরুষের বর্ণনায় লিখুন (নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে)।

উপদেশ: অনেক ছাত্রকে প্রায়ই নিম্নোক্ত অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়—'ছোটবেলার একটি স্মরণীয় ঘটনা লেখো'।

আর তাদের উত্তরগুলো প্রায়শই বিরক্তিকর হয়, যেমন: *একদা আমার পরিবার ডিজনিতে বেড়াতে গিয়েছিল...* কিংবা *আমরা সবাই একটি হোটেলে থেকেছিলাম...* ইত্যাদি এমনই কিছু।

চিন্তা করুন, কীভাবে গল্পটি পাঠকের কাছে প্রকাশ করতে হবে। শব্দচয়নের দিকে খেয়াল রাখা উচিৎ; *ডিজনিল্যান্ডে যাওয়া ছিল আমার ছোটবেলার স্বপ্ন। কিন্তু আমি ভাবিনি তা কখনো সত্য হবে। এতটা অর্থ ছিল না আমাদের। তো যখন বাবা-মা গাড়িতে উঠার পর বললেন, আমরা ছুটি কাটাতে বেড়াতে যাচ্ছি; আমি নিশ্চিত ছিলাম, আবারও নানা বাড়ি যাচ্ছি আমরা। কিন্তু অতঃপর আমাদের গাড়ি এসে পৌঁছালো এয়ারপোর্টে।*

ব্যতিক্রম: তৃতীয় পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে গল্প লেখার চেষ্টা করুন।

উপযোগিতা: অনেক ম্যাগাজিন ব্যক্তিগত আর্টিকেল প্রকাশ করে থাকে। অনেকে ছোটগল্পও প্রকাশ করেন। সুতরাং, এই একটি লেখা আপনাকে প্রথম লেখা প্রকাশের আনন্দ এনে দিতে পারে। এটি আপনার আত্মজীবনীর একটি অংশও হতে পারে।

২.৪ লেখায় অনুভূতির প্রকাশ

ব্যক্তিগত বিষয়ে লেখার মধ্যে একটি জনপ্রিয় শাখা হচ্ছে কৃতজ্ঞতাসূচক জার্নাল। এ ধরনের লেখা মানুষকে পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি রাখার শিক্ষা দেয়।

লেখকদের যে পরিমাণ সংগ্রাম করতে হয়, অন্য কোনো পেশায় তা করতে হয় না; দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ফ্রি-তে কাজ করা, অনেকগুলো রিজেকশন পাওয়া পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি।

নিরুৎসাহিত ও পীড়িত হওয়া সহজ। তবে একজন লেখক হিসেবে যখনই আপনি ভেঙে পড়বেন, কৃতজ্ঞতা আপনাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করবে।

এছাড়া এই অনুশীলনের অন্য উপকারিতাও আছে। আপনি কি শুধুই বিরহের কবিতা বা দুঃখের গল্প লিখেন? অনেক তরুণ লেখক বলেন, কেবল হৃদয় ভাঙার গল্প

লিখতে পছন্দ করেন তারা। কৃতজ্ঞতাসূচক লেখা আপনাকে আনন্দের কথাও লিখতে শেখাবে।

অনুশীলন

জীবনে কোন জিনিসগুলোর জন্য আপনি কৃতজ্ঞ, তার একটি তালিকা তৈরি করুন। এটি পরিবার, ঘর, খাবারের মতো বৃহৎ কিছু হতে পারে; আবার আপনার প্রিয় বই, একটি রোদেলা দিন অথবা কোনো আগন্তুকের হাসির মতো সামান্য বিষয়ও হতে পারে। তালিকায় অন্তত পঁচিশটি বিষয় থাকতে হবে। তবে এর বেশি লিখতে পারলে অবশ্যই লিখুন। লেখা শেষ হলে যেকোনো একটি বিষয় নিয়ে ৫০০-৭৫০ শব্দ লিখুন। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে পারেন—

- আমি কিসের জন্য কৃতজ্ঞ?
- এটি কীভাবে আমার জীবনকে প্রভাবিত করেছে?
- এটি না থাকলে আমার জীবন কেমন হতো?
- আমার কীভাবে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ?

লেখা শেষ হলে তা পুনরায় পড়ে সম্পাদনা করুন। যখনই লেখালেখিতে আত্মবিশ্বাসের কমতি অনুভব করবেন, এই লেখাগুলো আবার পড়ুন, যা আপনার মন ভালো করে দিতে সাহায্য করবে।

উপদেশ: আপনি চাইলে দৈনিক জার্নাল লেখার সময় কৃতজ্ঞতাসূচক জার্নাল লিখতে পারেন। ঘুম থেকে উঠে একটি বিষয় নির্ধারণ করুন, যার জন্য আপনি কৃতজ্ঞ। অতঃপর এ নিয়ে লিখে ফেলুন জার্নাল। চাইলে কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আলাদা জার্নাল লিখতে পারেন। তালিকা তৈরির পরিবর্তে প্রতিদিন একটি বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে লিখে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

ব্যতিক্রম: এই অনুশীলন কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সীমাবদ্ধ নয়। যেকোনো অনুভূতি প্রকাশের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। আপনি এমন সবকিছু নিয়ে লিখতে পারেন; যা আপনাকে রাগিয়ে তোলে, কষ্ট দেয়, দ্বিধান্বিত করে, উচ্ছ্বসিত করে, আশাবাদী করে, অনুপ্রাণিত করে। যে অনুভূতি নিয়েই লিখেন না কেন, এমন সব শব্দ ব্যবহার করুন যা ঐ অনুভূতিকে সবচেয়ে নিঁখুতভাবে বর্ণনা করে। যেমন: কৃতজ্ঞতার কথা লেখার সময় হ্যাঁ-সূচক শব্দ ব্যবহার করুন, না-বোধক শব্দ পরিহার করুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপযোগিতা: অনুভূতি প্রকাশের জন্য লেখালেখি একটি অভিনব উপায়। অভিজ্ঞতা আপনাকে এমনভাবে লেখা উপস্থাপন করতে শেখাবে, যা পাঠককে আগ্রহী করবে। যখন পাঠকেরা আবেগিকভাবে আপনার লেখার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে, তখন চরিত্রের জীবন তাদের প্রভাবিত করবে। সুতরাং লেখায় ইমোশন ফুটিয়ে তোলার দক্ষতা আপনাকে লেখক হিসেবে অনেক উপকার দেবে।

২.৫ আপনার জন্য অপরিহার্য

আপনি একটি গল্প লেখার আগে সেটির বিষয়গুলো মনে রাখার জন্য এর মৌলিক উপাদানগুলোকে তালিকা করতে পারেন। সম্পাদনার জন্য যে কয়টি কৌশল অবলম্বন করা যায়, তা হলো—তালিকা করা, আউটলাইন করা, ছক আঁকা আর স্টোরিবোর্ড ড্রাফট করা।

মাঝেমধ্যে আমাদের লেখা বেশ বর্ণনামূলক হয়ে যায়। এতে আমাদের লেখা তার মূল থিম থেকে দূরে সরে যায়। আমরা যদি প্রচুর পরিমাণে পানি খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে বসি, বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা হয়তো সফট ড্রিংক্সের অপকারিতা নিয়েও বলতে শুরু করে দিতে পারি। গল্প লেখার সময় একগাদা অ্যাকশনের ভিড়ে একটি সাপোর্টিং চরিত্রের কথাও বর্ণনা করে দিতে পারি, যা প্লটের সাথে প্রাসঙ্গিক হলেও অপরিহার্য নয়।

একটি সমৃদ্ধ লেখা গল্পের মূল বিষয়ে কেন্দ্রীভূত থাকে। তবে আমরা যদি উদঘাটনমূলক লেখা লিখি (কোনো পরিকল্পনা ছাড়া লেখা), আমরা এমন সব আইডিয়ার কথা ভাববো, যা অন্যক্ষেত্রে ভাবতাম না। এছাড়া, লেখার সময় খেয়াল করতে পারেন যে, আপনি লেখার মূল বিষয়ে থাকতে পারছেন না। লেখার কেন্দ্রে থাকা শেখার জন্য অনুশীলন ও প্ল্যানিং প্রয়োজন।

অনুশীলন

আপনার জীবনের একটি ঘটনার মূল উপাদানগুলো নিয়ে আউটলাইন তৈরি করুন। আপনার ছোটবেলার স্মৃতি, সবচেয়ে হতবুদ্ধিকর মুহূর্ত, ভ্যাকেশন, অ্যাডভেঞ্চার, প্রিয় কাউকে হারানো বা প্রথম প্রেমের কথা লিখতে পারেন।

এমন কোনো ঘটনার কথা লিখুন, যা আপনার ভালো করে মনে আছে।

ঘটনার আদ্যোপান্ত আউটলাইন করুন। কী কী ঘটেছে, তার একটি তালিকা তৈরি করুন। ভ্যাকেশনের কথা লিখতে চাইলে ঠিক কখন ভ্যাকেশনের সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেই সময় থেকে তালিকা তৈরি করা শুরু করুন। দ্বিতীয় উপাদান হতে

পারে আপনার টিকেট কেনা আর হোটেল বুক করা। তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে ব্যাগ প্যাক করা।

এভাবে বাকি ঘটনাগুলোও তালিকাভুক্ত করুন। তালিকা করার সময় এমন কারও সাথে ভ্যাকেশন নিয়ে আবার কথা বলতে পারেন, যে মানুষটা আপনার সাথে ঐ ভ্যাকেশনে ছিল।

তালিকা করার পর তা পুনরায় পড়ুন আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটাকে হাইলাইট করুন; যে ঘটনা আপনার গল্পের কেন্দ্রবিন্দু।

উপদেশ: নম্বর (১, ২, ৩) দিয়ে মূল অংশগুলো তালিকাভুক্ত করুন। সাপোর্টিং তালিকার জন্য অক্ষর (ক, খ, গ) ব্যবহার করুন। নিচে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো—

১. পূর্বে বুক করতে হয়েছিল—
   ক. প্লেনের টিকেট
   খ. হোটেল

ব্যতিক্রম: ছক তৈরি করুন। একটা কাগজের মাঝখানে শিরোনাম লিখে সেখান থেকে দাগ টেনে বৃত্ত এঁকে প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলো লিখুন।

উপযোগিতা: আউটলাইন লেখাকে জীবন্ত করে তোলে। অনেকেই তালিকা রিভাইজ করার জন্য কম সময় নেয়। অনেক লেখক এসব না করেই ভ্যাকেশন নিয়ে লিখতে শুরু করে দিতে পারেন। কিন্তু লেখা সম্পূর্ণ হওয়ার পর দেখা যাবে, সে দিনের অনেক ঘটনার কথা লেখাই হয়নি, অথচ তা লেখা জরুরি ছিল।

তবে প্রত্যেক লেখার জন্য আউটলাইন করতেই হবে, তা কিন্তু নয়। অবশ্য দীর্ঘ লেখার ক্ষেত্রে আউটলাইন করা উচিৎ, যাতে বারবার পেছনে ফিরে লেখা পড়তে না হয়।

লেখার জন্য আউটলাইন তৈরির সময় সেটিকে যথাসম্ভব আকর্ষণীয় ও প্রাসঙ্গিক করার চেষ্টা করুন।

২.৬ রূপালী আস্তরণ

এই অনুশীলন আপনাকে আপনার গল্পের ম্যাসেজ বা উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে সাহায্য করবে। গল্পের ম্যাসেজ কখনো সুস্পষ্ট হওয়া উচিৎ নয়। এমনকি যেসব গল্প

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চরমভাবে শুধু ম্যাসেজ দেওয়ার জন্যই লেখা হয়, তা অনেক সময় পাঠকের বিরক্তির কারণ হতে পারে। কারণ, এমন গল্প থাকে নীতি আর মতবাদে ঠাঁসা।

লেসন বা ম্যাসেজ তখনই অধিক প্রভাব ফেলে, যখন তা থাকে দুর্বোধ্য। পাঠকেরা গল্পের লুকায়িত থিম জানার জন্য নিজেদের মস্তিষ্ক ব্যবহার করে ভাবতে পছন্দ করে।

ব্যক্তিগতভাবে এই অনুশীলন আপনাকে জীবনের ঘটনাগুলোকে নতুনভাবে দেখতে শেখাবে। যেকোনো বিষয়ের কারণ ও ফলাফলকে পুনর্বিচার করার জন্য চ্যালেঞ্জ করবে।

অনুশীলন

জীবনে ঘটে যাওয়া কষ্টকর কোনো ঘটনার কথা ভাবুন। প্রিয়জনকে হারানো, প্রথম হৃদয় ভঙ্গের কথা কিংবা কোনো রোগ বা ট্রমার কথা লেখা যেতে পারে। ঘটনাটি গুরুতর কিংবা সাধারণ কিছুও হতে পারে। এটা এমন কিছু হতে হবে, যাতে আপনার নেতিবাচক অভিজ্ঞতা ছিল।

আপনার কাজ, এই নেতিবাচক অভিজ্ঞতার রূপালী আস্তরণ খুঁজে বের করা। এই ভয়ানক অভিজ্ঞতা আপনার জীবনে কী এমন ভালো অবদান রেখেছে?

মনে রাখবেন, সবথেকে খারাপ ঘটনাই সবচেয়ে ভালো কিছু শেখায়। কষ্টকর ঘটনাও জীবনের অংশ। যা না থাকলে প্রভাব পড়বে বাকিসব ভালো কাজের উপর।

উপদেশ: কষ্টকর মুহূর্ত লেখার সময় এর রূপালী আস্তরণ বর্ণনা করতে গিয়ে সুস্পষ্ট হবেন না। ট্র্যাজেডির আকারে লিখতে হবে গল্প। কষ্টের সাথে আসা শিক্ষার কোনোরূপ ইঙ্গিত দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ না আপনি ঘটনার সেই অংশে পৌঁছেছেন। কিংবা বর্তমানের সুখের আড়ালে থাকা কষ্টের কথা বর্ণনার জন্য ফ্লাশব্যাকে গিয়েও রূপালী আস্তরণকে সমৃদ্ধভাবে বর্ণনা করা যায়।

ব্যতিক্রম: কষ্টকর অতীতে রূপালী আস্তরণ না খুঁজে ভালো মনে হয়েছিল, অথচ পরবর্তীতে কষ্টের কারণ হয়েছে, এমনকিছু নিয়ে লিখুন।

উপযোগিতা: গল্পের ছলে রূপালী আস্তরণকে বর্ণনা করতে হয়। সমৃদ্ধ লেখক হওয়ার জন্য জীবনের ভালো-মন্দের সমীকরণের হিসেব কষার অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। আপনি চাইলে এই অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে নিজের জীবনের কোনো গল্প লিখে ফেলতে পারেন।

২.৭ রিপোর্ট করুন

আপনার জীবন কি সংবাদ হওয়ার যোগ্য? আপনি কি কখনো কোনো অপরাধ (ক্রাইম) করেছেন, দেখেছেন বা শিকার হয়েছেন? আপনার কি কোনো অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে?

পেশাগত সাংবাদিকতায় নৈতিকতা মেনে চলে গল্পের তথ্য ও বিবরণের উপর আলোকপাত করা হয়। সেই সব তথ্য যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়। সাংবাদিক এতে নিজের অনুভূতি ও মত প্রকাশ করেন না। সাংবাদিক আর রিপোর্টাররা পাঠককে জানিয়ে দেন—একটি ঘটনা কোথায়, কখন, কেন এবং কার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

সাংবাদিকেরাও মানুষ। বর্তমান সময়ে মিডিয়া কলুষিত হয়ে আছে মিথ্যে সংবাদে। খবর ছাপানো হচ্ছে নিজেদের ধর্ম, রাজনীতি বা এজেন্সির নামে মিথ্যে সুনাম ছড়িয়ে। উদারহণসরূপ, একটি সংবাদে রিপোর্টার নিজে কোনো সন্দেহভাজন আসামীর ব্যাপারে কটু কথা বলতে পারেন না। আসামীর ব্যাপারে অন্য কেউ কটু কথা বলে থাকলে তা উল্লেখ করতে পারেন। তবে ইচ্ছে করেই আসামীর ব্যাপারে অন্য কারও বলা ভালো কথা যোগ করে দেওয়া যাবে না।

সাংবাদিকরাই নির্ধারণ করেন, একটি ঘটনায় বলা কার কার বক্তব্য তিনি সংবাদে উল্লেখ করবেন।

পৃথিবীতে কী ঘটছে, তার সঠিক তথ্য সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া সাংবাদিকদের কাজ। যদিও তাদের অনুভূতি আছে, আমাদের মতো তাদেরও মতবাদ আছে, তারপরও তাদেরকে লিখতে হয় সত্য কথা।

অনুশীলন

অতীতের কথা চিন্তা করুন। আর নিজের সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা নিয়ে তৈরি করুন রিপোর্ট। নিয়ম একেবারে সহজ, সুষ্ঠু সাংবাদিকতা। নিজের অনুভূতি ও মত প্রকাশ করা যাবে না। করা যাবে না পক্ষপাতিত্ব।

এমনভাবে লিখুন, একজন রিপোর্টার বাইরে থেকে আপনাকে নিয়ে লিখতে চাইলে যেভাবে লিখবে। এই ছয় প্রশ্নের উত্তর দিন—কারা জড়িত ছিল, কী হয়েছিল, কোথায় হয়েছিল, কখন হয়েছিল, কীভাবে হয়েছিল এবং কেন হয়েছিল?

মনে রাখবেন, লেখার একটি শিরোনাম থাকবে, যা পাঠককে আকর্ষিত করতে পারে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপদেশ: সাংবাদিকতার ধারণা পাওয়ার জন্য কোনো নিউজ সাইটে গিয়ে কয়েকটি আর্টিকেল পড়ুন।

ব্যতিক্রম: নিজের গল্প রিপোর্ট না করে ফিকশনাল নিউজ লেখা যেতে পারে। সৃজনশীলতা রেখে গল্প তৈরি করুন, অতীতের ঘটনায় কিছুটা পরিবর্তন এনে লিখুন। অথবা নিউজ বানিয়ে ফেলুন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে (ধরে নিন, দশ বছর পর আপনি পুলিৎযার প্রাইজ জিতেছেন বা অন্যকিছু)।

উপযোগিতা: আপনি হয়তো আগামীতে একজন সাংবাদিক বা রিপোর্টার হিসেবে পেশা জীবন শুরু করবেন। এই অনুশীলন আপনাকে শেখাবে, কীভাবে নিজের অনুভূতি ও মত প্রকাশ না করেই নিজের প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু নিয়ে সততার সাথে লেখা যায়।

২.৮ পাঠকের প্রতিক্রিয়া

লেখালেখি শেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন হচ্ছে পড়া। যদিও লেখালেখি সংক্রান্ত বই আপনার জন্য সবচেয়ে উপকারী; তবে নিয়মিত বিভিন্ন উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ ও অন্যান্য প্রকাশিত লেখা পড়ার মাধ্যমে আপনার নিজের লেখায় বৈচিত্র্য আসবে। আর অন্য যেকোনো কাজ থেকে এ কাজের মাধ্যমে নিজের লেখাকে দ্রুত সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

বই পড়া আপনার লেখাকে শক্তি দেবে; আপনি যা পড়েছেন তার একটি গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া লেখা আপনার লেখাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করবে। সকল লেখকেরই একটি রিডিং জার্নাল রাখা উচিৎ, যেখানে লেখক নিজের পঠিত বইয়ের গঠনমূলক সমালোচনা লিখে রাখবেন। এটি লেখককে একটি লেখা থেকে এর অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝার অভিজ্ঞতা এনে দেবে। এই অভিজ্ঞতা থাকা একজন লেখকের জন্য অপরিহার্য।

লেখালেখির অর্থই হচ্ছে সাধারণ বিষয়কে অসাধারণ উপায়ে কল্পনা করা। লেখার সময় আমরা নিজেদের মতবাদ প্রকাশেই বেশি মনোযোগী থাকি।

বই পড়ার সময় আমরা এমনকিছু অংশ খুঁজে পাই, যা পড়ার সময়টাতে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হতে পারে না। প্রায় সময় বইটির প্রতিক্রিয়া লেখার সময় এই অস্পষ্ট বিষয়টা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ, প্রতিক্রিয়া লেখার সময় বইটা নিয়ে আমাদেরকে গভীরভাবে ভাবতে হয়। এই গভীর ভাবনা আমাদের

লেখালেখিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সুতরাং নিজের লেখার উন্নতি সাধনের জন্য যা পড়েছেন, তা নিয়ে গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া লেখা অনেক উপকারী।

অনুশীলন

আপনার পড়া একটি বই নিয়ে প্রতিক্রিয়া লিখুন। তা উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা বা জীবনী হতে পারে। সময়ের অভাব থাকলে ছোটগল্প নিয়ে প্রতিক্রিয়া লিখুন। গল্পের কাহিনি বলবেন না, গল্পটা পড়ার পর আপনার অনুভূতি কী হয়েছে তা প্রকাশ করুন শুধু। নিয়মিত পাঠক প্রতিক্রিয়া লেখার অভ্যাস যেকোনো বই পড়ার সময় আপনাকে সেই বইটার অন্তর্নিহিত অর্থ অন্বেষণের অনুপ্রেরণা দেবে।

উপদেশ: পাঠক অনুভবে নিজের প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারেন—

১. বইটি পড়ে আপনার অনুভূতি কেমন ছিল? আপনি কষ্ট পেয়েছেন? ভয়? নাকি মুগ্ধতা?
২. গল্পের কোন অংশ আপনার অনুভূতিকে নাড়িয়ে দিয়েছে? গল্পটির চরিত্র, প্লট নাকি থিম?
৩. গল্পটি পড়ে তা পর্যবেক্ষণ করছিলেন? নাকি আপনিও গল্পে প্রবেশ করেছিলেন? গল্পের কোনো চরিত্রে নিজেকে খুঁজে পেয়ে গল্পটি উপভোগ করছেন?
৪. লেখক কীভাবে উত্তেজনা তৈরি করেছেন? মূল কনফ্লিক্টের সাথে জড়িত ঘটনার সারসংক্ষেপ লিখুন।
৫. এটা কি পেইজ-টার্নার ছিল? একটি পৃষ্ঠা পড়ার পর পরের পৃষ্ঠা পড়ার তাড়না অনুভব করেছেন? গল্পের কোন বিষয়টির জন্য এই তাড়নার সৃষ্টি হয়েছে?
৬. গল্পের নায়কের ব্যাপারে আকর্ষণীয় কী ছিল? কোন বিষয়টা ভিলেনকে ঘৃণ্য করে তুলেছে?
৭. গল্পকথকের বর্ণনার ধরন কেমন ছিল? কাব্যিক নাকি দুর্বোধ্য?
৮. বইটির প্রচ্ছদ ও শিরোনাম কি আপনাকে বই পড়ার জন্য আগ্রহ জুগিয়েছিল? সেগুলো কীভাবে বইটির প্রতিনিধিত্ব করে?
৯. বইটি কীভাবে লেখা হয়েছে? এতে কি অধ্যায় আছে? অধ্যায়গুলোর কি নাম আছে, নাকি তা সংখ্যা দিয়ে সাজানো হয়েছে? ভূমিকা, প্রস্তাবনা বা উপসংহার আছে? সূচিপত্র? বইটা কাকে উৎসর্গ করা হয়েছে? প্রকাশক কে? বইটির জন্য লেখক কার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যতিক্রম: আপনি চাইলে কোনো মুভি, অ্যালবাম বা আর্ট কালেকশন নিয়েও একই অনুশীলন করতে পারেন। মুভি দেখার সময় একজন লেখকের দৃষ্টিতে অনুধাবন করুন আর প্রতিক্রিয়া লেখার জন্য নিজেকে বিশ্লেষক ও পাঠক ভেবে প্রতিক্রিয়া লিখুন।

উপযোগিতা: একটি ভালো গল্প-বিশ্লেষণ বা প্রতিক্রিয়া হতে পারে বুক রিভিউয়ের নতুন একটি রূপ, যা গড়ে তুলবে একটি বইয়ের সুষ্ঠু সমালোচনা।

২.৯ স্মৃতিকথা

স্মৃতিকথা—যা কি-না বইয়ের আকারের একটি আত্মজীবনী—সবসময় প্রথম পুরুষে লেখা হয়। তবে এটি সাধারণ জীবনীর মতো সবসময় লাইফ স্টোরি বা জীবনের গল্প হয় না। এটি নির্দিষ্ট একটি থিম, ঘটনা ও অভিজ্ঞতার চক্রে ঘুরে।

স্মৃতিকথা মূলত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা চিন্তাশীল লেখা। তবে এটিও একটি গল্প। স্মৃতিকথায় একটি লেসন থাকে, তবে নন-ফিকশনের মতো পাঠককে সেই শিক্ষা অর্জনের জোর দেওয়া হয় না।

স্মৃতিকথা প্রায়শই পাঠককে পরিচয় করায় একটি ভিন্ন জীবন বা অভিজ্ঞতার সাথে। উদাহরণসরূপ, কোনো যুদ্ধে কারাবন্দী হওয়া, মরণব্যাধির সাথে দিন কাটানো বা ব্যক্তিগত কোনো অর্জন। এমনকি অ্যাডভেঞ্চার ও ভ্রমণমূলক স্মৃতিচারণও লেখা হয়। যেমন: স্টিফেন কিংয়ের *অন রাইটিং* বইয়ে আছে কিংয়ের নিজের লেখালেখির প্রক্রিয়ার বদৌলতে একজন জনপ্রিয় লেখক হয়ে উঠার স্মৃতিচারণ।

অনুশীলন

নিজের জীবনের এমন একটি ঘটনার কথা ভাবুন, যা পাঠকদের জন্য আকর্ষণীয় হবে। হয়তো আপনার এক বছর ভিনদেশে কাটানোর গল্প কিংবা অদ্ভুত কোনো চাকরি করার অভিজ্ঞতা।

সম্পূর্ণ স্মৃতিকথা না লিখে সারসংক্ষেপ লিখুন। সারসংক্ষেপ লিখতে হবে একটি বইয়ের প্রিভিউ লেখার মতো করে। বইয়ের প্রিভিউ এমনভাবে লেখা হয়, যাতে পাঠকের আগ্রহ জন্মে। সারসংক্ষেপে উপসংহার দেওয়া হয় না; তা শুধু বইয়ের মূল অংশগুলোকে হাইলাইট করে লেখা হয়।

উপদেশ: মূল থিম থেকে সরে যাবেন না। যদি আপনি 'ডগ ওয়াকার' অর্থাৎ কুকুরকে রাস্তায় হাঁটানোর চাকরির কথা লিখেন, তবে সে দিনটার কথা কখনোই লিখবেন না, যেদিন পড়ে গিয়ে আপনার পা ভেঙেছিল; যদি না এই পা ভাঙার গল্প সরাসরি আপনার ঐ চাকরিটার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। সারসংক্ষেপে প্রশ্নের ব্যবহার বেশ উপকারী ভূমিকা পালন করে। নিজেকে সারসংক্ষেপ লেখার জন্য প্রস্তুত করতে কিছু বইয়ের পেছনের কভারে থাকা প্রিভিউগুলো পড়তে পারেন।

ব্যতিক্রম: যদি নিজের জীবনের কোনো আকর্ষণীয় স্মৃতি খুঁজে না পান, তবে সম্প্রতি পড়া কোনো আত্মজীবনী বইয়ের সারসংক্ষেপ লিখুন।

উপযোগিতা: যদি আগামীতে কখনো বই প্রকাশের ইচ্ছে থাকে, তবে এই অনুশীলন আপনাকে সাহায্য করবে। আপনি অবশ্যই এমনভাবে বইয়ের সারসংক্ষেপ লিখতে চান, যা পড়লে একজন প্রকাশক পুরো পাণ্ডুলিপি পড়তে চাইবে। এই অনুশীলনের অভিজ্ঞতা আপনাকে এমন প্রিভিউ লিখতে সাহায্য করবে। তাছাড়া এই অনুশীলনের দ্বারা একটি বৃহৎ ঘটনাকে (আপনার জীবন) অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করার অভিজ্ঞতা তৈরি হবে।

২.১০ আপনার লেখক পরিচিতি

আপনি যদি কখনো নিজের ওয়েবসাইট খুলেন বা বই লিখেন, তবে আপনাকে একটি লেখক পরিচিতি লিখতে হবে।

বেশিরভাগ লেখকই নিজেকে নিয়ে লিখতে অপছন্দ করেন। তবে লেখক পরিচিতি লেখাটা জরুরি। প্রকাশিত লেখকের জন্য একটি লেখক পরিচিতি থাকা আবশ্যক। কেউ আপনার বই নিয়ে রিভিউ লিখতে চাইলে বা আপনার ইন্টারভিউ নিতে চাইলে, আপনার পরিচিতি পড়ে আপনার সম্পর্কে ধারণা নিতে চাইবে। আপনার ভক্তরাও লেখক পরিচিতির মাধ্যমে আপনার সম্পর্কে আরও বেশি জানতে পারবে।

লেখকেরা কেন পরিচিতি লেখার ব্যাপারে এত অনাগ্রহী? আমাদের সবার জীবন অনেক কঠোর সত্যের সম্মিলন। পরিচিতি লেখার সময় সেই কঠোর সত্যের কথা লিখতে হয়। যদি আপনার কোনো সাহিত্য সম্মাননা থাকে, তবে পরিচিতিতে তা উল্লেখ করতে পারেন। এমনকিছু না থাকলে পরিচিতি লিখতে গেলে ভাবনায় পড়ে যেতে হবে আপনাকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবশ্যই কীভাবে পরিচিতি লিখতে হবে, তা জানার জন্য আপনি অন্য লেখকদের পরিচিতি থেকে ধারণা নিতে পারেন।

অনেকেই সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে লেখকের শখ ও অবসর কাটানোর প্রিয় কাজের কথা বর্ণনা করেন। কিন্তু, এসব বিষয় খুবই সংক্ষিপ্ত কথায় উল্লেখ করা উচিৎ। লেখক পরিচিতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, লেখক হিসেবে আপনি কী, তা বর্ণনা করা।

অনুশীলন

বেশ কিছু লেখকের পরিচিতি পড়ুন, তারপর নিজের পরিচিতি লিখুন। পরিচিতি আনুমানিক ২৫০-৩৫০ শব্দে তৃতীয় পুরুষে লেখা উচিৎ। লেখক হিসেবে আপনি কে, তার বর্ণনাই থাকবে পরিচিতিতে। লেখার পর বারবার পড়ে লেখাকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য বর্ণনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনুন।

উপদেশ: লেখাকে স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত রাখার চেষ্টা করুন। আপনি কি এখনই পরিচিতিটা কোনো প্রকাশনীকে প্রকাশের জন্য দেবেন? যদি এখনই না দেন, তবে সময় নিয়ে লেখক পরিচিতি নিয়ে কাজ চালিয়ে যান।

ব্যতিক্রম: টুইটারের জন্য ১৪০ শব্দের বায়ো লিখুন (এটি প্রথম পুরুষে লিখতে হবে)। ৫০ শব্দের একটি বায়ো লিখুন, যা যেকোনো ব্লগ বা পত্রিকায় 'About Author' কলামে ব্যবহার করা যাবে।

উপযোগিতা: আপনার এই পরিচিতি আপনার ব্লগ বা ওয়েবসাইটে ব্যবহার করতে পারেন। তাছাড়া বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রোফাইল সম্পূর্ণ করার জন্য এই পরিচিতি ব্যবহার করতে পারেন, বিশেষত যখন আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন বা লেখক হিসেবে নিজেকে প্রমোট করার জন্য সেলফ-মার্কেটিং শুরু করবেন।

অধ্যায় ৩

মানুষ ও চরিত্র

৩.১ মানুষেরা শুধুই মানুষ

মানুষ আর চরিত্র একটি লেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নন-ফিকশনে লেখকের দায়িত্ব থাকে বিষয়ের সত্যতা বজায় রাখা। আর ফিকশনের ক্ষেত্রে চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা।

একটি চরিত্রকে প্রাণবন্ত করার জন্য মানুষের ব্যাপারে লেখকের গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। তারা কিসে অনুপ্রাণিত হয়? কিসে ভয় পায়? তাদের সবলতা ও দুর্বলতা কী?

প্রকৃত মানুষের ব্যাপারে লিখতে গেলেও বেশ কয়েক ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন: যদি মানুষটাকে আপনি ভালোবাসেন অথবা শ্রদ্ধা করেন, তবে তার দুর্বলতা আর ভুল-ত্রুটির বর্ণনা করা আপনার জন্য সহজ হবে না। আর যদি অপছন্দের কাউকে নিয়ে লিখেন, তবে তাদের ভালো দিকগুলোর ব্যাপারে কি আপনি সততা বজায় রাখবেন?

যখন আপনি অন্য কারও জীবনের কথা লিখেন, আপনার উপর অনেক দায়িত্ব থাকে। বাস্তব অথবা কল্পিত; যেকোনো মানুষকে নিয়ে লেখা একটি কঠিন কাজ।

অনুশীলন

একজন বাস্তব মানুষকে নির্ধারণ করুন আর তাকে নিয়ে একটি ছোটগল্প লিখুন। এটি তৃতীয় পুরুষে লেখা একটি নন-ফিকশন হবে। তবে উদ্দেশ্য থাকবে, জীবনী না বলে গল্পের আকারে তা প্রকাশ করা। কাদের নিয়ে লেখা যায় তার জন্য নিচের বিষয়গুলো ব্যবহার করতে পারেন—

১. এমন কিছু সম্পর্ক যাতে অনেক দূরত্ব থাকে: ভাই-বোন, যারা একে অপরের সাথে কথা বলে না; স্বামী-স্ত্রী, যারা আলাদা বিছানায় ঘুমায়; দুজন প্রাক্তন হয়েও সপ্তাহের শেষদিনে ঠিকই একসাথে ডিনার করে।

২. কোনো সেলেব্রিটি বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে নিয়ে লেখা যায়। সেই ব্যক্তি নিয়ে কিছুটা রিসার্চ করে নিন। তারপর তার জীবনকে গল্পের আকারে লিখে ফেলুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩. সব জায়গাতেও খারাপ লোক থাকে; খেলার মাঠে যে ছেলেটা সবাইকে অপমান করে বেড়ায়, অফিসের যে লোকটা সবার ব্যাপারে ইতরামি করে কিংবা কোনো ড্রামা কুইন, যে কথায় কথায় মানুষকে বিপদে ফেলে; তাদের জীবনেও গল্প আছে।

৪. কর্তৃপক্ষ: বাবা-মা, অফিসের বস বা সরকারি কর্মকর্তা। আপনি তাদের চেনেন, তাদের কথা মেনেই আপনাকে চলতে হয়। তাদের জীবনের গল্পটা কী?

৫. বোনাস: এ বিষয়ে আপনি কিছুটা ফিকশন যোগ করে দিতে পারেন। সবাই-ই একজন রহস্যময় আগন্তুককে পছন্দ করবে। রাস্তায় দেখা সুন্দরী, কোনো সুদর্শন ডাক্তার কিংবা কোনো মহিলা, যে প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেলে পার্কের বেঞ্চে এসে বসে থাকে। আশেপাশের কোনো আকর্ষণীয় অপরিচিতের কথা ভাবুন, আর লিখে ফেলুন তার জীবনের গল্প।

উপদেশ: আপনার গল্পকে প্রাণবন্ত করতে তাতে ডায়লগের ব্যবহার এবং অনুভূতি ও অঙ্গভঙ্গির বর্ণনা করুন। তবে ব্যক্তির গাঠনিক বর্ণনায় খুব বেশি লিখবেন না; সামান্য বলাটাই ভালো। বরং আপনার অসাধারণ উপস্থাপনা আর শব্দচয়নের সাহায্যে তাদের অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম আর সমস্যার বর্ণনায় অধিক মনোযোগ দিন।

ব্যতিক্রম: নন-ফিকশন না লিখে ফিকশন লিখুন। তবে মূল চরিত্রটা নিন বাস্তব জীবন থেকে।

উপযোগিতা: কাউকে নিয়ে যদি ভালো গল্প লিখতে পারেন, তবে তা প্রকাশ করা যেতে পারে: হোক সেটা ফিকশন অথবা নন-ফিকশন।

৩.২ আমরা একটি পরিবার

এই অনুশীলনে আপনি যে কাউকে নিয়ে লিখতে পারবেন, তবে মানুষটা ব্যক্তিগতভাবে আপনার পরিচিত হতে হবে।

একজন লেখক হিসেবে প্রায়শই আপনাকে কিছু বাধ্যতামূলক কাজ করতে হয়। বন্ধু হয়তো বলে বসে, তার বিয়ের কার্ডের প্রুফরিড করে দিতে। আপনার মা হয়তো বলবেন, দাদার মৃত্যু স্মরণিকা লিখে দিতে। জন্ম স্মরণিকা, ভাষণ, প্রশংসাপত্র লিখে দেওয়ার অনুরোধ প্রায়শই আসে আপনার কাছে। হাজার হোক,

পরিবার, বন্ধুমহল, অফিসের কলিগের মধ্যে আপনি এমন একজন, যে লেখার ব্যাপারে দক্ষ।

এই অনুশীলন আপনাকে শেখাবে, কীভাবে ব্যক্তিগত ও আবেগিক কিছু লিখতে হয়, যা অনেক সময় সম্মানজনক ও প্রাতিষ্ঠানিক হতে পারে।

অনুশীলন

পরিবার ও বন্ধুদের তালিকা করে নিম্নোক্ত লেখাগুলো লেখার চেষ্টা করুন—

- জন্ম স্মরণিকা
- মৃত্যু স্মরণিকা বা প্রশংসাপত্র
- বিয়ের ঘোষণা অথবা কারও সম্মানার্থে ভাষণ
- গ্র্যাজুয়েশন অথবা বিদায়ী ভাষণ
- অবসরে যাওয়ার সময় ভাষণ

উপদেশ: লেখার ধরনের দিকে খেয়াল রাখুন। মৃত্যু স্মরণিকা বা প্রশংসাপত্র আনুষ্ঠানিক ও সম্মানজনক। বিয়ের ঘোষণাকে রসাত্মক ভঙ্গিতে বলা যেতে পারে।

ব্যতিক্রম: ধরুন, আপনার পরিচিত কেউ নিউজ অফিসে চাকরি পেয়েছে। তার জন্য একটি নিউজ প্রোফাইল লিখুন।

উপযোগিতা: এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লেখা কিছুটা চিন্তার ছাপ ফেলতে পারে আপনার মধ্যে। একটি ভাষণ—যা আপনাকে পরে সবার সামনে বলতে হবে—তা লিখতে গিয়ে নার্ভাস হয়ে উপযুক্ত শব্দ খুঁজতে কষ্ট হতে পারে। ভালোবাসার কারও মৃত্যু স্মরণিকা বা প্রশংসাপত্র লেখা পীড়াদায়ক মনে হতে পারে। এমন লেখা আমাদের ও আমাদের প্রিয় ব্যক্তিদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বর্ণনা করে। এই অনুশীলন আপনাকে ব্যক্তিগত, অথচ প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে লেখার দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করার পাশাপাশি নিজের আবেগকে নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা দেয়।

৩.৩ জীবনী

প্রায়শই একজন ব্যক্তির জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করার জন্য আপনি তাকে গভীর থেকে জানার জন্য পড়াশোনা করেন। এতে করে তার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষের জীবন থেকে আমরা অনেককিছু শিখতে পারি। মহান নেতা, শিল্পী ও আবিষ্কারক, যারা অবদান রেখেছেন এই পৃথিবীতে; তাদের জীবনে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সহজভাবে বলতে, মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রই হলো অন্য একজন মানুষ।

জীবনী হলো একজন মানুষের জীবনকে বাক্য আর প্যারাগ্রাফে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা। এটা শুনতে সহজ মনে হলেও জীবনী লিখতে গেলে আপনি অনেক সংগ্রামে পতিত হবেন।

যেমন: একজন সিরিয়াল কিলারের জীবনী লিখতে চাইলে আপনি কি তার ছোটবেলার পোষা প্রাণী বা তার কলেজে করা সমাজসেবার কথা উল্লেখ করবেন? আপনার প্রিয় রাজনীতিবিদের জীবনীতে কি আপনি তার যুবককালের অবৈধ প্রেমের কথা লিখবেন?

জীবনের উদ্দেশ্য ও প্রাসঙ্গিকতা কী?

একটি প্রকৃত জীবনী, শুধুই লেখক কোন অংশটা লিখতে চান, তা নয়। একটি ভালো জীবনীতে সততা থাকে। অথচ আজকাল বেশিরভাগ জীবনীতে থাকে পক্ষপাতিত্ব। আপনি যে রাজনৈতিক দলের অনুসারী, সে দলের নেতার জীবনী লিখলে আপনি শুধু তার ভালো দিকটাই লিখবেন, তার খারাপ কাজগুলোর কথা লিখবেন না। অন্যদিকে বিরোধী দলের কাউকে নিয়ে লিখলে তার ঠিক উল্টোটা লিখবেন। কিন্তু, আপনার যদি সমৃদ্ধ জীবনী লেখার উদ্দেশ্য থাকে, আপনি সত্যটুকুই লিখবেন।

ছোট আকারের পরিচিতি লেখার সময় সবকিছু উল্লেখ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে সবথেকে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো উল্লেখ করবেন।

অনুশীলন

অধিকাংশ জীবনী লেখা হয় বিখ্যাত মানুষকে নিয়ে। এ ধরনের অনেক বই বিশাল জায়গা জুড়ে আছে লাইব্রেরির তাকে, যার অধিকাংশ বইয়ের তথ্য দেওয়া আছে উইকিপিডিয়াতেই। এই অনুশীলনে আপনি এমন কাউকে নিয়ে লিখবেন, যাকে আপনি চেনেন।

আপনি ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন, তবে তার জীবনের গল্পকে হুবহু লিখতে হবে।

উপদেশ: এই লেখার জন্য আপনার পাঠক ও প্রকাশনী নির্ধারণ করুন। এতে করে আপনার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হবে। আপনি চাইলে উইকিপিডিয়ার মতো করে

আপনার মা বা বন্ধুকে নিয়ে লিখতে পারেন। তবে তাদের আসল অর্জন (খারাপ বা ভালো) অবশ্যই উল্লেখ করবেন।

ব্যতিক্রম: এই অনুশীলনে আপনি পক্ষপাতিত্ব করে একটি জীবনী আর সততার সাথে একটি জীবনী লিখুন। দুই ধরনের লেখাই লিখুন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে। এছাড়া কাউকে নিয়ে বইয়ের আকারের জীবনী লেখার জন্য আউটলাইন তৈরি করতে পারেন।

উপযোগিতা: যদি কখনো আপনি লেখক জীবনে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি অথবা নিজের জীবনী লেখার পরিকল্পনা করেন, সে সময় এই অনুশীলন আপনাকে সাহায্য করবে। এই অনুশীলনের মাধ্যমে চরিত্রায়নের ক্ষেত্রেও দক্ষতা আসে।

৩.৪ চরিত্র অঙ্কন

চরিত্র তৈরির অনুশীলন একজন লেখকের জন্য সবচেয়ে উপকারী। গল্পের জন্য আপনাকে একজন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করতে হয়। আপনি এমন কোনো চরিত্র তৈরি করতে পারেন, যার কোনো অস্তিত্বই নেই। আপনার পরিচিত কারও উপর ভিত্তি করেও চরিত্র তৈরি করতে পারেন। তাছাড়া আপনার কল্পনা আর বাস্তবতার মেলবন্ধনেও চরিত্র রচনা করা যাবে।

যদি আপনি লম্বা আকারের ফিকশন লিখেন, খেয়াল করলে দেখবেন, কিছু চরিত্র ধাতস্থভাবে মনের মধ্যে চিত্রিত হয়। বাকি চরিত্র কিছুটা লাজুক; আপনার হৃদয়ে দেখা দিতে তারা সময় নেয়। আপনি তাদের নাম জানেন, তবে চরিত্রটা ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। গল্পে তাদের কাজ কী, তা জানেন; তবে উদ্দেশ্য কী, তা নির্ধারণ করতে পারেন না। তাদের সক্ষমতা আছে, তবে সেই পরিমাণ দুর্বলতাও আছে।

চরিত্র তৈরি করার থেকে সেটাকে বাস্তবিক করে তোলা বেশি কঠিন। আপনার পাঠককে বিশ্বাস করাতে হবে, এই চরিত্র বাস্তব; যদিও সে কি-না আপনার কল্পনায় তৈরি। যদি আপনি বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র তৈরি করতে পারেন, তাহলে আপনি নিঃসন্দেহে একজন ভালো লেখক।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনুশীলন

চরিত্র অঙ্কন মূলত জীবনী লেখার মতো। তবে এখানে চরিত্রটা বানানো, বাস্তব নয়। এই অনুশীলনে আপনি আপনার বানানো চরিত্রের একটি জীবনী লিখবেন। জীবনীতে নিচের তথ্যগুলো সংযুক্ত করা যেতে পারে—

১. **নাম ও শারীরিক বর্ণনা:** আপনার বানানো চরিত্র দেখতে কেমন? সে কেমন কাপড় পরে? ভিন্ন কিছু নিয়ে আসুন শারীরিক বর্ণনার ক্ষেত্রে। যেমন, কোনো তিল বা জন্মদাগ, ঝাঁকি মেরে বা খুড়িয়ে চলা, শরীরে দাগ বা ভাঙা নখ ইত্যাদি।
২. **পরিবার:** চরিত্র কোথায় বেড়ে উঠেছে? চরিত্রের বাবা-মা কেমন প্রকৃতির? খুব বেশি বর্ণনা না করে চরিত্রের পরিবারের সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে।
৩. **শিক্ষা ও ক্যারিয়ার:** আপনার বানানো চরিত্র কি শিক্ষিত? বুদ্ধিমান? জীবনযাপনের জন্য চরিত্র কী করে? সে কি কোনো চাকরি করে?
৪. **বৈবাহিক অবস্থা:** আপনার চরিত্র কি বিবাহিত? কারও বাবা-মা? চরিত্রের জীবনের কাছের মানুষ কারা?
৫. **ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য:** চরিত্রটা বিষণ্ন নাকি প্রাণোচ্ছল? লাজুক নাকি বহির্গামী? নম্র না রূঢ়? অন্যদের সাথে সে কেমন ব্যবহার করে? একান্তে সে কেমন? চরিত্রের জীবনের লক্ষ্য ও অনুপ্রেরণা কী? আর শক্তি ও দুর্বলতা কিসে?
৬. **অতীত:** চরিত্রের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কী ঘটে গেছে? কোনো দুঃখজনক ঘটনা, যেমন ছোটবেলায় প্রিয় কাউকে হারানো হতে পারে।

উপদেশ: আপনি যদি এই চরিত্রকে কোনো ফিকশনে ব্যবহার করতে চান, তবে গল্প শুরু করার সাথে সাথেই চরিত্র অঙ্কন করে নিন। উদাহরণস্বরূপ, আপনার গল্পে চরিত্রের বয়স বত্রিশ বছর, এক্ষেত্রে চরিত্র অঙ্কন হতে পারে তার প্রথম একত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। মনে রাখবেন, চরিত্র অঙ্কন মানে হাইলাইট করা—চরিত্রের জীবন নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে যাবেন না, আপনার উদ্দেশ্য বর্ণনার মাধ্যমে চরিত্রের স্কেচ করা।

ব্যতিক্রম: বাড়তি চ্যালেঞ্জ হিসেবে, এমন একটা চরিত্রের ব্যাপারে লিখুন, যে মানুষ নয়।

উপযোগিতা: ছোটগল্প হোক বা উপন্যাস: চরিত্র অঙ্কন যেকোনো লেখার জন্য ওয়ার্ম-আপ হিসেবে কাজ করে।

৩.৫ খলনায়ক

কিছু লেখক ধাতস্থতার সাথে ভিলেনের চরিত্র তৈরি করতে পারেন। অনেকের আবার এ ব্যাপারে বেগ পেতে হয়। কারণ, ভিলেনেরা অন্য চরিত্রের সাথে হৃদয়হীন কাজ করে। ভিলেনেরা স্বার্থপর। আপনি যদি একজন ভালো মানুষ হয়ে থাকেন, তবে একটা নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন শয়তানের মানসিকতাসম্পন্ন চরিত্র তৈরি করা আপনার জন্য কঠিন হবে।

ভালো ফিকশন লিখতে হলে আপনাকে অনেক ধরনের মানসিকতার ধারণা রাখতে হবে, যেগুলোর বেশিরভাগের বিন্দুমাত্র ছায়া আপনার মধ্যে নেই।

অনেক ধরনের ভিলেন আছে। *দ্য হ্যারি পটার* সিরিজের *লর্ড ভোল্ডমোর্ট* একটি খাঁটি ভিলেন। আপনি কখনোই তাকে কোনো ভালো কাজ করতে দেখবেন না।

আবার কিছু সহানুভূতিশীল ভিলেন রয়েছে, যাদের মধ্যে কিছুটা মনুষ্যত্ব আছে। হ্যাঁ, তারা খারাপ, আত্মকেন্দ্রিক, পৈশাচিক বটে। তবে তাদের মধ্যে লুকায়িত ভালো গুণও আছে প্রচুর। *সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্বস*-এর *হ্যানিবাল ল্যাকটার* একজন সাইকো ছিল, কিন্তু সে কখনোই *ক্ল্যারিস*কে আঘাত করেনি। তার মধ্যে কিছুটা হলেও মনুষ্যত্ব আছে, তাই না? এই ধরনের ভিলেন একটু বেশি বিশ্বাসযোগ্য। কারণ, খাঁটি ভিলেনদের বাস্তবে খুব কম দেখা যায়। একেবারে দেখাই যায় না বললে ভুল হবে না। তবে সহানুভূতিশীল ভিলেন ছড়িয়ে আছে আমাদের সর্বত্র।

আরেক ধরনের ভিলেন আছে, যারা অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল। এ ধরনের ভিলেন গল্পের নায়কের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যদিও তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেউ বুঝে উঠতে পারে না। গল্পের কনফ্লিক্ট তারাই তৈরি করে। যদিও তাদের উদ্দেশ্য জানা নেই যে, তারা ভালো নাকি খারাপ। মাঝেমধ্যে তারা দুটোই হতে পারে, কখনো আবার কোনোটাই না।

ফিকশন গল্পে ভিলেনকে যে খারাপ হতেই হবে, তা কিন্তু নয়। যে চরিত্রটা গল্পে কনফ্লিক্ট বা সমস্যা তৈরি করে, সে ভালো বা খারাপ বা দুটোই হতে পারে। তবে এই অনুশীলনে আমরা ভিলেনের খারাপ দিকগুলো নিয়ে কাজ করব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনুশীলন

একটা ছোট দৃশ্য রচনা করুন, যখন গল্পের নায়ক প্রথমবার ভিলেনের দেখা পায় বা ভিলেন সম্পর্কে জানতে পারে।

উপদেশ: প্রায় গল্পে যখন নায়ক আর ভিলেনের দেখা হয়, সে দৃশ্যটাই গল্পকে মূল পরিণতির দিকে ধাবিত করে। আবার অনেক গল্পের মূল রহস্য উদঘাটনের আগ পর্যন্ত ভিলেনকে প্রতিপক্ষ হিসেবে বর্ণনা করা হয় না। অনুশীলন শুরু করার আগে আপনার প্রিয় কিছু বইয়ে মূল চরিত্র আর ভিলেন কীভাবে মুখোমুখি হয়েছিল, তা মনে করার চেষ্টা করুন। অনেক সময় সাধারণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমের গল্পের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়।

ব্যতিক্রম: ভিলেনের জন্য চরিত্র অঙ্কনের অনুশীলন করুন। (অনুশীলন ৩.৪)

উপযোগিতা: প্রতিটি গল্পের একজন এন্টাগোনিস্ট (বিপরীত চরিত্র) প্রয়োজন। গল্পের মূল চরিত্রের জন্য সমস্যা তৈরি করাই ভিলেনের কাজ।

৩.৬ চরিত্রে প্রবেশ করা

ফিকশন লেখার সময় লেখকেরা হয়ে উঠেন অভিনেতা। তারা অভিনয় করেন না ঠিকই, তবে পাঠকের মনের ভেতর রচনা করেন গল্পের প্রতিটি অংশের দৃশ্যপট। সেজন্যই লেখককে গল্পের চরিত্রে প্রবেশ করতে হবে, ঠিক যেমনটা করেন অভিনেতারা।

একটি মুভিতে একজন অভিনেতা একটা চরিত্র নিয়েই কাজ করেন। কিন্তু, লেখকদের ক্ষেত্রে বিষয়টা আলাদা। একজন লেখককে গল্পের প্রতিটি চরিত্র হতে হয়।

প্রথম মিনিটে আপনি একজন গ্যাঙ লিডার হয়ে ভাবছেন। পরের মিনিটেই আপনার মস্তিষ্ককে ভাবতে হচ্ছে একটা বাচ্চা হয়ে। কখনো আপনি একা একজন ব্যক্তি হচ্ছেন, কখনো পুরো এক দল হয়ে আপনাকে ভাবতে হচ্ছে। ভাবনার এই পরিবর্তনের খেলা রোমাঞ্চকর মনে হলেও এ কাজটা কিন্তু আসলেই চ্যালেঞ্জিং।

তবে অনুশীলনের মাধ্যমে কাজটা সহজ হয়ে উঠে। ধীরগতিতে শুরু করুন, কাজ করুন এক-দুটি চরিত্র নিয়ে। কিছুটা ধাতস্থ হতে পারলে অধিক সংখ্যক চরিত্র নিয়ে কাজ করতে পারবেন। এই অনুশীলন আপনাকে শেখাবে, কীভাবে কয়েকটি পৃষ্ঠার জন্য আপনাকে অন্য কারও মস্তিষ্ক হয়ে কাজ করা যায়।

অনুশীলন

আপনি চাইলে পূর্বে লেখা আপনার কোনো চরিত্রকে ব্যবহার করতে পারেন কিংবা নতুন চরিত্র তৈরি করতে পারেন। বাস্তব জীবনে পরিচিত কেউ বা বিখ্যাত কেউ হয়েও লিখতে পারেন। আপনার কাজ হলো, একটি চরিত্র হয়ে চরিত্রের ভাষায় প্রথম পুরুষ মেনে দুই পৃষ্ঠার মনোলগ (উক্তি) লিখতে হবে।

অনুশীলন শুরু করার আগে মনে রাখতে হবে, আপনার চরিত্রটি কিছু বলতে চায়। আপনাকে তার হয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু নাটকীয় ও চমকপ্রদ কথা বলতে হবে।

উপদেশ: চরিত্রে প্রবেশের জন্য আপনি চাইলে কিছু রিসার্চ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি একজন সেলেব্রিটির হয়ে লিখতে চাইছেন, সুতরাং তার কথা বলার ধরন ও মানসিকতা বোঝার জন্য তার কিছু ইন্টারভিউ দেখে নিতে পারেন।

চরিত্রটির কণ্ঠ ও শব্দের প্রয়োগ বোঝার চেষ্টা করুন। অনেক চরিত্রকে তার কথায় কিছু বিশেষ শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমেই চেনা যায়।

যেহেতু এই লেখায় চরিত্র নিজে কথা বলছে, সুতরাং পাঠকেরা জানে—এই দুই পৃষ্ঠায় লেখা কথাগুলো সেই চরিত্রের ভাবনা ও বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই *আমি মনে করি*, *আমি অনুভব করি*, *আমি বিশ্বাস করি*—এসব কথা পরিহার করুন।

ব্যতিক্রম: মনোলগ না লিখে চরিত্রটির ভাষায় ডায়েরির আকারে জার্নাল লিখতে পারেন।

উপযোগিতা: নাটক ও ফিল্মে প্রায়ই মনোলগ ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে প্রায়ই পুরো একটি শর্টফিল্ম বানিয়ে ফেলা হয় একটি চরিত্রের উক্তি অর্থাৎ মনোলগের উপর নির্ভর করে। অনেক বইয়ে এভাবে চরিত্রের নিজস্ব উক্তি ব্যবহার করা হয়।

৩.৭ চরিত্র অধ্যয়ন

কেউই নির্ভুল নয়। তবে ফিকশনে আমরা চরিত্রকে এভাবে তৈরি করতে চাই, যাকে অন্যরা আদর্শ ভাববে। খেয়াল করে দেখেছেন কি—একটা হিরো সবসময় ভালো কাজই করে, ভিলেনরা সবসময় খারাপ কাজ করে; যদিও তা থেকে কোনো লাভ অর্জিত হয় না।

নন-ফিকশনেও ঠিক একই জিনিস থাকে। একটি আর্টিকেল বা জীবনীর নির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য হলো, কোনো ব্যক্তি বা বিষয়কে প্রমোট করা। বিভিন্ন রাজনৈতিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর্টিকেল পড়লে খেয়াল করবেন, বেশিরভাগ লেখকই বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে খুব বেশি ঝুঁকে কথা বলছেন।

তবে, সবচেয়ে চমকপ্রদ বইগুলোতে আমরা কিছু রহস্যময় চরিত্রের দেখা পাই। তাদের একটি মূল আদর্শ আছে, তবে তারাও ভুল করে। তাদের জীবনেও আছে গোপনীয়তা। সঠিক সময়ে তারা ভালো কাজ করলেও খারাপ দিনগুলোতে তারাও ভুল পথে পা বাড়ায়।

বাস্তবিক চরিত্র গড়ে তোলার জন্য বিখ্যাত বইগুলোর চরিত্র নিয়ে পড়াশোনা করার পাশাপাশি বাস্তব জীবনের কিছু চমৎকার লোক সম্পর্কে পড়াশোনা করা যেতে পারে। তাদের কাজ, কথা ও ভাবনাকে পর্যবেক্ষণ করুন।

অনুশীলন

প্রথমত আপনার পড়া যেকোনো একটি বইয়ের একটি চরিত্রকে নির্ধারণ করতে হবে। আপনি চাইলে মুভি বা টিভি শো থেকে চরিত্র নির্ধারণ করতে পারেন। অনুশীলন শুরু করার আগে আবার বইটি পড়া বা মুভি দেখা যেতে পারে, যাতে চরিত্রের ব্যাপারে ধারণা গাঢ় হয়। এক্ষেত্রে মুভি থেকে চরিত্র নির্ধারণ করাটাই ভালো হবে। এতে অনুশীলন দ্রুত শুরু করা যাবে। কারণ, একটি উপন্যাস পড়া বা পুরো একটি টিভি শো দেখার চেয়ে অধিকতর কম সময়ে একটা মুভি দেখা যাবে। এমন একটি চরিত্র নির্ধারণ করুন, যে আকর্ষণীয়, ধাঁধাঁময় ও রহস্যজনক। চরিত্র যত জটিল হবে, কাহিনি ততোই ভালো হবে।

আপনার কাজ হলো চরিত্র নিয়ে পড়া। এটি চরিত্র অঙ্কনের থেকে ভিন্ন। কারণ, এখানে আপনি চরিত্রকে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন। চরিত্র অঙ্কন করা হয় চরিত্র তৈরির জন্য।

এটি জীবনী থেকেও ভিন্ন। কারণ, এখানে আপনি চরিত্রের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলোকে হাইলাইট করছেন না; বরং এই অনুশীলনে আপনার কাজ হচ্ছে, চরিত্রের মস্তিষ্কে প্রবেশ করা।

প্রথমেই সাধারণ বিষয়গুলো তালিকাবদ্ধ করুন—নাম, বয়স, শারীরিক গঠন, পেশা ইত্যাদি। এরপর গভীরে গিয়ে চরিত্র সম্পর্কে কিছু অনুসন্ধানমূলক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন—

১. প্রতিটি গল্পের চরিত্র অনেকগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। আপনার নির্ধারিত চরিত্র কোন কারণে কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছে?
২. চরিত্র কোন ভুল কাজটি করেছে?
৩. চরিত্রের কি কোনো সিক্রেট বিষয় আছে? থাকলে সেগুলো কী?

৪. এমন একটি মুহূর্ত খুঁজে বের করুন যেখানে চরিত্রের কথা ও কাজ একাধিক উপায়ে বর্ণিত হয়েছে।
৫. আপনি চরিত্রটাকে যেভাবে দেখেন, গল্পের অন্য চরিত্রেরা কিন্তু তাকে সেভাবে দেখে না। চরিত্রটি নিজেকে কীভাবে দেখে, তা খুঁজে বের করুন।
৬. ঠিক কোন ঘটনার মাধ্যমে চরিত্রের স্বভাব ভালো করে বোঝা যায়?
৭. চরিত্র কোন বিষয়গুলোর আনুগত্য করে? এবং কেন?
৮. চরিত্রের কোন সিদ্ধান্ত বা কাজের জন্য গল্পের পরবর্তী অংশে প্রভাব পড়েছে?
৯. চরিত্রের মন, মস্তিষ্ক ও মনন নিয়ে চিন্তা করুন। কোন বিষয়টা তাকে চমকপ্রদ করে তুলেছে?

উপদেশ: এখানে আপনি চরিত্রের মনকে পরীক্ষা করছেন। আর অনেক সময় মানুষের মনের আসল পরিচয় মেলে এমনকিছু সূক্ষ্ম বিষয়ে, যা নিয়ে অনেকেই চিন্তা করে না। সুতরাং সূক্ষ্ম বিষয়গুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।

ব্যতিক্রম: চরিত্র বাদ দিয়ে কোনো বাস্তব ব্যক্তিকে নিয়ে উপরের অনুশীলন করুন।

উপযোগিতা: কাউকে নিয়ে অধ্যয়ন করা ছাড়া তাকে জানার আর কোনো উৎকৃষ্ট উপায় নেই। এই অনুশীলন আপনাকে শেখাবে, একজন লেখকের কীভাবে কোনো চরিত্র বা ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিৎ। চরিত্র ও বাস্তব মানুষকে গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। তাদের কথা ও কাজ নিয়ে ভাবুন, কারণ খুঁজে বের করার জন্য প্রশ্ন করুন নিজেকেই।

৩.৮ কিছুই পরম নয়

বেশিরভাগ গল্পের উপাদান সুনিশ্চিত থাকে। খাঁটি ভিলেনরা শতভাগ খারাপ থাকবে। নায়ক ও তার বন্ধুরা থাকবে শতভাগ ভালো আর বিতদ্ধ।

সকল লেখকের উদ্দেশ্য থাকে গল্পে এমন কিছু লেখা, যা তার গল্পকে আকর্ষণীয় ও নাটকীয় করে তুলবে। কিছু ক্ষেত্রে পরম বা শ্রেষ্ঠত্ব থাকা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনি ভিলেনকে শতভাগই খারাপ করে তুলেন, তখন তাকে দিয়ে অনায়াসে ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত করতে পারবেন।

তবে, এমন শতভাগ খারাপ চরিত্র অনেকক্ষেত্রে অবাস্তব মনে হয়। এক্ষেত্রে এমন এক ভিলেন—যে খারাপ হলেও তার মধ্যে কোনো ভালো গুণ আছে—সে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাঠকের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্যতা পায়। কারণটা অনেক সহজ, আমরা সবাই জীবনে ভুল করি, আমরা কেউই পারফেক্ট নই। সে কারণেই নায়ক একেবারেই ভালো না হয়ে কিছু ভুল করলে, ভিলেন একেবারেই নির্মম না হয়ে কিছুটা মনুষ্যত্বপূর্ণ হলে আমরা সে চরিত্রে নিজেদের খুঁজে পেতে পারি।

অনুশীলন

জনপ্রিয় সায়েন্স ফিকশন, ফ্যান্টাসি ও সুপার হিরো গল্পগুলোতে শতভাগ ভালো হিরো ও শতভাগ নিকৃষ্ট ভিলেন ব্যবহার করা হয়।

তবে এই অনুশীলনের জন্য আপনাকে পাঁচজন করে ভিলেন ও হিরো খুঁজে বের করতে হবে, যাদের কেউই শতভাগ ভালো বা শতভাগ খারাপ নয়। বই, মুভি, টিভি শো-এর মতো ফিকশন ছাড়াও বাস্তব জীবন থেকে এমন চরিত্র খুঁজে বের করা যায়।

এরপর প্রতিটি চরিত্রের ভালো দিক নিয়ে একটি করে প্যারাগ্রাফ লিখুন। তারপর চরিত্রগুলোর দোষ উল্লেখ করে আরেকটি প্যারাগ্রাফ লিখুন।

উপদেশ: শুধু মূল চরিত্র নিয়ে না লিখে সহকারী চরিত্র নিয়েও লিখুন। মূল চরিত্র কি বেশিরভাগ সময়ই শতভাগ ভালো বা খারাপ হয়ে থাকে? অনুশীলনের সময় এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করুন।

ব্যতিক্রম: আপনি চাইলে এমন পাঁচজন ভিলেনের তালিকা করতে পারেন, যারা শতভাগ নিকৃষ্ট ও পাঁচজন এমন হিরোর তালিকা করুন, যাদের একটুও ভুল নেই। এই তালিকাটি এক বন্ধুকে দিয়ে দেখুন, সে ভিলেনের গুণ ও হিরোর দোষ খুঁজে বের করতে পারে কি-না।

উপযোগিতা: এই অনুশীলন আপনাকে শেখাবে, কীভাবে একটি চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে জানা যায়। যখন আপনি একই মানুষের ভালো ও খারাপ দিক খুঁজে বের করতে শিখবেন, আপনার তৈরি চরিত্রগুলো আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য হবে।

৩.৯ অন্যান্য প্রাণী

একটি গল্পে সবসময় শুধু মানুষেরাই চরিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে, তা কিন্তু নয়। অনেক সময় মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণী গল্পের চরিত্র হিসেবে রাখা হয়। সেজন্য লেখকদের ধারণা থাকা প্রয়োজন, কীভাবে মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীকে বইয়ের

পাতায় প্রকাশ করতে হয়। প্রাণী, রোবট, গাড়ি, এমনকি একটি বাড়িও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হতে পারে, যদি আপনি আপনার লেখনশৈলী দিয়ে তাতে প্রাণ দিতে পারেন।

অনুশীলন

এই অনুশীলনে আপনি একটি প্রাণীর জন্য চরিত্র অঙ্কন করবেন। (চরিত্র অঙ্কন সংক্রান্ত বিস্তারিত দেওয়া আছে ৩.৪ নং অনুশীলনে)

কিন্তু আপনি শুধু চরিত্র অঙ্কনে থেমে থাকবেন না। এক ধাপ এগিয়ে প্রাণীটাকে নিয়ে একটি গল্পের দৃশ্যও লিখবেন। আপনার কাজ হলো, প্রাণীটাকে পাঠকের কাছে মানুষের মতো করে উপস্থাপন করা।

উপদেশ: চরিত্র অঙ্কনের চেয়ে গল্পের দৃশ্য তৈরিটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, অনুশীলনে সময় বাঁচাতে চাইলে চরিত্র অঙ্কন স্কিপ করে প্রাণীটাকে নিয়ে গল্প তৈরিতে বেশি সময় অতিবাহিত করুন।

ব্যতিক্রম: আপনার যদি একটি চরিত্র তৈরির মতো সময় না থাকে, তবে নিজের পোষা প্রাণীকে নিয়েই একটি গল্পের দৃশ্য তৈরি করুন। পোষা প্রাণী না থাকলে আপনার প্রিয় প্রাণীকেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপযোগিতা: যারা সায়েন্স ফিকশন, ফ্যান্টাসি বা শিশুতোষ গল্প লিখতে চান, তাদের জন্য ভিন্ন একটি প্রাণীকে মানুষের মতো করে উপস্থাপন করার অভিজ্ঞতা থাকাটা আবশ্যক। এছাড়া এই অনুশীলন আরও একটি উপায়ে কাজে আসে। এমনও চরিত্র তৈরি হতে পারে, যে কি-না একটি নির্দিষ্ট জড় পদার্থের সাথে মানুষের মতো করে আচরণ করে। আমরা অনেকেই এমন মানুষ দেখেছি, যারা তাদের গাড়ি বা কম্পিউটারেরও নাম রাখে। এই ধরনের চরিত্রকে বাস্তবিক করে তুলতে এই অনুশীলন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৩.১০ একটি দল নিয়ে লেখা

নন-ফিকশন বা এক-দুটি চরিত্র নিয়ে লেখা খুব একটা কঠিন কিছু নয়। এমনকি একজন নবীন লেখক একসাথে তিন-চারটি চরিত্র নিয়ে সুন্দরভাবে গল্প লিখে ফেলতে পারবে। তবে যখন আপনি আট-নয়টি চরিত্র নিয়ে একসাথে লেখা শুরু করবেন, নতুন হিসেবে গোলমাল বাঁধিয়ে দেওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রায় সবাই-ই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফিকশনের ক্ষেত্রে বেশি চরিত্রের ব্যবহার বইয়ের পরিধি বাড়ায়, কারণ তাতে অনেক জেনারেশনের কথা উল্লেখ থাকে। এ ধরনের গল্পে অনেক চরিত্র থাকলে গোটা কয়েক চরিত্রকেই মূল আকর্ষণ হিসেবে রাখা হয়। উপন্যাসের চেয়ে মুভি বা টিভি শো-এ অনেকগুলো চরিত্রের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। তবে সবক্ষেত্রেই পরিবার ও দল নিয়ে অনেকগুলো দারুণ গল্প রচিত হয়েছে।

লেখালেখিতে আধিপত্য থাকলে তবেই একসাথে অধিক চরিত্র নিয়ে লেখা যায়। কারণ, এমন লেখায় লেখককে নিয়মিত সবগুলো চরিত্রকে গল্পের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। একইসাথে বৈচিত্র্য বজায় রাখতে হয় প্রতিটি চরিত্রের। একটা চরিত্রকেও ভুলে যাওয়া চলবে না। আবার যেকোনো এক চরিত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও হবে না। এটা ভারসাম্যের খেলা।

অনুশীলন

যেকোনো বই, মুভি বা টিভি শো-এর এমন একটি দৃশ্য খুঁজে বের করুন, যেখানে একই সাথে অনেক চরিত্র আছে। তারপর গৌণ চরিত্রগুলো ব্যবহার করে একটা ছোটগল্প লিখুন। বই বা মুভির কাহিনিই লিখে ফেলবেন না। আপনি শুধু চরিত্রগুলো নেবেন বই বা মুভি থেকে, কাহিনি থাকবে আপনার নিজের।

নিজের জন্য বাড়তি চ্যালেঞ্জ যোগ করতে চাইলে চরিত্রগুলোকে অন্য একটি সেটিং বা পরিবেশে নিয়ে আসুন। একটি গল্প যে স্থানে সংঘটিত হয়েছে, সে স্থানকে গল্পের 'সেটিং' বলে। চাইলে একটি বই থেকে চরিত্র আর একটি মুভি থেকে সেটিং নিয়ে দুটোর মেলবন্ধনে গল্প লিখতে পারেন।

এই অনুশীলনে অন্তত ছয়টি চরিত্র নিয়ে কাজ করতে হবে। আটটি চরিত্র হলে দারুণ হয়।

উপদেশ: আপনি সব চরিত্রকে একসাথে উপস্থিত রেখে একটি গল্প তৈরি করুন (ডিনার পার্টি একটি ভালো সেটিং হতে পারে)। এমনকি বিভিন্ন চরিত্রকে বিভিন্ন স্থানে রেখে বেশ কয়েকটি দৃশ্য তৈরি করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি বড় পরিবারের সবাই একসাথে দেখা করার জন্য জড়ো হয়েছে। তাদের একেক জেনারেশন আছে একেক রুমে। এক রুমে বাবা-চাচারা বসে গল্প করছে। মহিলারা কিচেনে কাজের সাথে সাথে গল্প জুড়েছে। ছোটরা খেলছে অন্য রুমে। তারা কে কী করছে, তা একে একে বর্ণনা করা যেতে পারে। আপনি এক রুম থেকে অন্য রুমে কে কী করছে তা এমনভাবে বর্ণনা করবেন, যেন পুরো বর্ণনা অর্থপূর্ণ একটি লেখা তৈরি করে।

ব্যতিক্রম: আপনি নিজেই একটি দৃশ্য তৈরি করে ফেলুন, যেখানে অনেকগুলো চরিত্র একসাথে থাকবে। সবকটি চরিত্রের জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে চরিত্র অঙ্কন করে একটি সেটিং বা পরিবেশ নির্ধারণ করুন, যেখানে সব চরিত্রকে একসাথে রাখা যেতে পারে। চরিত্রগুলো একটি পরিবার, অফিসে কাজ করা কলিগ, বাসযাত্রী বা একটি ক্লাসরুমে থাকা ছাত্ররা হতে পারে। আপনি চাইলে বাস্তব জীবন থেকে চরিত্র নিতে পারেন। আপনার পরিবার বা বন্ধুদের নিয়ে একটি গল্প তৈরি করলে খুব দারুণ হবে, তাই না? মনে রাখবেন, সব চরিত্রকেই কিন্তু সমান প্রাধান্য দিতে হবে।

উপযোগিতা: টিভি শো-এর জন্য লিখতে চাইলে একসাথে অধিক চরিত্র নিয়ে লেখার অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধ্যায় ৪

কথা, সংলাপ ও স্ক্রিপ্ট

৪.১ মৌলিক সংলাপ

কথোপকথনের মাধ্যমেই সম্পর্ক গড়ে উঠে। একে অপরের সাথে কথা বলার মাধ্যমেই আমাদের বন্ধুত্ব, প্রেম কিংবা দ্বন্দ সৃষ্টি হয়। ভালো সংলাপও একই কাজ করে। এটি গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায়। গল্পের চরিত্রের সত্য প্রকাশে সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর ভালো সংলাপই পারে কাল্পনিক একটি লেখাকে বাস্তবিক অনুভূতি দিতে।

আপনি যখন হুবহু চরিত্রের সংলাপ গল্পে ব্যবহার করবেন, তখন সংলাপের শুরু ও শেষে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করুন। সেই সাথে সংলাপের ব্যাপারে আপনার বর্ণনা যথাসম্ভব কম রাখুন। আর এতে করেই ভালো সংলাপগুলো বাস্তব মনে হবে।

কিন্তু, এটা আসলে একটা ঘোর। একটু গভীরভাবে সংলাপগুলো পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন, আমরা বাস্তবে ঠিক এভাবে কথা বলি না। আমরা বাস্তবে এত বিস্তৃতভাবে একটা বাক্য বলি না, সামনে থাকা মানুষকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিই। কিন্তু, আমাদের বাস্তব কথাবার্তা বইয়ের পাতায় দৃষ্টিকটু ঠেকায়। তাই লেখককে সংলাপ সাজাতে হয়। আর সেই সাজানো সংলাপকে বাস্তবিক অনুভূতি দিয়ে লেখাতেই লেখকের সমৃদ্ধতার পরিচয় মেলে।

এমনকি নন-ফিকশন বই, যেমন: জীবনীতে খুব কম সময়ই কারও বলা কথা হুবহু লেখা হয়। অনেক জীবনী লেখকই কারও জীবনী লেখার সময় তার সাথে হওয়া কথোপকথন নোট করে রাখলেও খুব কম সংখ্যক লেখকই পুরো কথোপকথন রেকর্ড করেন। সুতরাং বেশিরভাগই তাদের নোট থেকে দেখে নিজেদের মতো করে সংলাপ সাজিয়ে বইয়ে লিখে থাকেন।

গল্পে কথোপকথন দেখানোর সময় লেখকের মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংলাপগুলো বলার সাথে আরও অনেক কাজও সংঘটিত হয়েছে। কথা বলতে বলতে কেউ একজন হয়তো উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে ড্রিংক নিয়ে এসেছে। হয়তো কফির কাপে চুমুক দেওয়ার জন্য কথা থামিয়েছে অনেকবার। কথা বলতে গিয়ে অনেক অঙ্গভঙ্গি করেছে। একটি কথোপকথনে শুধু কথার মাধ্যমেই তথ্য আদান-প্রদান হয় না। আমরা কখনোই মূর্তির মতো বসে থেকে কথা বলি না।

অনুশীলন

এমন একটি দৃশ্যের কথা লিখুন, যেখানে দুজন মানুষের কথোপকথন চলছে। লেখাটি ফিকশন বা নন-ফিকশন দুটোই হতে পারে। নন-ফিকশন লিখতে চাইলে আপনার শোনা বা নিজের এমন কোনো কথোপকথন খুঁজে বের করুন, যা আকর্ষণীয় ছিল। তারপর সে কথোপকথন ফুটিয়ে তুলুন কলমের কালিতে। ফিকশন লিখলে আপনার পূর্বে তৈরি দুটো চরিত্রের মধ্যকার কথোপকথন লেখা যেতে পারে।

উপদেশ: কথোপকথনে বিরামচিহ্নের ব্যবহারে সতর্কতা বজায় রাখুন। ডায়লগ ট্যাগ নিয়ে বেশি সৃজনশীলতা অপ্রয়োজনীয়। সোজা কথায়, *সে বলল, সে ফিসফিস করে বলল, আমতা আমতা করছে সে*—ডায়লগের সাথে এসব ট্যাগ লাগানো পরিহার করুন। সত্যি বলতে, পাঠক কখনোই এগুলোতে নজর দেয় না।

ব্যতিক্রম: ব্যতিক্রম কিছু করতে চাইলে এই কথাটার পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, আসলেই কি আমাদের কথাবার্তা বইয়ের পাতায় দৃষ্টিকটু ঠেকায়? ইতোমধ্যে রেকর্ড করা একটি কথোপকথন শুনে তা হুবহু লিখুন। মনে রাখবেন, এটি যেন কোনো ইন্টারভিউ না হয়। লেখা শেষ হলে জোরে জোরে পড়ে বোঝার চেষ্টা করুন, কেন বাস্তব কথোপকথন ভালো সংলাপ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় না। তারপর কথোপকথনটিকে ভালো সংলাপ করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করুন।

উপযোগিতা: প্রায় প্রতিটি লেখায় সংলাপ ব্যবহার করা হয়। এমনকি সাংবাদিকতায়ও সংলাপ ব্যবহৃত হয়। যদিও সাংবাদিকরা একে উক্তি বলে থাকেন, আর একজন লোক ঠিক কী বলেছেন, সাংবাদিকতায় তার উপরই জোর দেওয়া হয়। তবে বইয়ে সংলাপের কাজ হলো গল্পকে আরও বাস্তবিকভাবে উপস্থাপন করে পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করা।

৪.২ চিত্রনাট্য

অনেকের জন্য উপন্যাস লেখার চেয়ে চিত্রনাট্য লেখাটা সহজ। চিত্রনাট্য আকারে সংক্ষিপ্ত হয়। মোটামুটি ১২০ পৃষ্ঠায় একটি চিত্রনাট্য লেখা যায়। (ফিল্মে ১ মিনিটের জন্য কাগজে ১ পৃষ্ঠা)

চিত্রনাট্যে বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। এজন্য লেখককে বর্ণনাশৈলী নিয়ে ভাবতে হয় না। কারণ চিত্রনাট্য স্থাপিত হয় সেটিং (স্থান), অ্যাকশন ও ডায়লগে ভর করে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে চিত্রনাট্যে কাহিনি সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সেই সাথে কাহিনির ফরম্যাটিং বা ক্রম সাজানো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কাহিনির ধারা বজায় রেখে না লিখলে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কেউ আপনার গল্প হাতে নিয়েও দেখবে না।

আপনার মস্তিষ্ক গল্প তৈরির সময় কাউকে গল্প শোনানোর কথা না ভেবে গল্প দেখানোর কথা ভাবলে চিত্রনাট্য আপনার জন্য উপযুক্ত। উপন্যাসে ভারী শব্দচয়ন, বর্ণনায় বৈচিত্র্য আনতে কষ্ট হলে আর নিজের গল্পটি সোজাসাপটা, অকপট ভাষায় প্রকাশ করতে চাইলে চিত্রনাট্য আপনার জন্যই।

অনুশীলন

যেহেতু আপনি চিত্রনাট্যের জন্য লিখবেন আর এক পৃষ্ঠা মানে এক মিনিট, পাঁচ মিনিটের একটি স্ক্রিপ্ট তৈরি করুন। এটা একটা লম্বা গল্পের একটি দৃশ্য হতে পারে। আবার কোনো শর্ট ফিল্ম বা বিজ্ঞাপন হতে পারে।

উপদেশ: অনুশীলন শুরু করার আগে, চিত্রনাট্যের ফরম্যাটিংয়ের ব্যাপারে কিছু ধারণা সংগ্রহ করুন। অনলাইনে সার্চ করলে চিত্রনাট্য অর্থাৎ স্ক্রিনপ্লে ফরম্যাটিংয়ের নিয়ম ও উদাহরণ সম্পর্কে অনেক লেখা পাওয়া যাবে। যদিও এই অনুশীলনের জন্য ফরম্যাটিং গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবুও চিত্রনাট্য লিখতে গেলে এ সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকা উচিৎ।

ব্যতিক্রম: কোনো কাহিনি খুঁজে না পেলে আপনার প্রিয় বইয়ের অংশ বা ছোটগল্পের কাহিনি অবলম্বনে পাঁচ মিনিটের স্ক্রিপ্ট তৈরি করুন।

উপযোগিতা: ইদানীং চিত্রনাট্যের জন্য অনেক সুযোগ তৈরি হচ্ছে। মুভি বা টেলিভিশন ছাড়াও বিজ্ঞাপন, টিউটরিয়াল, প্রমোশনাল ভিডিওর জন্যও স্ক্রিপ্ট লেখা যায়। যেহেতু ভিডিও ও ফিল্ম বানানোর সংখ্যা ইদানীং অনেক বেড়েছে, সুতরাং চিত্রনাট্যকারের চাহিদাও বাড়ছে।

৪.৩ অঙ্গভঙ্গি

অনেক সময় মানুষ কিছু না বলেই অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে পারে। সেজন্য অঙ্গভঙ্গিও মত প্রকাশের একটি মাধ্যম।

লেখক হিসেবে আপনার ভালো করে পর্যবেক্ষণ করা উচিৎ, মানুষ কীভাবে কিছু না বলেই মনের ভাব প্রকাশ করে, যাতে নিজের লেখায়ও চরিত্রদের দিয়ে কিছু না বলিয়ে মত প্রকাশ করাতে পারেন।

দুজন অপরিচিত চরিত্রের কথা ভাবুন, যারা একটি লাইব্রেরিতে বই পড়ছে। তাদের একজন ছেলে, অন্যজন মেয়ে। আপনি লিখতে পারবেন না—'তাদের দৃষ্টি থমকে গেল,—তারা আকর্ষিত হলো একে অপরের প্রতি'। এটা বিরক্তিকর ঠেকাবে। আপনাকে বর্ণনা করতে হবে, কীভাবে তারা একে অপরের দিকে তাকাল; কীভাবে ছেলেটা হাসল, মেয়েটা লজ্জায় মুখ লাল করল; কীভাবে তারা হঠাৎই উষ্ণতা অনুভব করল, কীভাবে তারা এগিয়ে এলো একে অপরের দিকে।

অনুশীলন

একটি গল্প লিখুন, যেখানে দুই বা তার অধিক চরিত্র আছে, কিন্তু কোনো সংলাপ নেই। কিন্তু চরিত্রগুলো কিছু না বলেই অঙ্গভঙ্গি দিয়ে যোগাযোগ করছে পরস্পরের সাথে। আপনি চাইলে নন-ফিকশনও লিখতে পারেন। অবশ্যই বাস্তব জীবনে আপনি এমন কোনো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন, যেখানে কিছু না বলে আপনাকে মত প্রকাশ করতে হয়েছে। লিখে ফেলুন সেই অভিজ্ঞতার কথা।

গল্পটির অন্তত দুই পৃষ্ঠায় কোনো সংলাপ থাকতে পারবে না। চরিত্রগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে। নিচে কিছু গল্পের প্লট দেওয়া হলো—

- একজন পুলিশ বা গোয়েন্দা একটি ছোট শহর, শপিং মল, এমিউজমেন্ট পার্ক বা অন্য কোনো পাবলিক এরিয়ায় অপরাধীর পিছু নিয়েছে।
- অঙ্গভঙ্গির যোগাযোগ ফুটিয়ে তুলতে অপরিচিত ব্যক্তি গল্পের ভালো একটি উপাদান হবে। যেসব জায়গায় বেশ কজন অপরিচিত একসাথে থাকে, এমনকিছু নিয়ে লিখুন—পাবলিক বাস, ক্লাস, লিফট বা অফিসের মিটিং।
- ক্লাসে টিচার যখন লেকচার দেন, ছাত্ররা কথা বলতে পারে না। তবে কি তারা একে অপরের সাথে মত প্রকাশ বন্ধ করে দেয়? না, তখন তারা কথা বলে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে।

উপদেশ: মনে করুন, একটি ক্লাসে ছাত্রদের উচিৎ টিচারের লেকচার শোনা। কিন্তু তা না করে তারা একে অপরের সাথে ইশারায় কথা বলছে। এক্ষেত্রে *সে ভাবলো, সে ইশারায় বলল* এসব কথা লেখা থেকে বিরত থাকুন। এমন শব্দ লেখার মাধ্যমে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আপনি ভাবনার সংলাপ লিখে ফেলবেন। অথচ এই অনুশীলনে সংলাপ পরিহার করতে হবে।

ব্যতিক্রম: ব্যতিক্রম হিসেবে এমন গল্প লেখা যেতে পারে, যেখানে একটি চরিত্র কথা বলতে পারে, অন্যজন পারে না; একজন প্রাপ্তবয়স্ক ও একটি বাচ্চা, একজন মানুষ ও তার পোষা প্রাণী।

উপযোগিতা: সাংবাদিকতা ও জীবনী থেকে ফিকশন গল্প, সব ধরনের লেখাকে সমৃদ্ধ করার জন্য অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার অপরিহার্য।

৪.৪ ভালোবাসাময় দৃশ্য

ভালোবাসা একজন মানুষের সবচেয়ে সুখকর অনুভূতি। এটি আমাদের এক করে থাকে, আজীবন মানুষকে এক সুতোয় বেঁধে রাখে ভালোবাসা। গান, মুভি, কবিতা আর উপন্যাসের অন্যতম থিম হচ্ছে প্রেম।

প্রেমের দৃশ্যগুলো কোমল, স্নেহপূর্ণ বা যান্ত্রিক হতে পারে। তবে একটা কথা নিশ্চিত যে, প্রেমের দৃশ্যের মতো আর কিছু পাঠককে এতটা আকৃষ্ট করে না। এটা জরুরি নয়, তারা একসাথে আছে, না দুজন বহুদূর চলে গেছে একে অপরকে ছেড়ে। যদি গল্পটা মায়ার সাথে লেখা হয়, পাঠক তা ভালোবাসবেই।

প্রেম মানে শুধু কাম বাসনার দৃশ্য নয়। ভালোবাসা কেবল প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রোমান্টিক ছাড়াও পরিবারের প্রতি ভালোবাসা, ভ্রাতৃপ্রেম ও দেশপ্রেমও ভালোবাসার অংশ। সুতরাং প্রেমিক-প্রেমিকার একান্তে কাটানো সময় যেমন ভালোবাসাময় দৃশ্য; তেমনি কাছের বন্ধুদের একসাথে সময় কাটানোর মধ্যেও ভালোবাসা নিহিত থাকে। গভীরতর অনুভূতির আদান-প্রদানই হচ্ছে ভালোবাসা।

অনুশীলন

একটি ভালোবাসার গল্প লিখুন, যেখানে দুজন ব্যক্তি একে অপরের জন্য তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করছে। অবশ্যই সে দৃশ্যে সংলাপ ও বর্ণনা থাকবে। নিজের জীবনের কোনো গল্পও লেখা যেতে পারে।

উপদেশ: মনে রাখবেন, এই অনুশীলনের মূল শব্দ ভালোবাসা; কাম বাসনা নয়। কাম বাসনার জন্য আলাদা একটি জনরা আছে, যার নাম *এরোটিকা*। এই অনুশীলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুজন মানুষের মধ্যকার ভালোবাসা প্রকাশ করা।

ব্যতিক্রম: মানুষ অনেক সময় কোনো জড়বস্তুকেও অনেক বেশি ভালোবেসে ফেলে। নিজের গাড়ি, কোনো যন্ত্র, কাপড় বা অন্যকিছুকে ভালোবেসে যত্ন করে। এটা অস্বাভাবিক নয় যে, কেউ কোনো জড়বস্তুর জন্য নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করছে। ব্যতিক্রম হিসেবে কোনো বস্তুর জন্য একজন মানুষের ভালোবাসার কথা লিখুন।

উপযোগিতা: দিনের প্রতিটি মুহূর্তে ভালোবাসা পরিলক্ষিত হয়। এটি ছড়িয়ে আছে আমাদের চারদিকে। বিজ্ঞানের পাঠ্যবই ছাড়া অন্য যেকোনো লেখা লিখতে গেলে একটা পর্যায়ে ভালোবাসার দৃশ্য আসবেই। তাই আপনার অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন, কীভাবে ভালোবাসার কথা লিখতে হয়। রোমান্টিক গল্প ছাড়া অন্য বইগুলোতে চরিত্রের মধ্যকার সম্পর্ক একজন পাঠককে আকৃষ্ট করে। ভালো কিছু অ্যাকশন, সায়েন্স ফিকশন, ফ্যান্টাসি, মিস্ট্রি ও হরর বইয়ের কথা চিন্তা করে দেখুন। মূল আকর্ষণ না হলেও বইয়ের কোনো না কোনো অংশে ভালোবাসা খুঁজে পাবেন।

৪.৫ দুইয়ের অধিক বক্তা

একটি ভিড়কে সামলানো সহজ কাজ নয়। ঠিক তেমনি একসাথে অনেক চরিত্রকে সামলাতে গেলে বর্ণনা করাটা একজন লেখকের জন্য দুঃস্বপ্নের মতো মনে হতে পারে। এমন দৃশ্যগুলো ধাতস্থতার সাথে বর্ণনা করা না হলে গল্পের প্রতি আগ্রহ ধরে রাখা পাঠকের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে।

মাঝে মধ্যে এমন দৃশ্য তৈরি করতে হয়, যেখানে অনেক চরিত্র একসাথে কথা বলে। মিটিং, পারিবারিক আসর বা ক্লাসরুমের ব্যাপারে কিছু লিখতে চাইলে অনেক চরিত্রকে একসাথে সামলাতে হয়।

এমন দৃশ্যে বর্ণনা সুস্পষ্ট ও গোছালো রাখা বেশ কঠিন। কে কোথায় বসে আছে, কে কোন কথা বলছে—এসব ব্যাপারে পাঠককে দ্বিধায় ফেলে দিলে চলবে না।

অনুশীলন

প্রথমত একটি প্লট ভাবতে হবে, যেখানে অনেক চরিত্র একসাথে উপস্থিত আছে। অন্তত ছয়টি চরিত্র নিয়ে কাজ করতে হবে। একটি গল্প বা গল্পের অংশ লিখুন, যেখানে প্রতিটি চরিত্র অন্তত দুইটি সংলাপ পাবে, আর প্রত্যেকের অঙ্গভঙ্গির কিছুটা বর্ণনা থাকবে। আর গল্পের একটা উদ্দেশ্য দেওয়ার চেষ্টা করুন। আপনার অফিসের মিটিংয়ের কথা লিখতে বসবেন না, যদি না তাতে আকর্ষণীয় কিছু থাকে। এমনকিছু লিখুন, যা একজন লেখক ভালো গল্প হিসেবে গ্রহণ করবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপদেশ: লেখাটাকে নান্দনিক করে তুলুন। উপন্যাসের অংশ হিসেবে লিখলে তা যেন উপন্যাসের প্লটের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে। অনুশীলনকে আকর্ষণীয় করার সহজ উপায় হচ্ছে চরিত্র সমবেত থাকা অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দেওয়া। যেমন: পরিবারের সবাই একত্রিত হয়েছে ডিনারের জন্য, তখনই কেউ একজনের হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল।

ব্যতিক্রম: এমন দৃশ্য বর্ণনা করা কঠিন মনে হলে চিত্রনাট্যের স্ক্রিপ্টের মতো করে লিখুন।

উপযোগিতা: যদি আপনি একসাথে অনেক চরিত্রের সংলাপ বন্টনে দক্ষতা অর্জন করে ফেলেন, তবে আপনার লেখা অনেক ধাপ এগিয়ে যাবে। একটি সমাবেশে সুস্পষ্টভাবে ডায়লগ বন্টন করা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ।

৪.৬ সে বলল, তিনি বললেন

এমন কি কখনো হয়েছে—আপনি গল্প পড়তে পড়তে এতটা মগ্ন হয়েছেন যে, কোন চরিত্র কোন কথা বলছে, তা খেয়াল করছেন না? অথবা কোন সংলাপ কে বলছে, তা পড়ার পরও বুঝতে পারছেন না?

ধরে নিন, আপনি তিনজন মহিলার মধ্যকার কথোপকথন পড়ছেন। এমন সময় ডায়লগের সাথে ট্যাগ হিসেবে 'সে বলল' লেখা থাকলে আপনি বুঝতে পারবেন না যে, এই সে-টা কে।

এছাড়া দীর্ঘ কথোপকথনে প্রতিটি ডায়লগে 'সে বলল' লেখা লেখকের কাছেই একঘেয়ে মনে হয়। তখন ডায়লগ ট্যাগে তিনি সৃজনশীলতা এনে লিখেন— *সে জিজ্ঞেস করল, সে বলে বসলো, সে ফিসফিসিয়ে বলল।* সত্যি বলতে, এসব সৃজনশীলতা লেখাকে খুব কমই সমৃদ্ধ করে।

পাঠকেরা খুব ভালো করেই 'সে বলল', 'তিনি বললেন' জাতীয় শব্দের সাথে পরিচিত। তারা জানে, এসব কথা কেবল কোন সংলাপটি কে বলেছে, তার জন্য ব্যবহৃত হয়। পাঠকেরা এসব শব্দকে গল্পের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে না। তাই প্রতি লাইনে এমন শব্দ ব্যবহার আপনার কাছে পুনরাবৃত্তিমূলক মনে হলেও আসলে তা নয়।

অনেকক্ষেত্রে এসব ট্যাগ ব্যবহার করা প্রয়োজনীয়। যেমন: তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে উত্তর দিলো। যদি চরিত্রটি রেগে বা চিৎকার করে কোনো কথা বলে, তা বোঝানোর জন্য ডায়লগ ট্যাগ ব্যবহার করা যায়।

তাছাড়া, প্রায় সময় 'সে' না বলে, চরিত্রের নাম ব্যবহার করতে পারেন। যেমন: অবন্তী বলল, আরিয়ান বলল।

অনুশীলন

অন্তত তিনটি চরিত্রের কথোপকথন নিয়ে একটা গল্প বা গল্পের অংশ লিখুন। তিনজন কলিগ, তিনজন কিশোর বা পরিবারের তিন সদস্যের কথোপকথন লেখা যেতে পারে। মনে রাখবেন, এমন একটি সেটিংয়ে গল্প লিখতে হবে, যেখানে চরিত্ররা সাধারণভাবে কথা বলতে পারবে। সহজ ভাষায়, তারা যেন একটি জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কথা না বলে বা কোনো কাজ চলাকালীন কথা না বলে। উদ্দেশ্য হলো, ডায়লগগুলো সাবলীলভাবে প্রকাশ করা। কে কখন কথা বলছে, তা অবশ্যই স্পষ্ট রাখতে হবে।

উপদেশ: ট্যাগ হিসেবে সে, তিনি, ও ইত্যাদি সর্বনাম ছাড়াও চরিত্রের নাম ব্যবহার করা যাবে। তবে প্রতিটি সংলাপের জন্য নাম ব্যবহার করবেন না। সর্বনাম ও নাম দুটোই ব্যবহার করতে হবে। আর ভার্ব বা কাজ যেন সাবজেক্টের সামনে না আসে। যেমন: বলল আরিয়ান, বলল অবন্তী— এভাবে লিখবেন না।

আর এই অনুশীলনে ডায়লগের মধ্যে কিছু বর্ণনা নিয়ে আসুন। চরিত্ররা কে কী করছে, তা তাদের ডায়লগের ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ করার চেষ্টা করুন। যেমন: কেউ কথা বলতে বলতে একবার উঠে দাঁড়ালো। অন্যজন কথা বলার সময় হাত দিয়ে চুল ঠিক করল।

ব্যতিক্রম: যদি তিনজনের কথোপকথন নিয়ে কাজ করা কঠিন মনে হয়, তবে দুইজন নিয়ে কাজ করুন। তিনজন সহজ মনে হলে, আরও চরিত্র যোগ করুন।

উপযোগিতা: বর্ণনা স্পষ্ট থাকা অপরিহার্য। পাঠকের জানা প্রয়োজন কে কখন কোন কথা বলছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪.৭ বাণী

লেখকদের জন্য একটি বড় অর্জন হচ্ছে, যখন তাদের লেখা কোনো কথা বাণীতে রূপ নেয়। বিভিন্ন বই, মুভি ও নাটকের সংলাপ জনপ্রিয় বাণীতে রূপ নিতে দেখা যায়।

স্টার ওয়ার্স-এর মুভিগুলোতে প্রায়ই চরিত্রগুলোকে একটি কথা বলতে শোনা যায়—'ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না।' যখনই কেউ এই কথাটা বলে, তারা বিপদের সম্মুখীন হয়। *স্টার ওয়ার্স*-এর ভক্তরা বড় হয়ে লেখালেখি শুরু করলে নিজেদের প্রিয় মুভির স্মৃতি রক্ষার্থে বইয়ে কোনো বিপদ বর্ণনার আগে 'ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না' কথাটি নিজেদের বইয়ে ব্যবহার করে।

প্রতিটি জেনারেশনের কাছে কিছু কথা স্মরণীয় হয়ে উঠে। যেমন: নব্বইয়ের দশকে *ফরেস্ট গাম্প*-এর বলা এই কথাটি—'জীবনটা চকলেট বক্সের মতো, কখন কী ভাগ্যে আছে, কেউ জানে না।'

আশির দশকে *টপ গান* আমাদের উপহার দিয়েছিল 'নিড ফর স্পিড'।

১৯৩৯ সালের ফিল্ম *গন উইথ দ্য ওয়াইন্ড*-এর একটি কথা আজও অনেকের কাছে পরিচিত—'ফ্র্যাঙ্কলি ডিয়ার, আই ডন্ট গিভ এ ড্যাম।'

উপন্যাসের উক্তি মুভির তুলনায় কম জনপ্রিয় হয়। কারণ, কোনো মুভি ভালো লাগলে আমরা তা অনেকবার দেখি। একটা মুভি দেখতে মাত্র দুই ঘণ্টা লাগে বলেই। কিন্তু প্রিয় একটা বই আমরা এতবার পড়ি না। মৃত্যুর অনেক বছর পরও শেক্সপিয়রের *রোমিও জুলিয়েট*-এর অনেক লাইন আজও পাঠকের মনে গেঁথে আছে। যেমন:

'নামে কী আসে যায়? যাকে আমরা গোলাপ বলি, তাকে অন্য নামে ডাকলেও সৌরভ সেই আগের মতো থাকবে।'

অনুশীলন

তিন থেকে পাঁচটি এমন লাইন লিখুন যা আকর্ষণীয় ও উক্তিযোগ্য হতে পারে বলে আপনার মনে হয়। তবে, এতেই কাজ শেষ নয়। সেই কথাটি কার দ্বারা কেন বলা হয়েছে, তাও লিখুন।

র‍্যাট বাটলার বললেন, 'ফ্র্যাঙ্কলি ডিয়ার, আই ডন্ট গিভ এ ড্যাম।'

এটুকু লিখেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। তিনি কথাটি কাকে বলেছিলেন? কোন প্রসঙ্গে আপনার উক্তিযোগ্য লাইনটি আপনি লিখেছেন? কেন কথাটি উক্তিবাক্য হওয়া উচিৎ বলে মনে করেন?

উপদেশ: প্রসঙ্গটা খুব জরুরি। আপনার উক্তিযোগ্য লাইন লেখার আগে যদি একটি প্লট তৈরি করে নেন, যা মানুষের মনে দাগ ফেলতে পারে, তাহলে এই অনুশীলনটি আপনার জন্য সহজ হয়ে উঠবে। তাই অনুশীলনের প্রথমেই আপনার চরিত্রের জন্য একটি প্রসঙ্গ তৈরি করুন।

ব্যতিক্রম: উক্তিযোগ্য বাক্য লিখতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে ভালো কথা খুঁজে না পেলে হার মানবেন না। এরপর থেকে উপন্যাস পড়ার সময় এমন লাইন খোঁজার চেষ্টা করুন, যা উক্তিযোগ্য বলে আপনার মনে হয়। এতেও যদি সুবিধা না হয়, তাহলে মুভি থেকে উক্তি খুঁজতে পারেন। ইতোমধ্যে উক্তি হিসেবে বিখ্যাত, এমন লাইন পরিহার করুন।

উপযোগিতা: এই অনুশীলনের উদ্দেশ্য আপনাকে উক্তিযোগ্য বাক্য লিখতে বাধ্য করা নয়। বরং এই অনুশীলনের দ্বারা—

১. কীভাবে চরিত্রকে বলিষ্ঠ আর আবেগিক সংলাপ দেওয়া যায়, তা শিখতে পারবেন।
২. কীভাবে বর্ণনায় বৈচিত্র্য আর সৃজনশীলতা আনা যায়, তা শিখতে পারবেন।

৪.৮ চরিত্রের সাথে চ্যাট করা

ফিকশন লেখার সময় মাঝেমধ্যে আপনার তৈরি চরিত্রটি জেদি হয়ে উঠতে পারে, যে কারও কথা শুনে না। হ্যাঁ, চরিত্রগুলো আপনার তৈরি। আর আপনি ভাবতে পারেন, চাইলেই তাদেরকে দিয়ে যা ইচ্ছে করানো যাবে। এই ধারণা ভুল। শীঘ্রই আপনি জানতে পারবেন, চরিত্রেরও নিজস্ব মস্তিষ্ক আছে।

মনে করুন, আপনি চান, এমিলি *চার্লি*র প্রেমে পড়ুক। অথচ সে কি-না মায়াময় দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে থাকে *জশ*-এর দিকে। *থামো এমিলি, এ ছেলে তোমার জন্য নয়*, আপনি তাকে বলছেন। কিন্তু, এমিলি মানতে নারাজ।

কিংবা আপনি চান, আপনার একটি চরিত্র পৃথিবীকে কোনো এক ক্ষতি থেকে রক্ষা করুক। অথচ সে ভীতু আর ব্যর্থ এক ব্যক্তি। পাঠকেরা কখনোই বিশ্বাস করবে না, এমন ভীতু চরিত্র নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে অন্যকে রক্ষা করবে।

উদ্ভট হলেও সত্যি যে, আমাদের তৈরি চরিত্র আমাদের কথায় নাচা পুতুল নয়। হ্যাঁ, আমরা যা ইচ্ছে করতে পারি। তবে লেখালেখির ব্যাপারে একটি শব্দ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আছে—বাধ্যতা। একটি চতুর্ভুজ স্বভাবের চরিত্রকে বৃত্তের মতো আচরণ করতে বাধ্য করলে আপনার গল্প হয়ে উঠবে অবাস্তব। এমন অবাস্তবতা পাঠকের কাছে দৃষ্টিকটু লাগে, যা আপনার গল্পের মান কমিয়ে দেবে।

চরিত্ররা বিশৃঙ্খলা শুরু করলে আপনার করণীয় কী?

আপনার করণীয় হচ্ছে, তাদের সাথে কথা বলা।

অনুশীলন

এই অনুশীলনে আপনি আপনার তৈরি চরিত্রের সাথে চ্যাট করবেন। একটা খালি কাগজ হাতে নিয়ে চরিত্রকে 'হ্যালো' লিখুন। তারপর আপনার তৈরি চরিত্রের স্বভাব অনুসারে উত্তর দিন। এভাবে কথা চালিয়ে যান। ধরে নিন, আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তার সাথে চ্যাট করছেন।

উপদেশ: গল্প লেখা শুরু করার আগে চরিত্রের ব্যাপারে ধারণা অর্জনের জন্য এই অনুশীলন যথেষ্ট কার্যকরী। আপনি শান্ত মস্তিষ্কে সৃজনশীলভাবে চিন্তা করলে আপনার চরিত্র অবশ্যই আপনার সাথে কথা বলবে।

ব্যতিক্রম: চরিত্রের সাথে কথা বলাতে আপনার অনীহা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে আপনার তৈরি চরিত্রের সাথে অন্য একটি চরিত্রের স্ক্রিপ্টের মতো ডায়লগ ব্যবহার করে কথোপকথন তৈরি করুন। এই অনুশীলনটি আপনার মূল পাণ্ডুলিপির অংশ হবে না। এই প্রকাশনার জন্য নয়, এই অনুশীলনের উদ্দেশ্য হলো, চরিত্রের স্বভাবের খুঁটিনাটি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। আর এ কাজটি করা যায় চরিত্রের সাথে চ্যাটিং বা অন্য চরিত্রের সাথে তার কথোপকথনের মাধ্যমে।

উপযোগিতা: উপন্যাস বা গল্প লেখার সময় যতবার ব্যাঘাত আসবে, লেখা থেমে যাবে; ততবার এই অনুশীলনটি করা যেতে পারে।

৪.৯ কথা বলার ধরন

একজন লেখকের কাছে লেখার উপাদান হিসেবে চরিত্রের কণ্ঠের গ্রহণযোগ্যতা অনেক। আর তাদের কথা বলার ধরনই লেখকের বর্ণনার ধরনকে ফুটিয়ে তোলে। কলেজ লেভেলের সাহিত্যের ক্লাসে ছাত্রদের একটি গল্পের কিছু অংশ দিয়ে লেখকের প্রকৃতি খোঁজার জন্য বলা হয়। ছাত্রদের কখনো বলা হয় না, লেখার আদ্যোপান্ত মুখস্থ করতে হবে। শুধু লেখা থেকে লেখকের বর্ণনাশৈলী বোঝার জন্য বলা হয়।

অধিকাংশ লেখক মনে করেন, বর্ণনাশৈলী কাউকে শেখানো যায় না। এটি অভিজ্ঞতার সাথে আসে। আপনি যত লিখবেন, বর্ণনাশৈলী ততো সমৃদ্ধ হবে।

চরিত্রের জন্যও লেখকের বর্ণনা সুস্পষ্ট হয়। তবে তা হয় ধীরে ধীরে। যদি চরিত্র আপনার বর্ণনাকে সুস্পষ্ট করতে না পারে, তাহলে বুঝতে হবে, চরিত্রের স্বভাবের সাথে তার কথার ধরন মিলেনি। চরিত্রকে তার নিজের কণ্ঠ দিতে হবে।

কোনো এক চরিত্র হয়তো গালি দিয়ে কথা বলে, একটি চরিত্র হয়তো কথা বলে শুদ্ধতা ও ন্যায়ের সাথে। চরিত্রের কথা বলার ধরন নির্ভর করে তার বেড়ে ওঠা, তার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পরিবেশের উপর।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পরিবেশ ছাড়াও প্রতিটি মানুষের স্বতন্ত্র একটি কথা বলার ধরন থাকে। এই একটা জিনিস একান্ত আপনার নিজের। যদি আপনার চরিত্রকে স্বতন্ত্র কণ্ঠ দিতে পারেন, অভিনন্দন! আপনি সংলাপের মাস্টার হতে পেরেছেন।

অনুশীলন

দুই বা ততোধিক চরিত্রের একটি কথোপকথন লিখুন। আপনার উদ্দেশ্য থাকবে, প্রতিটি চরিত্রকে নিজস্ব কথা বলার ভঙ্গি প্রদান করা। সহজ ভাষায়, কোনোরূপ বর্ণনা বা ডায়লগ ট্যাগ ছাড়া শুধু চরিত্রের কথার ধরন দেখে পাঠক যেন বুঝে নিতে পারে, কে কথা বলছে।

উপদেশ: আপনার অনুশীলনকে পরীক্ষা করার জন্য সবধরনের বর্ণনা, ডায়লগ ট্যাগ সরিয়ে শুধু ডায়লগগুলো জোরে জোরে পড়ুন। ডায়লগ পড়ে কি বুঝতে পারছেন, কোন কথাটি কে বলছে? আপনার এক বন্ধুকে পড়তে দিন। সে কি সংলাপগুলোতে চরিত্রের স্বকীয়তা খুঁজে পেয়েছে?

ব্যতিক্রম: ব্যতিক্রম হিসেবে, একটি উপন্যাস বা মুভি থেকে দীর্ঘ কথোপকথনের দৃশ্য সংগ্রহ করে সেটি পরীক্ষা করে দেখুন। চরিত্রের কথার ধরন কি নিজস্ব? যদি না হয়ে থাকে, তাহলে চরিত্রগুলোকে স্বকীয়তা দেওয়ার চেষ্টা করুন।

উপযোগিতা: চরিত্রের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ডায়লগ পুরো লেখাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এটি চরিত্রকে বাস্তবিক করে তোলে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪.১০ মনের কথা, মুখের কথা

অনেক সময় চরিত্র কী ভাবছে, তা গল্পে বর্ণনা করা হয়। প্রথম পুরুষ বর্ণনায় পুরো গল্পটা একজন চরিত্র তার দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করে (এতে বর্ণনাকারী নিজেকে 'আমি' বলে সম্বোধন করে)। তৃতীয় পুরুষ বর্ণনায় এমন কেউ গল্পটি পাঠকের কাছে উপস্থাপন করে, যে গল্পের চরিত্র নয় (এখানে চরিত্রকে *সে*, *তিনি* বা *তারা* সম্বোধন করা হয়)।

তৃতীয় পুরুষ বর্ণনায় লেখকের কাছে প্রতিটি চরিত্র সমানভাবে উপস্থাপন করার স্বাধীনতা থাকে। অনেক সময় বর্ণনা এত গভীরে প্রবেশ করে যে, লেখক একটি চরিত্র কী ভাবছে, সেটিও বর্ণনা করেন। চরিত্রের কল্পনা প্রকাশকে কল্পনামূলক সংলাপ বলে। যেমন:

আমিও একটি বই লিখব। সে ভাবল।

কল্পনামূলক সংলাপকে ভিন্নভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। সাধারণত সকল সংলাপ উদ্ধৃতি চিহ্নে আবদ্ধ করে প্রকাশ করা হয়। কল্পনাগুলোকে *ইটালিক* ফন্টের মাধ্যমে আলাদা করা যেতে পারে। অনেক লেখক এই প্রকাশের ধরন নিয়ে এতটা ভাবেন না। অথচ বর্ণনা হওয়া উচিৎ স্পষ্ট। পাঠক যেন সহজেই বুঝতে পারে, কোন কথাটি বলা হচ্ছে আর কোন কথাটি কল্পনা।

অনুশীলন

তিনটি চরিত্রের কথোপকথনের একটি দৃশ্য লিখুন। লেখাটি হবে তৃতীয় পুরুষে। কথোপকথনের সময় বর্ণনা কোনো এক চরিত্রের গভীরে গিয়ে প্রকাশ করবে, সে কী ভাবছে। সেই চরিত্রটি অবশ্যই মুখ দিয়েও কথা বলবে। তবে একই সাথে কল্পনামূলক সংলাপের মাধ্যমে তার অন্তরের কথাও লিখতে হবে।

উপদেশ: প্রচলিত বিরামচিহ্নের নিয়ম মেনে লিখুন, সংলাপের জন্য উদ্ধৃতি চিহ্ন আর কল্পনার জন্য *ইটালিক*। খেয়াল রাখবেন, কল্পনাগুলো যেন গল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

ব্যতিক্রম: কথোপকথনটি প্রথম পুরুষে লিখুন অথবা তৃতীয় পুরুষে লিখে প্রতিটি চরিত্রের কল্পনা প্রকাশ করুন। এ কাজটিতে সামঞ্জস্য ধরে রাখা কঠিন হবে। কারণ, এতে তিনটি চরিত্র একসাথে কথা বলবে, কল্পনাও করবে।

উপযোগিতা: অনেক লেখকই লেখাতে কল্পনামূলক সংলাপ ব্যবহার করতে চান না। কারণ এটি নির্দিষ্ট একটি চরিত্রকে বাড়তি সুবিধা দেয়।

আবার তৃতীয় পুরুষ বর্ণনায় এ ধরনের সংলাপ বর্ণনায় বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করে। গল্পে কী ঘটছে তা সরাসরি না বলে চরিত্রের কল্পনার দ্বারা পাঠককে একই কথা বলা যায়। তাই উপযুক্ত স্থানে তা ব্যবহার করতে হবে।

অনুশীলন শেষ হলে লেখাটি ভালো করে পড়ে দেখুন, কল্পনামূলক সংলাপের ব্যবহার লেখাকে সমৃদ্ধ করছে, নাকি মান কমিয়ে দিচ্ছে। লেখাটি অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধ্যায় ৫

গঠন

৫.১ গল্পের পৃথিবী তৈরি

পাঠকের মনে গল্পের পরিবেশের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চাইলে লেখকের সেই গল্পের সেটিং সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে। গল্পটি নগর অঞ্চলের, নাকি গ্রাম এলাকার? চরিত্ররা কি এই পৃথিবীতে, নাকি ভিন্ন কোনো গ্রহে? গল্পটি অনেক বছর আগের, নাকি দূর ভবিষ্যতের?

সেটিংটা বাস্তব কোনো শহর হতে পারে (হতে পারে আপনার নিজের শহর) অথবা বানানো শহর বা গ্রাম হতে পারে। গল্পটি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ যেকোনো সময়ের হতে পারে।

তবে ঐতিহাসিক বিষয় লেখার ক্ষেত্রে আমরা গল্পের পৃথিবী বানাই না। বরং, ঘটনার সত্যতার জন্য গবেষণা করি। এমন গল্পের জন্য লেখকের সে জায়গার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর সময় সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

গল্পের পৃথিবী তখন তৈরি করা হয় যখন আমরা নিজ থেকে সেটিং নির্ধারণ করি।

এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড বা *পিটার প্যান*-এর মতো ক্লাসিক ফ্যান্টাসির কথা চিন্তা করুন, গল্পের পৃথিবী তৈরির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন। তবে, সায়েন্স ফিকশন, ফ্যান্টাসির মতো দূরকল্পী রচনায় পৃথিবী তৈরির জন্য বিশদ পরিকল্পনা দরকার।

অনুশীলন

স্কেচের মাধ্যমে ভিন্ন একটি পৃথিবী তৈরি করুন অথবা দূরকল্পী ফিকশনের সেটিংয়ের জন্য এক পৃষ্ঠা লিখুন। প্রথমত, আপনাকে ঠিক করতে হবে যে, গল্পটি অতীত, বর্তমান না ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে। তারপর ঠিক করুন, আমাদের এই পৃথিবীর সাথে আপনার কল্পিত পৃথিবীর ভিন্নতা কী। এটা কি দানব, ইউনিকর্ন বা পরীর মতো মাইথোলজিকাল প্রাণীতে ভরপুর? এলিয়েন আছে কি? আপনার কল্পিত পৃথিবী কি ব্যস্ত নগর নাকি বিরান, নিস্তব্ধ জায়গা।

উপদেশ: কল্পিত পৃথিবীতে এই বিষয়গুলো উল্লেখ করার চেষ্টা করুন—পরিবেশের বৈশিষ্ট্য, আবহাওয়া, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, সামাজিক পদের শ্রেণিকরণ ও সরকার ব্যবস্থা।

ব্যতিক্রম: ইতোমধ্যে লিখিত কোনো ফ্যান্টাসি পৃথিবী সম্পর্কে এক পৃষ্ঠার বর্ণনা লিখুন। ওয়ান্ডারল্যান্ড, নেভারল্যান্ড, ম্যাট্রিক্সের মতো ফ্যান্টাসি স্থানের কথা লেখা যেতে পারে। লেখা যেতে পারে আপনার প্রিয় সায়েন্স ফিকশনের সেটিং নিয়ে। ভিন্নতা আনার জন্য আপনি ঐতিহাসিক সেটিং নিয়ে এই অনুশীলন করতে পারেন। মনে রাখবেন, ঐতিহাসিক লেখায় সত্যতা বজায় রাখা অপরিহার্য।

উপযোগিতা: ফিকশন রচনায় সেটিং একটি মূখ্য উপাদান। এমনকি জীবনী ও পরিবেশ, আবহাওয়া সংক্রান্ত নন-ফিকশনেও এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৫.২ ইওরটোপিয়া

এই অনুশীলনটি আপনাকে আগের কল্পিত পৃথিবী তৈরির অনুশীলনটির ব্যাপারে কতিপয় প্রশ্ন করার মাধ্যমে গল্পের সেটিং তৈরির চূড়ান্তে পৌছায়।

ডিসটোপিয়া একটি অন্ধকার ও ঘৃণ্য স্থান, মানবতা যেখানে নিঃস্ব। প্রায়শই ডিসটোপিয়ান ফিকশন বিভিন্ন রোগ, অত্যাচার, নিপীড়ন, যুদ্ধ ও দাসত্বের মতো ঘৃণ্য বিষয় নিয়ে লেখা হয়।

ইউটোপিয়া হচ্ছে ডিসটোপিয়ার বিপরীত। এটি একটি আদর্শ পৃথিবী। তবে এই পৃথিবীগুলো মানুষ ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। একজনের ডিসটোপিয়া হতে পারে অন্য কারও ইউটোপিয়া।

এই ধরনের পৃথিবী তৈরির জন্য আপনার কল্পনা ও ভাবনাকে চূড়ান্তে পৌছাতে হবে। মূলত আপনি এমন এক পৃথিবী কল্পনা করছেন, যেখানে নিকৃষ্টতা বা উদারতা শেষ সীমায় পৌছেছে। এ ধরনের গল্পে চরিত্রদের ভালো-খারাপের মানদণ্ড দিয়ে আলাদা করা হয়।

অনুশীলন

ডিসটোপিয়ান বা ইউটোপিয়ান পৃথিবী নিয়ে দুই পৃষ্ঠার বর্ণনা লিখুন। আপনার লেখাটি ভবিষ্যতের উপর লেখা হবে। তাই আজকের পৃথিবী কীভাবে এমন ডিসটোপিয়ান বা ইউটোপিয়ান হয়ে উঠেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও লিখুন। সেই সাথে এই নতুন পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থা ও ঐতিহ্যের কথাও বর্ণনা করুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপদেশ: মনে রাখবেন, ডিসটোপিয়ান বা ইউটোপিয়ান পৃথিবীতে খারাপ বা ভালো তার চরম সীমায় থাকে। ডিসটোপিয়ান পৃথিবী কল্পনার জন্য পৃথিবীতে আজ অবধি ঘটে যাওয়া সকল ঘৃণিত ঘটনাগুলোর কথা ভাবুন। সেই সকল নিকৃষ্ট ঘটনার মেলবন্ধন ঘটান একসাথে। ইউটোপিয়ার জন্য একইভাবে সংগ্রহ করুন পৃথিবীর সকল সমৃদ্ধ ও সুখকর মুহূর্ত।

ব্যতিক্রম: পুরো পৃথিবী কল্পনা করা কঠিন মনে হলে ছোট পরিসর নিয়ে কাজ করুন- একটি শহর বা গ্রামের সেটিং বানানো যেতে পারে। ব্যতিক্রম হিসেবে এখন অবধি আপনার পড়া বই ও আপনার দেখা মুভিগুলো থেকে সকল কল্পিত পৃথিবীর একটি তালিকা করুন। তারপর ডিসটোপিয়ান পৃথিবীগুলো পর্যবেক্ষণ করে এর উপাদানগুলো তালিকাবদ্ধ করুন। এরপর একই কাজ করুন ইউটোপিয়ান পৃথিবীর ক্ষেত্রে।

উপযোগিতা: এই ধরনের পৃথিবী তৈরির মাধ্যমে গল্পের সেটিংয়ের পরিবেশ বর্ণনার অভিজ্ঞতা আসবে, যা সাহায্য করবে গল্পের কনফ্লিক্ট গড়ে তুলতে। যদি পৃথিবীটাই চরিত্রগুলোকে একের পর এক বিপদে ফেলতে থাকে, তবে আপনি সহজেই তা থেকে মূল কনফ্লিক্ট বেছে নিতে পারবেন।

৫.৩ সেটিং যখন চরিত্র

একটা জায়গার কি ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে? একটা শহর কি জীবন্ত? জায়গাটার কি অনুভূতি ও কল্পনাশক্তি আছে? কীভাবে গল্পের সেটিং চরিত্রের উপর প্রভাব ফেলে?

অ্যান্থ্রোপোমরফিজম বা নরত্বারোপ মানে হচ্ছে কোনো জড় বস্তুকে মানুষের মতো করে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা।

কোনো স্থানকে মানুষের মতো উপস্থাপন করা রহস্যময়। কারণ, স্থান কখনো কথা বলবে না, নাচবে না, গাইবে না। জায়গাকে মানুষের মতো উপস্থাপন করলে তারা আর দৃশ্যপটের ভূমিকা পালন করে না। তারা হয়ে যায় চরিত্র। এমন স্থানের বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব থাকে।

অ্যান ম্যাককেফরি'র জনপ্রিয় সায়েন্স ফিকশন সিরিজ *দ্য ড্রাগন রাইডারস অব পার্ন*-এ কিছু মানুষ একটি অপরিচিত গ্রহে বসতি স্থাপন করে। গ্রহটি কথা বলেনি ঠিকই (গ্রহের কথা বলা কেউ বিশ্বাসই করবে না), তবে গ্রহটির একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিল।

লেখকেরা প্রায়ই একটি জায়গার এমন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেন, যা সাধারণত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যেমন: একটা শহর স্বার্থপর, একটি বাড়ি বেশ মিতক, একটা রাস্তা বড্ড একা।

অনুশীলন

একটি সেটিং বা স্থান নির্ধারণ করুন। এটি একটা রুম, একটা বাড়ি, একটা শহর বা পুরো একটি গ্রহ হতে পারে। এটা আসল কোনো জায়গা হতে পারে বা লেখকের কল্পিত সেটিং হতে পারে। এবার সেই জায়গার জন্য চরিত্র অঙ্কন করুন।

উপদেশ: আপনার সেটিংকে একটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দেওয়ার জন্য আবার ৩.৪ নং অনুশীলনটি পড়ে আসুন, যেখানে চরিত্র অঙ্কনের অনুশীলন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

ব্যতিক্রম: চরিত্র অঙ্কন না করে সেটিংয়ের বৈশিষ্ট্য নিয়ে লিখতে চাইলে এমন একটি ছোটগল্প লিখুন, যেখানে সেটিংই হচ্ছে মূল চরিত্র।

উপযোগিতা: স্থানকে চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করাটা খুব কম নজরে পড়লেও যদি এটি ধাতস্থতার সাথে লেখা যায়, তা পাঠকের কল্পনাকে নাড়িয়ে দিতে পারবে। ভ্রমণকাহিনি পড়লে যদি আপনার সে স্থানে যাওয়ার আগ্রহ তৈরি হতে পারে; তবে ভেবে দেখুন, সমৃদ্ধ লেখনশৈলীতে একটি স্থানকে চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করলে তা পাঠককে কতটা ঘোরের মধ্যে এনে ফেলবে।

৫.৪ সত্যকে ফিকশন করা

সত্য ঘটনায় অনেক সময় বাড়তি কাহিনি জুড়ে দেওয়া হয় গল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য।

অনেক সময় আমরা ভুলবশত সত্যকে ফিকশন বানিয়ে ফেলি। উদাহরণস্বরূপ *টেলিফোন* গেমের কথা বলা যায়। এই গেমে কয়েকজন সারি বেঁধে দাঁড়ায় বা বসে। প্রথম ব্যক্তি কোনো একটি কথা পাশেরজনকে কানে কানে বলে। কথাটি নোট করে রাখে সে। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি সেই কথা তৃতীয়জনকে বলে। এভাবে একজনের পর আরেকজনের মাধ্যমে সব শেষের জনের কাছে কথাটি যায়। সে কী শুনেছে, তা সবাইকে বলে। তখন দেখা যায়, প্রথম ব্যক্তির হাতে থাকা নোটের সাথে এই কথার মিল নেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাস্তব জীবনেও এই *টেলিফোন* গেমের স্বীকার হোন সেলেব্রিটিরা। তাদের ব্যাপারে কেউ কিছু শুনলেই তা ছড়িয়ে দেয়। এতে করে মূল ঘটনা বিকৃত হতে থাকে।

অনেক সময় আমরা ইচ্ছে করেই সত্য ঘটনায় ফিকশন টেনে আনি। 'সত্য ঘটনা অবলম্বনে' লেখা বই বা মুভি মানেই, বাস্তব ঘটনার ফিকশন। এই ধরনের লেখায় সত্য ঘটনাই বর্ণনা করা হয়। তবে কাহিনিকে আকর্ষণীয় করার জন্য জুড়ে দেওয়া হয় কিছু সৃজনশীল ঘটনা।

অনুশীলন

জীবনের স্মরণীয় একটি দিনের কথা মনে করুন। আপনার ছোট ভাই বা বোনকে প্রথমবার কোলে নেওয়ার কথা, আপনার স্কুল জীবনে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পাওয়া প্রথম পুরস্কারের কথা ইত্যাদি। সেদিন কী কী ঘটেছিল, তার একটি আউটলাইন তৈরি করুন। অতঃপর এর সাথে কিছু আকর্ষণীয় ঘটনা যোগ করুন। উদ্দেশ্য হলো, ঘটনায় নাটকীয়তা আনা। সেটিংয়ে পরিবর্তন আনতে পারেন, পরিবর্তন আনতে পারেন প্লট, চরিত্র বা ঘটনার পরিক্রমায়।

যেমন: আপনি ছোট বলে কেউ বোনকে কোলে নিতে দিচ্ছিল না। আপনি সবাইকে লুকিয়ে কোলে নিতে যেতেই বোনের সে কী কান্না!

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথমে বিপক্ষ দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছিল। তারপর বিচারকের সিদ্ধান্ত আবার পাল্টানো হলো আর আপনার দল পুরস্কার পেয়ে গেল।

উপদেশ: আউটলাইন লেখার সময় প্রতিটি ঘটনার প্রতি খেয়াল রাখুন। আপনি ঘুম থেকে উঠলেন, গোসল করলেন, ব্রেকফাস্ট করলেন, তারপর বিতর্ক প্রতিযোগিতায় গেলেন। তবে, এখানেই শেষ নয়। অনেককিছু বাকি আছে। ঘুম থেকে উঠে প্রথমে অ্যালার্ম বন্ধ করলেন। শুধু গোসলের কথা না বলে প্রথমে কাপড় খুললেন, শাওয়ারের নিচে দাঁড়ালেন, সাবান ব্যবহার করলেন, তারপর গোসল সেড়ে গা মুছে কাপড় পরলেন। হয়তো ব্রেকফাস্ট করার আগে নিজেই খাবার বানাতে হয়েছে আপনাকে। ব্রেকফাস্টের পর প্লেট, কাপ, বাটির কী হলো? ঘটনার প্রতিটি ধাপ লিখতে হবে, প্রত্যেকটি ধাপ। প্রায়শই ছোটখাটো বিষয় থেকে নাটকীয়তা তৈরি করা যায়। যেমন: অ্যালার্ম ঘড়িটা শত চেষ্টার পরও বন্ধ হচ্ছে না। তাড়াহুড়োয় প্লেট নিয়ে রান্নাঘরে যাওয়ার পথে তা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল। এমন ঘটনা গল্পকে বাস্তবিকতার গণ্ডিতে রেখে নাটকীয়তা এনে দেবে। আর গল্পের বর্ণনায়ও আসবে বৈচিত্র্য।

ব্যতিক্রম: নিজের জীবনের ঘটনা নিয়ে না লিখে নিউজ বা আর্টিকেলের কোনো সত্য ঘটনাকে নাটকীয়ভাবে ফিকশন করার চেষ্টা করুন।

উপযোগিতা: অনেক ফিকশন লেখক সত্য ঘটনার অবলম্বনে চরিত্র ও প্লট বানিয়ে সত্যের সাথে মিশে গল্প লিখেন। ফিকশনের সার্থকতা সত্য বলায় নয়, সত্য খুঁজে বের করার মধ্যে নিহিত। বাস্তব জীবন অনুপ্রেরণার উৎস; তাতে ফিকশনের অলঙ্করণ লেখাকে সমৃদ্ধ করে।

৫.৫ বর্ণনা

লেখালেখিতে বর্ণনার ভূমিকা অস্বীকার করতে পারবে না কেউই। একটি সুন্দর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হয়েও গোবেচারা এক পৃষ্ঠার থেকে অনেককিছু বলে দিতে পারে। ফিকশন গল্পে বর্ণনাই সবকিছু। আপনার কল্পিত গল্পকে পাঠকের বাস্তব মনে হবে, যদি গল্পের বর্ণনায় থাকে বৈচিত্র্য।

গল্পের প্রতিটি অংশে বর্ণনাশৈলী আবশ্যক। চরিত্রের ব্যাপারে বলা, সেটিং সম্পর্কে পাঠকদের জানানো বা কোনো অ্যাকশন সিন বর্ণনাসমৃদ্ধ হলে প্রতিটি অংশে পাঠক নাটকীয়তা খুঁজে পাবে।

তাই বর্ণনা হতে হবে উপযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, একটি চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে আপনি এক পৃষ্ঠা লিখলেন। চরিত্রের শারীরিক গঠন, চুলের রঙ, গায়ের রঙ, মুখের গড়ন, চোখের কালার, উচ্চতা, চরিত্রের প্রিয় কাপড়—সবকিছুই বর্ণনা করলেন; বর্ণনা শেষ হওয়ার আগেই পাঠকের ঘুম চলে আসবে। সুতরাং, অতিরিক্ত বর্ণনা না করে আকর্ষণীয় অংশগুলোই বর্ণনা করতে হবে। চরিত্রের শারীরিক গঠনের ইউনিক বিষয়গুলো লিখলেই পাঠক তাতে আনন্দ খুঁজে পাবে। যেমন:

> *রুদ্রাক্ষের লম্বা কালো চুল এসে হেলে পড়ে তার কপালে। সুঠাম দেহের সাথে খোঁচা খোঁচা দাড়ি খাপ খেয়ে যায় যেন। হাসতেই ডান দিকের গজ দাঁতটা নজরে পড়ে।*

অনুশীলন

একটি সেটিং ও চরিত্র নিয়ে গল্প বা গল্পের অংশ লিখুন, যেখানে বর্ণনার মাধ্যমেই সেটিং ও চরিত্রকে পাঠকের কাছে তুলে ধরা হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে সেটিং আর চরিত্র নিয়ে লম্বা একটি বর্ণনা লিখতে যাবেন না। এমনভাবে লিখুন, যেন সংলাপ, থিম, অ্যাকশন থাকে। তার মধ্য থেকে সেটিং আর চরিত্র নিয়ে লেখা থাকবে সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয় বর্ণনায়।

উপদেশ: সুস্পষ্ট ও নাটকীয় বর্ণনা ব্যবহার করুন। সংক্ষেপে লিখুন, তবে এই সংক্ষিপ্ত লেখাই যেন পাঠকের মনে দাগ ফেলতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। লেখা শেষ হয়ে গেলে সেটা আবার পড়ুন। বর্ণনাকে আকর্ষণীয় করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করুন।

ব্যতিক্রম: গল্পের দৃশ্য না লিখে যেকোনো চরিত্র ও সেটিংয়ের তথ্য দেওয়ার জন্য একটি বর্ণনা লিখুন।

উপযোগিতা: ঠিক কোন কথাগুলো বর্ণনায় ব্যবহার করা যাবে, তা নির্ণয় করা সহজ কাজ নয়। একেক ধরনের পাঠক একেক পরিমাণ বর্ণনা পড়তে চান। লেখকের বর্ণনার পরিমাণ সংক্রান্ত চাহিদাও ভিন্ন। বর্ণনা ও উপস্থাপন নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জিত হলেই আপনি বুঝতে পারবেন কোন বর্ণনা কাজে দেবে, কোনটি দেবে না।

৫.৬ ফ্যান ফিকশন

পৃথিবীর প্রতিটি সৃজনশীল কাজের জন্য ভক্ত তৈরি হয়। কেউ কেউ রকস্টারের ভক্ত, অনেকে আবার খেলোয়াড়দের। বিভিন্ন পণ্যেরও ভক্ত রয়েছে (একজন অ্যাপল ব্যবহারকারীর নিজের ফোনের প্রতি ভালোবাসা দেখেছেন?)।

সৃজনশীল কাজের অন্যতম একটি লক্ষ্য থাকে ভক্তের ভালোবাসা অর্জন করা। আপনি হয়তো ইতোমধ্যেই অনুমান করে ফেলেছেন, আমরা এ অনুশীলনে গল্পের ভক্ত হয়ে কাজ করব।

যখন ভক্তরা কোনো বিখ্যাত গল্পের কল্পিত পৃথিবী নিয়ে ফিকশন লিখে, তাকে বলে ফ্যান ফিকশন। সায়েন্স ফিকশন ও ফ্যান্টাসির জন্য ফ্যান ফিকশন বেশি পরিলক্ষিত হয়। তবে অন্য জনরাতেও ফ্যান ফিকশন লেখা হয়। আর মুভি বা টিভি-শো নিয়েই বেশি ফ্যান ফিকশন লিখতে দেখা যায়। উপন্যাসের ভক্তরাও পিছিয়ে থাকেন না এতে।

বেশিরভাগ সময়ই শখের বশে ফ্যান ফিকশন লেখা হয়, যার অধিকাংশই বাণিজ্যিকভাবে প্রকাশ করা হয় না। আর ফ্যান ফিকশন লেখার আগে কপিরাইট আইনও মাথায় রাখতে হয়।

ব্যক্তিগতভাবে আপনি ইচ্ছেমতো ফ্যান ফিকশন লিখতে পারেন। আপনার প্রিয় গল্পের উপসংহারটা পছন্দ না হলে নিজের মতো করে গল্পটা খাতায় লিখতে পারেন। নিজের খাতায় আপনি কী লিখছেন, তা কখনোই কপিরাইট আইনকে ব্যাহত করে না। কিন্তু ফ্যান ফিকশনটি প্রকাশ করতে চাইলেই চলে আসে কপিরাইট আইনের কথা।

একজন লেখক যখন কিছু লেখেন, সেই গল্পের প্লট ও চরিত্র লেখকের সম্পদ হয়ে উঠে। মুভি ও টিভি শো-এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

অনেক লেখক পুরোপুরি ফ্যান ফিকশনের প্রতি বিমুখ থাকেন। তারা নিজেদের প্লট নিয়ে লেখা ফ্যান ফিকশন প্রকাশিত হতে দেখলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

অনেকে আবার এ ব্যাপারে উদার। যেহেতু অধিকাংশ সময়ই ভক্তরা ফ্যান ফিকশনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেন না, তাই কিছু লেখক বিষয়টিকে সাধারণভাবে দেখেন। তবে তারাও প্রায় সময় নির্দিষ্ট কিছু ফ্যান ফিকশনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কেউ যদি তাদের গল্পের নায়ককে একজন সিরিয়াল কিলার বানিয়ে ফিকশন লিখে প্রকাশ করে দেয়, তা অবশ্যই একজন লেখক মেনে নেবেন না। এক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থা না নিয়ে পাঠককে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়।

সৌভাগ্যক্রমে, বেশিরভাগ লেখকই ফ্যান ফিকশনকে সাদরে গ্রহণ করেন। তারা মনে করেন, ভক্তরা তাদের লেখায় নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে বলেই ফ্যান ফিকশন লিখে লেখককে ট্রিবিউট দিতে চায়।

ফ্যান ফিকশন লেখাতে আনন্দ খুঁজে পেলে আপনি অনলাইনে বিভিন্ন ফ্যান ফিকশন কমিউনিটির সাথে যোগ দিতে পারেন।

অনুশীলন

আপনার প্রিয় একটি গল্পের কথা ভাবুন। এটি উপন্যাস, মুভি বা টিভি শো হতে পারে। গল্পের কল্পিত পৃথিবীতে ঘটেছে, এমন একটি দৃশ্য তৈরি করুন। এই অনুশীলনে মূল গল্পে কোনো পরিবর্তন করবেন না।

উপদেশ: ফ্যান ফিকশন নিয়মের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। বেশিরভাগ সময়ই ভক্তরা গল্পের সমাপ্তির পর কী হতে পারে, তা নিয়ে লিখে থাকেন। কেউই মূল গল্পকে পরিবর্তন করে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই অনুশীলনের জন্য আপনার নির্ধারণ করা গল্প শেষ হওয়ার পর কী হতে পারে, তা নিয়ে লিখুন। অথবা নতুন চরিত্র নিয়ে নির্ধারিত গল্পের সেটিংয়ে নতুন একটি গল্প লিখুন।

ব্যতিক্রম: শুধু গল্পের একটি অংশ না লিখে বড় একটি গল্প আউটলাইন করুন। আপনার প্রিয় সিরিজের পরবর্তী বইয়ে কী ঘটতে পারে, তা লিখতে পারেন।

উপযোগিতা: নবীন লেখকদের ফিকশন লিখতে অভিজ্ঞ করার জন্য ফ্যান ফিকশন উপকারী। কারণ, এক্ষেত্রে গল্পের প্রতিটি উপাদান আপনার জন্য প্রস্তুত থাকে—সেটিং, চরিত্র ও একটি প্লট। ফ্যান ফিকশনের মাধ্যমে আপনি নতুন চরিত্র তৈরি না করেই সংলাপ ও বর্ণনার অনুশীলন করতে পারেন।

মনে রাখবেন, ফ্যান ফিকশন প্রকাশিত হয় না। তবে অনেক সময় কোনো লেখক তার ভক্তদের মধ্যে যারা লেখালেখি করতে চায়, তাদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে গল্প বানিয়ে প্রকাশের ইচ্ছে পোষণ করেন। আপনি যদি খুব বেশি সৌভাগ্যবান হয়ে থাকেন, হয়তো আপনার প্রিয় বুক সিরিজের হয়ে কাজ করার সুযোগও পেয়ে যেতে পারেন।

ফ্যান ফিকশন কমিউনিটি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে। বিভিন্ন লেখকের সাথে আপনার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। তাছাড়া আপনি খোঁজ পাবেন এমন অনেক মানুষের, যারা আপনার মতো একই বিষয়ের ভক্ত।

৫.৭ প্রতীক

এলিস অ্যান্ড ওয়ান্ডারল্যান্ড-এ একটি সাদা খরগোশের পিছু নিয়ে এলিস খরগোশের গর্তে প্রবেশ করেছিল, যা তাকে নিয়ে গিয়েছিল ওয়ান্ডারল্যান্ডে। খরগোশটা মূল চরিত্রের আদর্শকে প্রথমবার চ্যালেঞ্জ করেছিল। এটি ছিল চরিত্রের দুঃসাহসিকতার সম্মুখীন হওয়ার আগমনী বার্তা, যা চরিত্রের জীবনে পরিবর্তন ডেকে আনে।

খরগোশটা এত বিখ্যাত হয়েছিল যে, এটি প্রতীকে রূপ নিয়েছিল। খরগোশটি ছিল সাদা, এটি বিশুদ্ধতার প্রতীক হতে পারে। যেহেতু এটি খরগোশ, তাই উর্বরতার প্রতীক হতে পারে। যেহেতু এটি এলিসকে ওয়ান্ডারল্যান্ডের সাথে পরিচয় করিয়েছিল, এটি হতে পারে পরিবর্তনের প্রতীক। আবার কখনো এটিকে আগমনী বার্তা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এই খরগোশটি *দ্য ম্যাট্রিক্স*-এ উপস্থিত ছিল। সেই সাথে ছিল *স্টার ট্রেক*-এর একটি এপিসোডে ও *লস্ট*-এর বেশ কটি এপিসোডে। *জুরাসিক পার্ক*-এ একটি

চরিত্র 'whiterabbit.obj' নামের একটি ফাইল খুঁজে পেয়েছিল। স্টিফেন কিং-এর *দ্য লং ওয়াক*-এ একটি চরিত্র নিজেকে সাদা খরগোশ টাইপের বলে দাবি করেছিল।

যখন একটি বস্তু অন্যকিছুর প্রতিনিধিত্ব করে, তখন তা প্রতীকে রূপ নেয়। যেমন: বই হতে পারে জ্ঞানের প্রতীক। খাঁচায় বন্দী পাখি নিপীড়ন বা কারাবাসের প্রতীক হতে পারে। এভাবে গল্পে প্রতীক ব্যবহার করলে যতবারই গল্পে প্রতীকটির কথা আসবে (যখন বই বা খাঁচায় বন্দী পাখির কথা বর্ণিত হবে), তা একটি মর্মার্থ বহন করবে। যেমন: একটি অশিক্ষিত চরিত্র যখনই শিক্ষার অভাবে বিপাকে পড়বে, সে দৃশ্যে বইয়ের কথা উল্লেখ করা থাকতে পারে।

অনুশীলন

পাঁচ থেকে দশটি প্রতীকের তালিকা তৈরি করুন। পূর্বে বিভিন্ন বইয়ে ব্যবহৃত প্রতীক ব্যবহার না করে নিজ থেকে প্রতীক তৈরি করুন। আপনি যদি কোনো গল্প বা উপন্যাস লিখতে থাকেন, কোন প্রতীকগুলো আপনার লেখায় ব্যবহার করবেন, তার তালিকা করুন। সচরাচর প্রতীকগুলো ভালোবাসা, প্রতিশোধ, বিসর্জন, মুক্তির মতো বৃহৎ থিমের সাথে যুক্ত থাকে।

উপদেশ: প্রথমে একটি থিম নির্ধারণ করে তারপর সেই থিমের জন্য প্রতীক খুঁজলে কাজটি আপনার জন্য সহজ হবে। অথবা যদি আপনার কল্পনায় কোনো আকর্ষণীয় ভাবমূর্তি (যেমন: লাল ওড়না) থাকে, তাহলে সেটিকে যুক্ত করা যায়, এমন থিম খুঁজতে পারেন।

ব্যতিক্রম: একটি প্রতীক বেছে নিয়ে সেটিকে ঠিক কত উপায়ে একটি গল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে, তার একটি তালিকা তৈরি করুন। যেমন: শুভ্র খরগোশকে আপনি একটি গল্পে কত উপায়ে ব্যবহার করতে পারবেন? গল্পের মধ্যে এটি কোনো পেট-শপে থাকতে পারে। এটি কারও পোষা প্রাণী হতে পারে। এটি থাকতে পারে কোনো বিজ্ঞানাগারে। আবার এটি কোনো ম্যাজিক শো-তে থাকতে পারে।

খেয়াল রাখবেন, যেন আপনি প্লট বা চরিত্রের থেকে প্রতীককে বেশি গুরুত্ব না দেন। একটি গল্পকে গভীরতা দেওয়ার জন্য প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এটি গল্পের একটি অংশ, গল্পের মূল আকর্ষণ নয়।

উপযোগিতা: প্রতীকের ব্যবহার একটি লেখার মান বাড়ায়, গল্পের থিমকে দেয় গভীরতা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৫.৮ অবিশ্বাস্য!

ফিকশন লেখকেরা প্রায় সময় চান, পাঠক অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস করুক। ফ্যান্টাসি ছাড়াও অন্য জনরায় লেখকেরা প্রায়ই এমনকিছু লিখে ফেলেন, যা কেউই বিশ্বাস করত না, যদি না তা ধাতস্থতার সাথে লেখা হতো। রম্য রচনায় হাসির দৃশ্য তৈরির জন্য প্রায়ই চরিত্রদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দেখানো হয়। যেমন:

> *দুজন ব্যক্তি (নারী ও পুরুষ)—যারা ভিন্ন ব্যক্তির সাথে বিবাহিত—একটি রেস্টুরেন্টে দেখা করছে। তৃতীয় কোনো ব্যক্তি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের দেখতে পেয়েই ধরে নেয়, তাদের মধ্যে প্রেম চলছে। তৃতীয় ব্যক্তিটি দ্বিধায় পড়ে যায়। সে কি গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, এখানে কী হচ্ছে? রেস্টুরেন্টে থাকা যে ব্যক্তিটি তার পরিচিত, তার স্ত্রীকে কল দিয়ে জানাবে? নাকি এসবে পাত্তা না দিয়ে চলে যাবে? গল্পকে হাস্যরস দেওয়ার পর অবশেষে দেখা গেল, স্ত্রীকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য ছেলেটি তার বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথে প্ল্যান করছিল।*

বাস্তব জীবনে এমন ঘটনা খুব কম ঘটে। আর ঘটলেও তা অতি সহজে সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু গল্পে হাস্যরস দেওয়ার জন্য এমন ছোট ভুল বোঝাবুঝি থেকে বড় রকমের হাঙ্গামা তৈরি করে ফেলেন লেখকেরা।

ফ্যান্টাসি, থ্রিলার, হরর বা সায়েন্স ফিকশনে প্রায়ই লেখকেরা কিছু উদ্ভট ও অস্বাভাবিক চরিত্র সৃষ্টি করেন। যেমন: জোম্বি, পেতনি, এলিয়েন, পরী, ভ্যাম্পায়ার, ইউনিকর্ন ইত্যাদি।

এমন অনেক ফিকশন দেখা যায়, যাতে অবিশ্বাস্য কিছু থাকে না। পাঠকেরা সহজেই এ ধরনের ফিকশনকে সত্য ধরে নিতে পারে। এই অনুশীলনে আমরা এ ধরনের ফিকশন থেকে দূরে থাকব।

অনুশীলন

অদ্ভুত একটি ঘটনা তৈরি করুন, যা প্রথমবার শুনলে যে কারও কপালে ভাঁজ পড়বে। ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে প্রায়ই একটি চরিত্র নিতান্ত বোকা হয়, যার দ্বারা যাবতীয় হাস্যরস তৈরি হয়।

ঘটনাটি এমন হতে হবে, যা প্রায় অসম্ভব। এটি ভুল বোঝাবুঝির মতো সাধারণ কিছু হতে পারে। আপনি চাইলে চরম অবিশ্বাস্য কিছু লিখতে পারেন। যেমন: এলিয়েনরা নিউ ইয়র্ক শহরে বসত গড়েছে।

ঘটনা তৈরি হলে, তা লিখে ফেলুন। আপনার উদ্দেশ্য থাকবে অবিশ্বাস্যকে এমনভাবে উপস্থাপন করা, যাতে পাঠক তা বিশ্বাস করে।

উপদেশ: অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাসযোগ্য করার একটি উপায় হলো বর্ণনা ও উপস্থাপন। এলিয়েনরা নিউ ইয়র্কে বাস করছে, তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু, আপনি যদি ধাতস্থ শব্দে বর্ণনা করেন এলিয়েন দেখতে কেমন, কীভাবে বাস করে, কোথা থেকে এসেছে, তাহলে পাঠক আপনার কথা মেনে নিতে পারে।

ব্যতিক্রম: অবিশ্বাস্য কোনো কাহিনি বানাতে না পারলে বিখ্যাত বইগুলো পড়ে অবিশ্বাস্য কোনো ঘটনা খুঁজে বের করুন। তারপর বইয়ের সে অংশটি পর্যবেক্ষণ করে খুঁজে বের করুন, বইয়ের লেখক ঠিক কীভাবে অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে বর্ণনা করেছেন। উক্ত লেখকের ব্যবহৃত বর্ণনার যাবতীয় কৌশল তালিকাবদ্ধ করুন।

উপযোগিতা: অদ্ভুত কিছুর প্রতি পাঠকের বিশ্বাস তৈরি করা সহজ কাজ নয়। যে লেখকেরা তা করতে পারেন, তারা বর্ণনার মাধ্যমে পাঠকের মনে বিভ্রম তৈরি করতে পারেন। এতে পাঠক সে বইয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে।

৫.৯ পটার ওয়ার্স

অনেক লেখকই মৌলিক উপাদান নিয়ে লিখতে গেলে হিমশিম খান। অবশ্যই আমরা সবাই স্বতন্ত্র হতে চাই। তবে আদতেও কি তা সম্ভব?

কেউ কেউ বলেন, নতুন গল্প বলতে কিছু নেই। আমরা নতুন যে গল্পগুলো পড়ি, তা আসলে ইতোমধ্যে পড়ে ফেলা কোনো একটু গল্পের পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত রূপ। যখনই আমরা একটি লেখাকে মৌলিক বলে দাবি করি, তখনই একটি গভীরভাবে পরখ করলে দেখা যায়, এই মৌলিক গল্পের কোনো একটি অংশ পুরনো কোনো গল্পের সাথে কোনো না কোনো অংশে মিলে যাচ্ছে।

অনেক লেখা পড়ে আমাদের মনে হয়, অন্য একটি গল্পের সাথে লেখাটির মিল আছে। আপনার বানানো প্লটটি অন্য কোনো গল্পের সাথে যদি মিলেই যায়, তাতে হার মানতে হবে কেন?

বিষয়টা এভাবে দেখুন, সবকিছুই ইতোমধ্যে বিদ্যমান আছে। আইডিয়া, প্লট ও চরিত্র—সবগুলোই অন্য কারও গল্পে আছে। মৌলিকত্ব মানে শুধু নতুন কিছু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবিষ্কার করা বোঝায় না। বরং পুরনো বিষয়কে নিজের কল্পনাশক্তির মাধ্যমে নতুনভাবে উপস্থাপন করাই হচ্ছে মৌলিকত্ব।

বিষয়টাকে পরীক্ষা করা যাক। এই বিখ্যাত গল্পের নাম অনুমান করতে পারেন কি-না, দেখুন—

> একটি অনাথ কিশোর বেড়ে উঠেছে তার আঙ্কেল-আন্টির কাছে। একদিন এক অপরিচিতের কাছ থেকে রহস্যময় এক খবর পেল সে, যা তাকে পতিত করে দুঃসাহসিক অভিযানে। এর পূর্বে কেউ তাকে সুপার হিউম্যান স্কিল শেখার প্রশিক্ষণ দেবে। তার অভিযানে সে বিশ্বস্ত সহকারীর সাহায্য পাবে। এক্ষেত্রে কিশোরের সহকারী মেয়ে হলে তাদের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হবে। গল্পের হিরো আরও কিছু প্রাণীর থেকে সাহায্য পাবে, যারা মানুষ নয়। তাকে সম্মুখীন হতে হবে এক অমানবিক ভিলেনের, যে কি-না হিরো ও তার পরিচিত সবাইকে ভয় দেখাতে শুরু করে।

কাহিনিটা পড়ে যদি আপনি ভেবে থাকেন, এটি *হ্যারি পটার*, আপনি ঠিক ভেবেছেন। আবার আপনি যদি ভাবেন, এটি *স্টার ওয়ার্স*, তাহলেও আপনি ঠিক।

এতে করেই বোঝা যায়, একদম ভিন্ন দুটি গল্পের মধ্যেও কত মিল থাকতে পারে। যেমন: প্লটের গঠন, চরিত্রের মধ্যকার সম্পর্ক। এতে প্রমাণিত হয় যে, একটি নির্দিষ্ট আইডিয়া একেক লেখক একেকভাবে প্রকাশ করে থাকেন।

সুতরাং মৌলিকত্ব মানে যদি আসলেই পুরনো বিষয়কে নিজের কল্পনাশক্তির মাধ্যমে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে, তাহলে আপনার যে লেখাটি আগে লেখা হয়ে গেছে বলে মনে করতেন, তা বাদ দেবেন কেন? সেই লেখাটিকে নতুন কোনো টুইস্টের মাধ্যমে নতুনভাবে উপস্থাপন করুন।

অনুশীলন

উপরে বর্ণিত সারাংশটি ব্যবহার করে নিজ থেকে নতুন একটি ছোটগল্প লিখুন।

উপদেশ: *হ্যারি পটার* ও *স্টার ওয়ার্স*-এর মধ্যে অন্যতম একটি পার্থক্য হলো সেটিং। আবার একটি হচ্ছে সায়েন্স ফিকশন, অন্যটি হলো ফ্যান্টাসি। আপনার নতুন গল্পটির জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন সেটিং ও জনরা নির্ধারণ করুন। তারপরই লেখা শুরু করে দিন।

ব্যতিক্রম: ছোটগল্প না লিখে উপন্যাসের আউটলাইন তৈরি করুন।

উপযোগিতা: এই অনুশীলনটি আমাদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়—

- দুজন লেখকের আইডিয়া মিলে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।
- একই আইডিয়া একেক লেখক একেকভাবে বর্ণনা করে থাকেন।
- চরিত্র ও প্লটের মৌলিকত্ব নিয়ে চিন্তা না করে গল্পের পরিচিত উপাদানগুলোকেই নতুনভাবে প্রকাশের চেষ্টা করুন।

৫.১০ প্রিভিউ

আপনার ফিকশনকে প্রকাশকের কাছে উপস্থাপন করার সময় অবশ্যই আপনাকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে হবে। আপনার বর্ণনা যেন প্রকাশককে আশাবাদী করে তোলে।

আবার ফিকশনটিকে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করতে চাইলে লেখাকে মুগ্ধকর বানাতে হবে। সবাইকে প্রলুব্ধ করতে হবে উপস্থাপনের দ্বারা।

আপনার ফিকশনের কথা বর্ণনা করতে গেলে অবশ্যই লেখাটির জনরা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। আবার লেখাটিকে যথাযথ ক্যাটাগরির আওতাভুক্ত করতে হবে।

অনেক লেখক জনরার ব্যাপারটিকে অপছন্দ করেন। এর পেছনে ভালো কারণ আছে অবশ্যই। কারণ, জনরাগুলো সীমাবদ্ধ।

আপনি যদি ছন্দাকারে এলিয়েনদের নিয়ে একটা গল্প লিখেন, যেখানে এলিয়েনগুলো মানুষের মতো আচরণ করে। এবার এই লেখাটি গল্পগ্রন্থ, সায়েন্স ফিকশন না কবিতা? একটি লাইব্রেরির কোন ক্যাটাগরির শেলফে আপনার বইটা থাকবে?

অন্যদিকে জনরার ব্যবহার ফিকশনের বিজ্ঞাপনকে সহজ করে তোলে। এতে করে পাঠকেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তারা ঠিক কোন ধরনের বই পড়তে ভালোবাসে। আপনি যদি ফ্যান্টাসি ভালোবাসেন, তাহলে কোন বইগুলো ফ্যান্টাসি, তা সহজেই খুঁজে বের করতে পারবেন। জনরা ছাড়া পছন্দমতো ভালো বই খুঁজে বের করা রীতিমতো কষ্টসাধ্য কাজ।

অনুশীলন

আপনার ইতোমধ্যে লেখা কোনো গল্প হাতে নিন। এই বইয়ের কোনো অনুশীলনের জন্য লিখেছেন, এমন কোনো লেখাও ব্যবহার করা যেতে পারে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এবার এই লেখাটির জনরা ও গল্পের সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা লিখুন। তারপর লেখাটি জোরে জোরে পড়ুন। আপনার প্রস্তাবনাটি পড়তে যেন ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি সময় না লাগে। গল্পের জনরা ও সারাংশ উল্লেখ করুন। স্পয়লার দেবেন না। প্রিভিউটি আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করুন। অন্য কথায়, প্রিভিউটির কাজ হলো সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মাধ্যমেই পাঠককে আপনার বই পড়তে আগ্রহী করে তোলা।

উপদেশ: স্পষ্টভাবে লেখার চেষ্টা করুন। আপনার লেখার সাথে কোন জনরাগুলো মিলে, তার একটি তালিকা করুন। তারপর সেখান থেকে সবচেয়ে উপযুক্ত জনরা নির্ধারণ করুন। জনরা সংক্রান্ত বিষয়ে জানার জন্য রিসার্চ করতে পারেন।

ব্যতিক্রম: প্রিভিউ লেখার মতো আপনার কোনো গল্প না থাকলে আপনার প্রিয় বইয়ের প্রিভিউ লিখতে পারেন।

উপযোগিতা: আপনার যদি নিজের লেখা প্রকাশের পরিকল্পনা থাকে, তবে অবশ্যই বইয়ের প্রিভিউ লেখার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। একটি নতুন বই সম্পর্কে পাঠককে আগ্রহী করে তোলার জন্য প্রিভিউয়ের বিকল্প নেই।

অধ্যায় ৬

গল্পকথন

৬.১ তিন-অঙ্ক গঠন

প্রতিটি ভালো গল্পের সূচনা, বর্ণনা ও উপসংহার থাকে। গল্পের শুরুতে আমরা চরিত্র ও তাদের যাবতীয় সমস্যার (কনফ্লিক্ট) সাথে পরিচিত হই। গল্পের মাঝ পর্যায়ে চরিত্ররা সেই সমস্যা সমাধানে লিপ্ত হয়। গল্পের শেষ অংশে সমাধান হয় কনফ্লিক্টের। সাধারণভাবে একটি গল্পের গঠন হতে পারে এভাবেই।

যদিও গল্প উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আরও অনেক সৃজনশীল উপায় আছে। তবে এই তিন-অঙ্ক গঠন সবচেয়ে ব্যবহৃত ও সাধারণ গঠন।

উপন্যাস, নাটক ও মুভিসহ যাবতীয় গল্প উপস্থাপনার কাজে এই গঠন ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে লেখক তার গল্পকে তিনটি ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারেন, যাতে করে গল্পের সকল উপাদান ঠিকমতো বর্ণনা করা সহজ হয়ে উঠে।

তিন-অঙ্ক গঠনের ক্লাসিক উদাহরণ হচ্ছে একটি ছেলের সাথে একটি মেয়ের দেখা হওয়া—

অঙ্ক ১: তাদের দেখা ও ভালোবাসার সূচনা।

অঙ্ক ২: একে অপরকে হারিয়ে ফেলা, আবার ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টা।

অঙ্ক ৩: একে অপরকে ফিরে পাওয়া।

অধিকাংশ রোমান্টিক গল্পে এই গঠন মেনে লেখা হয়। শুধু কাহিনিতে আসে ভিন্নতা।

অনুশীলন

একটি ছেলের সাথে মেয়ের দেখা হওয়াকে সূচনা হিসেবে ব্যবহার করে তিন-অঙ্ক গঠন মেনে পাঁচ থেকে দশটি গল্প তৈরি করুন। রোমান্টিক লিখতেই হবে, তা কিন্তু নয়। শুধু খেয়াল রাখবেন, যেন গল্পের সূচনা, কনফ্লিক্ট ও উপসংহার থাকে।

উপদেশ: খুব বেশি বিস্তৃত বর্ণনা করতে যাবেন না। এই অনুশীলনে গল্প লেখার জন্য চরিত্র অঙ্কন, আউটলাইন তৈরি করতে হবে না। যথাসম্ভব সাধারণ রাখার চেষ্টা করুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যতিক্রম: পাঁচ থেকে দশটি বই বা মুভি নিয়ে সেগুলোকে তিন-অঙ্কে বিভক্ত করুন।

উপযোগিতা: লেখালেখির সকল শাখাতেই তিন-অঙ্ক গঠন ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি লেখকের এই গঠন সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক।

৬.২ দ্য হিরো'স জার্নি

বইয়ের আকারের গল্প বিভক্ত করার জন্য *দ্য হিরো'স জার্নি* একটি উপযুক্ত গঠন। এটি গল্প উপস্থাপনের এমন একটি ফর্মুলা, যা গঠন করা হয়নি, আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রশংসিত মাইথোলজিস্ট জোসেফ ক্যাম্পবেল আবিষ্কার করেন, আদিমকাল থেকে পৌরাণিক গল্প, সুপারহিরোসহ সব গল্পেরই একটি নির্দিষ্ট প্লট পয়েন্ট ও চরিত্রের একটি মূল উদ্দেশ্য থাকে। দ্য হিরো'স জার্নিও এর অন্তর্ভুক্ত। এই নিয়মকে 'দ্য মনোমিথ'ও বলা হয়।

এই নিয়মের মূল গঠনে ১৭টি স্তর রয়েছে। তবে সময়ের সাথে জোসেফ ক্যাম্পবেলের আবিষ্কৃত এই নিয়মে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে।

এই অনুশীলনে আমরা ক্রিস্টোফার ভগলার কর্তৃক পরিবর্তিত বহুল ব্যবহৃত ১২ স্তরের হিরো'স জার্নি নিয়ে কাজ করব।

ভগলারের পরিবর্তিত হিরো'স জার্নি মূলত এরকম:

১. **ঘর বা গল্প শুরুর স্থান:** চরিত্রকে তার ঘরে প্রথমবার দেখতে পাই আমরা। এখান থেকেই গল্পের শুরু।
২. **এডভেঞ্চারের ডাক:** গল্পের হিরোর জীবনে নাটকীয় পরিবর্তন আসে। হয়তো তার জীবনে ভিলেনের আগমন ঘটে। অনেকক্ষেত্রে হিরো নিজ থেকেই কোনো লক্ষ্য অর্জনের প্রতি দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে উঠে।
৩. **প্রত্যাখ্যান:** হিরো এডভেঞ্চারের ডাকটাকে প্রত্যাখ্যান করতে চায় বা আগত চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে না।
৪. **পরামর্শদাতা:** হিরো কোনো এক অভিজ্ঞ গুরুর সান্নিধ্যে আসে, যার কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা তাকে প্রস্তুত করে এডভেঞ্চারের জন্য।
৫. **এডভেঞ্চারের ডাকে সাড়া:** অবশেষে হিরো সাড়া দেয় এডভেঞ্চারের ডাকে। ঘর ছেড়ে এগিয়ে যায় ভিন্ন এক লড়াইয়ের দিকে।
৬. **সহযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী ও পরীক্ষা:** হিরো তার এই লড়াইয়ে কিছু সহযোগী পায়। শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়, তারপরও হিরো তার লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। হিরোর জীবনে আসে নানা পরীক্ষা।

৭. **যমপুরীতে প্রবেশ:** হিরো ও তার সহযোগীরা সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।
৮. **অগ্নিপরীক্ষা:** হিরো অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়। অনেকক্ষেত্রে হিরোর মৃত্যু হয় (এই মৃত্যু প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে)। হিরোর পুনর্জন্ম হবে নতুন কোনো লক্ষ্যকে অর্জনের জন্য।
৯. **পুরস্কার:** অগ্নিপরীক্ষায় জয়ী হয় হিরো, সাথে আসে অর্জন।
১০. **ফিরে আসার প্রস্তুতি:** হিরো তার সাধারণ জীবনে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিতে থাকে। চ্যালেঞ্জের সবশেষ স্তরটির সম্মুখীন হয় সে। এ যেন শেষ লড়াই, তারপর নেই অশান্তি, আছে অর্জন। গল্প এসে দাঁড়িয়েছে লোমহর্ষক মুহূর্তে।
১১. **ক্লাইম্যাক্স:** শেষ লড়াইটা সহজ হয় না হিরোর জন্য। তাকে সম্মুখীন হতে হয় নিদারুণ কষ্টের। হয়তো হিরোকে ত্যাগ করতে হয় আপন কিছু. হয়তো শেষ লড়াইয়ে হেরে যায় সে। অনেক লেখক গল্পে বিষাদময়তা আনার জন্য শেষ লড়াইয়ে হিরোর মৃত্যুর কথা বর্ণনা করেন।
১২. **সমাধান ও ফিরে আসা:** সমস্যার সমাধান হয়। ঘরে ফিরে আসে হিরো (এই ফিরে আসা হতে পারে প্রতীকী)। হিরো তার সাথে নিয়ে আসে কিছু অর্জন, যা পৃথিবীতে পরিবর্তন নিয়ে আসে।

অনুশীলন

হিরো'স জার্নি লিখে ফেলুন আপনি। পুরো পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হবে না। উপরের বর্ণিত নিয়মে বারোটি স্তরের আউটলাইন করুন। এটি উপন্যাস, ছোটগল্প বা নাটক- যেকোনো কিছু হতে পারে।

উপদেশ: আপনি যদি হিরো'স জার্নিতে সম্পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে চান, উইকিপিডিয়াতে পড়ুন জোসেফ ক্যাম্পবেলের লেখা ১৭ স্তরের মূল নিয়মটি।

ব্যতিক্রম: নিজ থেকে হিরো'স জার্নির আউটলাইন না করে যেকোনো বই বা মুভির গল্প থেকে হিরো'স জার্নির ১২টি স্তর সনাক্ত করে তা লিখুন। এর জন্য *স্টার ওয়ার্স, হ্যারি পটার, দ্য উইজার্ড অভ ওয, দ্য ম্যাট্রিক্স, টাইটানিক, রবিনহুড* ইত্যাদি মুভি বা বই ব্যবহার করতে পারেন।

উপযোগিতা: যদিও বেশিরভাগ লেখক ফর্মুলা মেনে লেখাকে অতিরিক্ত বাণিজ্যিক মনে করেন, তবে প্লট সাজানোর গঠন ও নিয়ম লেখকদের জন্য উপকারী। উপন্যাস

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বা দীর্ঘ আকারের গল্প লেখা একটি কষ্টসাধ্য কাজ। এক্ষেত্রে একটি ছোট সাহায্য লেখাকে সমৃদ্ধ করতে অনেক সাহায্য করবে। ফর্মুলা মেনে লিখলে গল্পের গুরুত্বপূর্ণ কোনো অংশ বাদ পড়বে না। তাছাড়া এতে করে গল্পটি এমনভাবে সাজানো যায়, যার সাথে পাঠক পরিচিত। পাঠকেরা নিজেকে খুঁজে পায় গল্পের মধ্যে।

দ্য হিরো'স জার্নি অনন্য একটি ফর্মুলা। কারণ যুগে যুগে অনেক কালচারে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, এটি লেখালেখির একটি চিরন্তন গঠন।

৬.৩ বর্ণনা ও দৃষ্টিকোণ

বর্ণনার সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে গল্প বলা। গল্পে বর্ণিত বাক্যসহ সেটিং, চরিত্র, সংলাপ ও প্লটও এই বর্ণনার অংশ। ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনাই গল্পের মূল বিষয়।

সমৃদ্ধ ন্যারেটিভ বা বর্ণনা গঠন করতে হয়। কোনো এক চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পের কাহিনি বর্ণনা করা হয়। পরিচিত দুটি দৃষ্টিকোণ হচ্ছে প্রথম পুরুষ ও তৃতীয় পুরুষ।

প্রথম পুরুষ বর্ণনায় গল্পে থাকা কোনো একটি চরিত্র গল্পটি বর্ণনা করে। এটি সহজে চেনা যায়, কারণ বর্ণনায় 'আমি' শব্দটি খুঁজে পাবেন আপনি। প্রথম পুরুষ বর্ণনার জনপ্রিয়তা পাওয়ার অন্যতম কারণ হলো, এতে করে পাঠকেরা একটি চরিত্রের হৃদয়ের কথা জানতে পারে। প্রথম পুরুষের লেখা বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে জে. ডি. স্যালিঙ্গার-এর *দ্য ক্যাচার ইন দ্য রাই* অন্যতম।

তৃতীয় পুরুষ বর্ণনায় বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পাঠকের পরিচয় হয়। কারণ, গল্পের বাইরে থেকে কেউ গল্পটিকে গভীর পর্যবেক্ষণ করে তা পাঠকের কাছে বর্ণনা করে। বেশিরভাগ লেখকই তৃতীয় পুরুষ বর্ণনা ব্যবহার করতে ভালোবাসেন। কারণ, এতে করে সকল চরিত্রের ব্যাপারে সমান বর্ণনা করার সুযোগ থাকে। এজন্য তৃতীয় পুরুষ বর্ণনা সহজবশ্য।

যদিও তৃতীয় পুরুষ বর্ণনাকে দুটি মেরুতে ভাগ করা যায়—

১. প্রথম মেরুটি হচ্ছে সাবজেক্টিভ/অবজেক্টিভ। সাবজেক্টিভ বর্ণনায় চরিত্রের অনুভূতি ও ধারণার কথা বলা হয়। অবজেক্টিভ বর্ণনায় তা করা হয় না।
২. দ্বিতীয় মেরু হচ্ছে সর্বদর্শী/সীমাবদ্ধ। সর্বদর্শী বর্ণনায় বর্ণনাকারী ঘটনার সবকিছু সম্পর্কে অবগত থাকে। গল্পের প্রতিটি জায়গায় ঘটা ঘটনায় প্রতিটি চরিত্রের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে জানে সে। সীমাবদ্ধ বর্ণনাকারী একটি নির্দিষ্ট চরিত্র সম্পর্কেই গভীর জ্ঞান রাখে। সুতরাং, গল্পের অন্য জায়গায় ঘটিত ঘটনার কোনো বর্ণনা সে দেয় না, যেখানে ঐ নির্দিষ্ট চরিত্র উপস্থিত নয়।

অনুশীলন

একটি গল্পকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করতে হবে, তা নির্ধারণ করা সহজ নয়। অনেক লেখক বেশি চরিত্র নিয়ে কাজ করলে গল্পের অনেক অংশ লেখার পর মনে করেন, গল্পের দৃষ্টিকোণ পাল্টাতে হবে। এক্ষেত্রে আবার শুরু থেকে লিখতে হয়।

দৃষ্টিকোণ নিয়ে একটি অনুশীলন করে ফেলতে পারেন এখনই। আপনার পুরনো একটি লেখার প্রথম পৃষ্ঠা নিয়ে কাজ করুন। চাইলে আরেকটি পৃষ্ঠা অনুশীলনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। লেখাটি প্রথম পুরুষে হয়ে থাকলে তৃতীয় পুরুষ অবলম্বন করে আবার লিখুন। তৃতীয় পুরুষে হলে লিখুন প্রথম পুরুষে।

উপদেশ: এই কাজটি করতে গেলে দেখবেন, আপনাকে পুরো গল্পের বর্ণনাভঙ্গি পাল্টাতে হচ্ছে। গল্প বর্ণনার দৃষ্টিকোণ পাল্টালে কাহিনির অনেক অংশ পাঠককে আর বলা যায় না। অনুশীলন শেষে নতুন লেখাটি পড়ে দেখুন, আপনার গল্পটি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে ভালো মনে হচ্ছে।

ব্যতিক্রম: আপনার এই অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত কোনো লেখা না থাকলে পরিচিত কোনো ছোটগল্প বা উপন্যাসের অংশ নিয়ে সেটির দৃষ্টিকোণ পাল্টে আবার লিখুন। খেয়াল রাখবেন, বর্ণনার ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত মেরু দুটি ব্যবহার করছেন কি-না।

উপযোগিতা: একটি গল্প লেখার সময় লেখকেরা প্লট ও চরিত্র নিয়ে এতটা মনোযোগী হয়ে পড়েন যে, ঠিক কীভাবে বর্ণনা করলে আর কোন দৃষ্টিকোণে লিখলে গল্পটি ফুটে উঠবে, তা খেয়াল করা হয় না। এই অনুশীলনের মাধ্যমে দৃষ্টিকোণ নিয়ে মনোযোগী হতে পারবেন। আর বুঝতে পারবেন, কীভাবে দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন প্রভাব ফেলে পুরো বর্ণনায়।

৬.৪ মাঝ থেকে শুরু

প্রতিটি গল্পের শুরু, মধ্যাংশ ও শেষ থাকে। তবে গল্প উপস্থাপনার একটি গোপন পরামর্শ হলো, আপনি চাইলে মাঝ থেকে গল্প শুরু করতে পারবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

টেলিভিশন শো *লস্ট* এর মূল গল্পটা ছিল, একটি উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে একটি দ্বীপে পড়ে গেছে। প্রায় লেখকই গল্পের শুরুটা করতেন, যাত্রীরা প্লেনে উঠছেন বা এইমাত্র প্লেন উড়তে শুরু করেছে।

কিন্তু *লস্ট*-এর লেখকের মাথায় ছিল ভিন্ন বুদ্ধি। তিনি গল্পের শুরু করলেন, প্লেন বিধ্বস্ত হওয়ার পর অজ্ঞান হয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকা এক যাত্রীর জ্ঞান ফেরার মধ্য দিয়ে। ঝলসিত অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মরুতে এলো লোকটা। সেখানে বিধ্বস্ত উড়োজাহাজ পড়ে আছে, পুড়ছে ধ্বংসাবশেষ। অন্য যাত্রীরা সাহায্যের জন্য চেচাচ্ছে, এদিক-ওদিকে ছুটছে, কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়।

লেখক পাঠকদের হুট করে এনে ফেলে দিয়েছেন গল্পের মধ্যাংশে। এরপর ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে পাঠকের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে ফ্লাইটের বিভিন্ন ঘটনা, প্লেন বিধ্বস্ত হওয়ার মুহূর্ত ও গল্পের কিছু বিশেষ চরিত্রের অতীত।

এতে করে বোঝা যায়, বইয়ের শুরুতে যে গল্পটা গোড়া থেকে বর্ণনা শুরু করতে হবে, তা কিন্তু নয়। তবে গল্পের মাঝ থেকে শুরু করাটা সবক্ষেত্রে কাজে আসে না।

এটা সত্য যে, যেকোনো শুরুর পূর্বেও আছে কিছু অতীত। সেক্ষেত্রে গল্পের চরিত্রের পরিচয়, সেটিং বা কনফ্লিক্ট বর্ণনার জন্য ফ্ল্যাশব্যাক ব্যবহার করা যেতে পারে।

অনুশীলন

একটি সাধারণ গল্প তৈরি করুন (অথবা আপনার পূর্বে লিখিত গল্প ব্যবহার করুন)। এবার সময়ানুক্রমিকভাবে গল্পের মূল বিষয়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন। তারপর ঘটনার গভীরতার উপর ভিত্তি করে খুঁজে বের করুন, ঠিক কোন ঘটনাকে শুরুতে নিয়ে এলে পাঠককে গল্পের উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে ফেলা যাবে।

যেহেতু গল্পটা শুরু হচ্ছে ঠিক মাঝ থেকে, গল্পের মূল সূচনার অংশটা গল্পের কোনো এক অংশে বর্ণনা করে পাঠককে জানাতে হবে।

উপদেশ: গল্পের মূল বিষয়গুলো ছোট ছোট কার্ডে লিখে ফেলুন। কোন ঘটনা কখন বর্ণনা করবেন, সে অনুসারে কার্ডগুলো সাজিয়ে নিন।

মনে রাখবেন, এমন মাঝ থেকে গল্পের শুরু করাটা সবক্ষেত্রে কাজে আসে না। কেবল সৃজনশীলতা আনার জন্য এভাবে লেখা থেকে বিরত থাকুন। যেসব ক্ষেত্রে গল্পের মাঝ থেকে বর্ণনা শুরু করা যায়, তা হলো—

- **মার্ডার মিস্ট্রি:** ডিটেকটিভকে খুনের জায়গায় আসার জন্য কল করা হয়েছে—এই ঘটনা থেকে না শুরু করে গল্পের প্রথমেই দেখানো যায় যে, ডিটেকটিভ ঘটনার তদন্ত করছে।
- **রোমান্টিক:** ইদানীং বেশিরভাগ প্রেমের গল্প হয়ে যাচ্ছে নিয়মাবদ্ধ। নায়ক-নায়িকার দেখা, কথোপকথন, অনুভূতির প্রকাশ, অবশেষে প্রেম—এভাবেই লেখা হচ্ছে বেশিরভাগ প্রেমের গল্প। ঘটনাগুলোর ক্রম পরিবর্তন করেও লেখা যায়। আপনি কি পারবেন, দুজনের বিয়ের কথা বলে গল্পের শুরুতেই বর্ণনা করে পিছু ফিরে তাদের প্রেমের কথা বর্ণনা করতে?
- **হিরো'স জার্নি:** ৬.২ নং অনুশীলনে বর্ণিত হিরো'স জার্নিকে সময়ানুক্রমিকভাবে বর্ণনা না করে ঘটনাগুলোকে ভিন্নভাবে সাজিয়ে লিখতে পারেন।

ব্যতিক্রম: নিজের প্রিয় কোনো বই বা মুভির মূল দৃশ্যের একটি তালিকা করুন। দৃশ্যগুলোকে পুনরায় সাজিয়ে ভিন্নভাবে বর্ণনা করুন। আপনাকে পুরো গল্প আবার লিখতে হবে না। আউটলাইন করতে গেলেই বুঝতে পারবেন, গল্পকে সময় অনুসারে বর্ণনা না করলে কীভাবে দৃশ্যগুলো সাজাতে হয় আর তাতে বর্ণনায় কী পরিবর্তন আসে।

উপযোগিতা: গল্পের শুরুতেই উত্তেজনাকর মুহূর্ত বর্ণনার মাধ্যমে পাঠকের আগ্রহ তৈরি হয়। এ ধরনের বর্ণনা গল্পকে দেয় গভীরতা। যদিও সকল গল্পের জন্য এই বর্ণনা উপযুক্ত নয়, তবে এই অনুশীলনের মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন, এভাবে বর্ণনা করা এতটা সহজও নয়। এছাড়া এটাও বুঝতে পারবেন, ঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারলে গল্প কতটা উন্নত হবে। ঠিক তেমনই বর্ণনায় ব্যর্থতাও কেড়ে নেবে গল্পের মান।

৬.৫ ডিসকভারি রাইটিং

কিছু লেখক তাদের গল্পের আউটলাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন। গল্পের সূচনা, মূল ঘটনা ও উপসংহারের ব্যাপারে আগ থেকে ধারণা নিয়েই গল্প লেখা শুরু করেন, যাতে লেখার সময় তার মনোযোগ থাকে উপস্থাপনা, ডায়ালগ, চরিত্র, সেটিং ও শব্দচয়নের দিকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনেক লেখক আবার ডিসকভারি রাইটিংকে প্রাধান্য দেন। তারা মনে করেন, শুরু থেকেই গল্পের প্রতিটি ঘটনা জানা থাকলে লেখালেখি হয়ে উঠে বিরক্তিকর ও বাধ্যতামূলক।

গল্পের সম্পূর্ণ আউটলাইন না করে লেখা শুরু করার নামই হচ্ছে ডিসকভারি রাইটিং। এ ধরনের লেখায় সেটিং আর অল্প কিছু চরিত্র বানিয়ে লেখা শুরু করে দেওয়া হয়। চরিত্রগুলোই রাজত্ব করে তখন, লেখক তাদেরকে অনুসরণ করেন শুধু। আর এতেই গড়ে উঠে চমকপ্রদ একটি প্লট।

যদিও ডিসকভারি রাইটিং সকল লেখক ও সকল জনরার জন্য উপযুক্ত নয়। যেমন: মার্ডার মিস্ট্রি লেখার শুরুতে আপনি যদি না জানেন, খুনটা কে করছে, তাহলে বর্ণনায় রহস্য আনবেন কীভাবে?

আপনি পরিকল্পনা মোতাবেক ভালো কাজ করলেও আপনার একবার ডিসকভারি রাইটিং পরখ করে দেখা দরকার।

অনুশীলন

একটি চরিত্র ও সেটিং নির্ধারণ করুন (নতুন বানাতে পারেন বা পুরনো গল্প থেকে ব্যবহার করতে পারেন)। কোনো প্লট পরিকল্পনা না করেই লেখা শুরু করে দিন। আপনাকে অন্তত তিন পৃষ্ঠা লিখতে হবে। তবে গল্পকে ভালো উপসংহার দেওয়ার জন্য যদি আরও লিখতে হয়, লিখুন।

উপদেশ: এমন কোনো নিয়ম নেই যে, গল্পের শুরুতে আউটলাইন করলে ডিসকভারি রাইটিং করা যাবে না। আপনি চাইলে একটি গল্পের মূল ঘটনাগুলোর আউটলাইন করে ফেলতে পারেন প্রথমেই। তারপর এক ঘটনা থেকে অন্য ঘটনার বর্ণনায় পৌঁছানোর জন্য ডিসকভারি রাইটিং করা যেতে পারে। সাহিত্যে এমন কোনো চিরন্তন কৌশল নেই, যেটি সকল লেখককে তার লেখায় সাহায্য করতে পারে। সুতরাং, আউটলাইন ও ডিসকভারি রাইটিং: দুটোই পরখ করে দেখুন, কোনটিতে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। বেশিরভাগ লেখকই আউটলাইন ও ডিসকভারি রাইটিংয়ের মিশ্রণকেই তাদের লেখার আদর্শ মনে করেন।

ব্যতিক্রম: ডিসকভারি রাইটিংয়ে সুবিধা করতে না পারলে গল্পের শেষটা আগে থেকে বানিয়ে শুরুর দিকে ডিসকভারি রাইটিং করুন। এরপরও এগোতে না পারলে ৬.১ নং অনুশীলনে বর্ণিত তিন-অঙ্ক গঠন মেনে প্রতিটি অঙ্কের জন্য ডিসকভারি রাইটিং করুন।

উপযোগিতা: লেখালেখির বিভিন্ন পদ্ধতি পরখ করার মাধ্যমেই আপনি খুঁজে পাবেন, ঠিক কোন পদ্ধতিতে আপনার লেখা সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ হয়।

৬.৬ চেকোভের বন্দুক

চেকোভের বন্দুক হলো এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে গল্পের কোনো এক জায়গায় একটি উপাদান বর্ণনা করা হয়, কিন্তু এই উপাদানের উদ্দেশ্য কী ছিল, তা বলা হয় আরও অনেক পরে। যেমন: একটি গল্পের শুরুতে বলা হলো, গল্পের মূল চরিত্র নিজের সাথে একটি ছুরি রাখে। গল্পের পরবর্তী কোনো এক পর্যায়ে ভিলেনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য এই ছুরির ব্যবহার করে।

এই ছুরির কথা যদি প্রথমে উল্লেখ করা না হতো, তাহলে হঠাৎই এর ব্যবহার বর্ণনা করলে পাঠক আর গল্পটাকে বিশ্বাস করত না।

অন্যদিকে, প্রথমে ছুরির কথা উল্লেখ করে শেষদিকে এর ব্যবহার না দেখালে পাঠক আশাহত হবে। কারণ, ছুরির কথা জানার পরই সবাই একটি ভালো লড়াই উপভোগ করার আশায় বই পড়তে থাকবে।

চেকোভের বন্দুকের উদ্দেশ্য হলো, লেখককে তাদের কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া যে, লেখক যেন পাঠককে করা প্রতিজ্ঞাগুলো পূরণ করেন। গল্পের শুরুতে ছুরির বর্ণনা থাকলে প্রতিটি পাঠকই ভেবে বসবে, গল্পের কোনো এক পর্যায়ে নায়ক ছুরিটি ব্যবহার করবে। এটা পাঠকের কাছে লেখকের প্রতীজ্ঞা হয়ে যায়। গল্পে ছুরির ব্যবহার না হলে সে প্রতীজ্ঞার বরখেলাপ হয়ে যাবে। সুতরাং, গল্পে শুধু শুধুই কোনো বিষয় বর্ণনা করা যাবে না। গল্পের প্রতিটি উপাদানের থাকতে হবে একটি উদ্দেশ্য, যা লেখার মান বাড়াতে সাহায্য করবে। চেকোভের বন্দুক লেখককে এই কথাটাই মনে করিয়ে দেয়।

আলেকজান্ডার স্যামেনোভিচ ল্যাযারেভ-কে লেখা অ্যান্টন চেকোভের একটি চিঠি থেকে 'চেকোভের বন্দুক' কথাটি আসে। তিনি লিখেছেন, 'স্টেজের উপর একগাদা রাইফেল রাখার কোনো মানে হয় না, যদি সেগুলো কেউ চালিয়ে দর্শককে না দেখায়!'

অনুশীলন

একটা ছোট দৃশ্য রচনা করুন। শুরুতে দুটি বস্তুর কথা উল্লেখ করুন। মনে রাখবেন, একটি বস্তুর কথা গল্পের পরের অংশে বর্ণনা করতে হবে। বাকি বস্তুটির কথা পরবর্তীতে উল্লেখ করবেন না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মনে রাখবেন, সকল বস্তুই পরবর্তী বর্ণনার অংশ হয় না। যেমন: একটা রুমের কথা বর্ণনা করার সময় কোণায় পড়ে থাকা চেয়ারের কথা বললে এটি চেকোভের বন্দুক-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ, সেটিংয়ের বর্ণনার জন্য চেয়ার ব্যবহার করা হয়েছে।

এই অনুশীলনের জন্য এমন বস্তুর কথা উল্লেখ করুন, যা সেটিংয়ের অংশ নয়।

এরপর শুধু একটি বস্তুর উদ্দেশ্য শেষের দিকে উল্লেখ করে গল্পটি লিখুন। পরের দিন নিজেই পাঠক হয়ে গল্পটা পড়ুন। খেয়াল করলে দেখবেন, যে বস্তুটির কথা উল্লেখ করার পর আর ব্যবহার করা হয়নি, তা পাঠকের কাছে কেমন দৃষ্টিকটু লাগছে।

অতঃপর গল্পটা আবার সম্পাদন করুন। হয় বস্তুটি সরিয়ে দিন, নয়তো গল্পের কোনো এক অংশে এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

উপদেশ: কোন উপাদানটি প্রয়োজনীয় আর কোনটি প্রয়োজনীয় নয়, তা নির্ধারণ করা সহজ নয়। অনেকক্ষেত্রে একটি ছুরি এমনভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, পরবর্তীতে যার উল্লেখ করা লাগবে না। যেমন: কেউ একজন খাবার খেতে ছুরির ব্যবহার করছে। এক্ষেত্রে পরবর্তীতে ছুরির উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়।

আবার, অন্যকোনো গল্পে শুরুতে বর্ণিত চেয়ারের কথা পরবর্তীতে উল্লেখ করা জরুরি হতে পারে।

আবার, একজন মহিলা নিজের সঙ্গে পার্স রাখলেও এটা প্রয়োজনীয় নয় যে, সে পার্স থেকে কিছু বের করবে। কারণ, নারীরা সবসময়ই নিজেদের সঙ্গে পার্স রাখে। তবে তার হাতে যদি 'টপ সিক্রেট' লেখা কোনো ফাইল থাকে, পাঠকেরা অবশ্যই গল্পের কোনো এক অংশে ফাইলের ব্যবহার দেখার আশা করবে।

ব্যতিক্রম: আপনার পূর্বে লিখিত গল্পগুলো পড়ে চিহ্নিত করুন, ঠিক কোন কোন অপ্রয়োজনীয় উপাদান বর্ণনা করেছিলেন, যা গল্পকে দৃষ্টিকটু বানিয়েছে।

উপযোগিতা: গল্পের মান নির্ভর করে বর্ণনার উপর। সেজন্য অপ্রয়োজনীয় উপাদানের উল্লেখ গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা কমিয়ে দিতে পারে। অন্যদিকে এসব উপাদানের পরিহার গল্পকে দেবে ভিন্ন মাত্রা।

৬.৭ না! কাজটা ওর নয়! কখনোই নয়!

গল্প বর্ণনার সময় কিছু টুইস্ট থাকে, যা পাঠককে ধরে রাখে। পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখতে লেখকেরা উপস্থাপনায় নানা কৌশল অবলম্বন করেন। একটি ঘটনার সাথে আমরা সবাই পরিচিত—

অনেকক্ষণ বই পড়ার পর সিদ্ধান্ত নিলাম, বড্ড দেরি হয়ে গেছে, ক্লান্ত হয়ে গেছি। এই অধ্যায় শেষ করেই ঘুমিয়ে পড়ব।

কিন্তু, তখনই গল্পে এমন মোড় আসে যে, সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়, ধুর ছাই! ঘুম চুলোয় যাক! পরের অধ্যায়ে কী হলো, জানতেই হবে।

তবে অনেক লেখক গল্পে এত বেশি টুইস্ট ব্যবহার করে ফেলেন যে, তাতে হিতে বিপরীত ঘটে। তখন মনে হয়, লেখক যেন জোর করে এত টুইস্ট টেনে আনছেন। অন্যদিকে, সমৃদ্ধ টুইস্টগুলো বাস্তবিক মনে হয়, আর বোঝাই যায় না, লেখক টুইস্টের মাধ্যমে পাঠককে ধরে রাখার কৌশল আঁটছেন।

অনেক গল্পের মধ্যাংশেই বড় বড় টুইস্ট বর্ণনা করতে দেখা যায়। অনেক লেখক গল্পের একটি অধ্যায়ের শেষে এমন টুইস্ট বর্ণনা করেন, যার জন্য পাঠক পরের অধ্যায় পড়ার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠে। টেলিভিশনের নাটকের গল্পগুলো এভাবে লেখা হয়, যাতে এক পর্ব দেখার পর দর্শকেরা পরবর্তী পর্বের অপেক্ষা করে। পাঠক ধরে রাখার জন্য আপনিও গল্পের অধ্যায়গুলো টুইস্ট আনতে পারেন।

নিজের লেখায় কোন কৌশল ব্যবহার করা হবে, তা একান্ত লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, টুইস্ট আনতে গিয়ে গল্পের সাহিত্যগুণ ব্যাহত হবে। অনেকে আবার এই পদ্ধতিটিকে গল্প উপস্থাপনের অভিনব কৌশল ভেবে সাদরে গ্রহণ করবেন।

অনুশীলন

একটি দৃশ্য বা অধ্যায়ের আউটলাইন তৈরি করুন, যার শেষাংশে টুইস্ট থাকবে। টুইস্ট প্রকাশের আগে ধীরে ধীরে গল্পের বর্ণনায় টেনশন যোগ করুন। এরপর প্রকাশ করুন টুইস্ট।

> *ভিলেন তাড়া করছে নায়ককে। প্রাণ বাঁচাতে ছুটে যাচ্ছে নায়ক। ভিলেন চলে এসেছে খুব নিকটে। বন্দুকটা বের করল সে, ট্রিগার চাপল। বন্দুকটা তাক করল ছুটতে থাকা নায়কের দিকে।*
>
> *[এরপরের অংশ থাকছে পরের অধ্যায়ে...]*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবার হঠাৎই কোনো একটি টুইস্ট আনা যেতে পারে, যার সম্পর্কে পুরো অধ্যায়ে কোনো কথা হয়নি।

> *সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, কোনো বিপদ নেই নায়কের জীবনে। তখনই তার প্রেমিকা রুমে এসে বলে উঠে যে, সে প্রেগন্যান্ট। কিন্তু, তখন রুমে নায়ক ছিল না, ছিল নায়কের বাবা।*

দুইভাবেই টুইস্ট গল্পকে ভিন্ন মাত্রা দিতে পারে।

উপদেশ: টুইস্টগুলো যেন পাঠকদের মনে একগাদা প্রশ্নের জন্ম দেয়।

- এইমাত্র কী ঘটে গেল?
- কাজটা কে করল?
- এটা কীভাবে সম্ভব?
- তারা কি বাঁচতে পারবে?
- এরপর কী হবে?

ব্যতিক্রম: শুধু আউটলাইন তৈরি না করে আপনি একটি গল্প বা অধ্যায় লিখে ফেলতে পারেন, যার শেষে থাকবে টুইস্ট। আরও বিস্তৃত অনুশীলনের জন্য টুইস্ট প্রকাশের পর পাঠকের মনে তৈরি হওয়া প্রশ্নের উত্তরগুলো গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করুন।

উপযোগিতা: আপনি একজন পেশাদার লেখক হতে চাইলে টুইস্ট তৈরিতে আপনার দক্ষতা থাকতে হবে। হরর ও থ্রিলার জনরায় এমন টুইস্ট থাকা আবশ্যক। আপনি যদি এসব জনরার লেখক হোন, এই অনুশীলনটি আপনার লেখার মান বাড়াতে সাহায্য করবে।

৬.৮ কনফ্লিক্ট

অনেক লেখকের অভিযোগ থাকে যে, তাদের নিজেদের বানানো চরিত্রকে নিজেরাই বিপদে ফেলতে হয়।

লেখক একটি চরিত্র তৈরি করেন, গল্প লিখতে গিয়ে সে চরিত্রের প্রতি অদৃশ্য এক মায়া তৈরি হয় লেখকের। অথচ লেখককেই তার চরিত্রদের রীতিমতো অত্যাচার করতে হয়।

চরিত্রদের অবশ্যই কষ্ট পেতে হবে। কষ্ট না পেলে সে কীভাবে সকল বিপদকে প্রতিহত করবে? চরিত্র যদি কোনো সমাধান না করে, তাতে থাকবে না কোনো গল্প।

আর সমাধান করার জন্য থাকতে হবে কনফ্লিক্ট বা সমস্যা। কনফ্লিক্টগুলো হয় অপ্রীতিকর ও কষ্টকর। আর কষ্টই জীবনের অংশ। সমৃদ্ধ ফিকশনগুলোতে ফুটিয়ে তোলা হয় মানুষের জীবনকেই। সে কারণেই অনেক সময় ফিকশনের মাধ্যমেই এমন সব সত্য ফুটে উঠে, যা বাস্তবে ফুটে উঠে না।

কনফ্লিক্ট হলো চরিত্রের জন্য পরীক্ষা। হিরোকে হয়তো হেরে যেতে হয় কিংবা সবাইকে হারিয়ে জয় ছিনিয়ে আনে সে। রৌদ্রজ্জ্বল দিনগুলোর গোধূলিতে আকাশ কালো করে বৃষ্টি আসতে পারে। আমাদের জীবন ঠিক এমনই। কষ্ট না থাকলে সুখের মূল্য নেই। তাছাড়া আপনার বানানো চরিত্রগুলো কীভাবে বিপদের মোকাবেলা করে, তা পাঠককে জানানোটা গুরুত্বপূর্ণ।

মনে রাখবেন, চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, দর্শন ও স্বভাবের উপর নির্ভর করে, সে কোনো একটা বিপদকে কীভাবে মোকাবেলা করবে।

অনুশীলন

শুধু এই অনুশীলনের জন্য নতুন একটি চরিত্র বানাতে পারেন বা পুরনো চরিত্র ব্যবহার করতে পারেন। চরিত্রের সবচেয়ে বড় ভয় কী, তা নির্ণয় করুন। তারপর একটি দৃশ্য তৈরি করুন, যেখানে চরিত্রকে সে ভয়ের মুখোমুখি হতে হয়।

উপদেশ: চরিত্রকে ভয় দেখাতে পারে, এমন কিছু খুঁজে না পেলে অনলাইনে বিভিন্ন ফোবিয়ার সম্বন্ধে পড়ুন। কোনো এক ফোবিয়া হতে পারে আপনার চরিত্রের ভয়।

ব্যতিক্রম: সম্পূর্ণ বর্ণনা না লিখে ঘটনা বিন্যাসের আউটলাইন করতে পারেন।

উপযোগিতা: এটি লেখালেখির একটি মৌলিক নীতি। যখনই কিছু লিখবেন, তাতে কনফ্লিক্ট থাকা উচিৎ। কনফ্লিক্ট মানেই এই নয় যে, চরিত্রকে তার ভয়ের সাথে লড়াই করতে হবে কিংবা লড়াই করতে হবে শত্রুর সাথে। অপ্রীতিকর যেকোনো কিছুই কনফ্লিক্ট হতে পারে। আপনি যদি চরিত্রকে কষ্টে পতিত করতে হিমশিম খান, আপনার লেখাও পাঠকের মনে দাগ কাটতে হিমশিম খাবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬.৯ প্লট

দ্য সেভেন বেসিক প্লটস: হোয়াই উই ট্যাল স্টোরিস বইয়ে ক্রিস্টোফার বুকার বলেছেন, সাহিত্যে কেবল সাতটি প্লট হতে পারে।

বুকারের এই মতবাদ লেখক ও পাঠকসমাজে আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো গিয়ে লাগে। সেই সাথে শুরু হয় বিতর্ক। এটা কি আসলেই সত্যি? সাহিত্যে কি কেবল সাত ধরনের প্লট? আর যদি তা-ই হয়ে থাকে, তবে সাতটা প্লটে লেখা এত এত গল্প কীভাবে স্বতন্ত্র হতে পারে?

বুকারের বলা সাতটি প্লট হলো—

১. ট্রাজেডি
২. কমেডি
৩. অশুভকে হারানো
৪. ভ্রমণ ও ফিরে আসা
৫. অনুসন্ধান
৬. ঐশ্বর্য (ধনী-গরিব)
৭. পুনর্জন্ম

ফিকশনের সীমাবদ্ধ সম্ভাবনা সম্পর্কে বুকারের বলা কথা নতুন কিছু নয়। জোসেফ ক্যাম্পবেল তার *দ্য হিরো উইথ এ থাউজেন্ড ফেইসেস* বইয়ে উপস্থাপনার মুখ্য বিষয়গুলোকে বিভক্ত করে 'হিরোস জার্নি' তৈরি করেন, যা একটি প্লটের মুখ্য বিষয়গুলোর সাথে আমাদের পরিচয় করায় (৬.২ নং অনুশীলন দেখুন)। ক্যাম্পবেলের এই মতবাদ বিভিন্ন লেখক, নির্মাতা ও সাহিত্যিক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষিত ও বিভক্ত হয়েছে। কেউ কেউ এই মতবাদ তাদের লেখায় প্রয়োগ করেছেন, কেউ কেউ হিরো'স জার্নির স্তরগুলোকে সাজিয়েছেন নিজেদের মতো করে।

অন্য একটি বিভাজনের মাধ্যমে মাত্র তিন প্রকার প্লট আছে বলে জানা যায়:

- মানুষ বনাম মানুষ
- মানুষ বনাম প্রকৃতি
- মানুষ বনাম সে নিজে

আর আমরা ভাবি, যা লিখতে যাই, তা-ই লেখা হয়ে গেছে! তাই না?

অনুশীলন

নিজের পড়া দশটি বইয়ের তালিকা করুন। মুভির গল্পকেও ব্যবহার করা যাবে। তবে খেয়াল রাখবেন, যেন অর্ধেক বই হয় পুরনো সময়ের। এবার একটা খালি কাগজ নিয়ে তিনটি কলাম তৈরি করুন। প্রথম কলামে বইয়ের নাম লিখুন। দ্বিতীয় কলামে উপরে বলা তিনটি প্লট (মানুষ বনাম মানুষ, মানুষ বনাম প্রকৃতি, মানুষ বনাম সে নিজে) এর মধ্যে কোন বই কোন প্লটে পড়ে, তা লিখুন। তৃতীয় কলামে লিখুন, আপনার নির্ধারিত বইগুলো ক্রিস্টোফার বুকারের বলা কোন প্লটের মধ্যে পড়ে।

উপদেশ: গল্পের মূল ক্লাইম্যাক্সের মধ্যেই মূল প্লট থাকে, যা সাধারণত গল্পের শেষাংশে বর্ণিত হয়। বাকি সকল প্লট হচ্ছে সহকারী প্লট।

ব্যতিক্রম: এই অনুশীলনে গল্পের মূল প্লটগুলোকে সনাক্ত করার কথা বলা হয়েছে। ব্যতিক্রম হিসেবে আপনি সহকারী প্লটগুলোকে নিয়ে একই অনুশীলন করতে পারেন।

উপযোগিতা: প্লট ও চরিত্র হচ্ছে গল্পের দুটি মুখ্য উপাদান। তাই প্রথমে পাঠক হয়ে এই দুই উপাদানে দক্ষতা অর্জন করার পর লেখক হিসেবে চিন্তা করলে তা লেখকের জন্য উপকারী হবে। একজন লেখক হিসেবে যেকোনো বই পড়ে বা লিখে সেটির প্লটের ধরন সনাক্ত করা জানা থাকতে হবে আপনার।

আবার অনেক লেখক স্বতন্ত্রহীনতায় ভোগেন। তারা মনে করেন, তারা যা-ই ভাবেন, তা ইতোমধ্যে কেউ একজন লিখে ফেলেছেন। আর লিখে লাভ কী? এই অনুশীলন তাদের দেখায়, সাহিত্যে নতুন বলতে কিছু নেই। পরিচিত প্লটগুলোকে স্বতন্ত্র উপস্থাপনা দিয়ে প্রকাশ করার মাধ্যমেই এগিয়ে যেতে হবে।

৬.১০ সহকারী প্লট

সহকারী প্লটগুলো গল্পকে সমৃদ্ধ করে, যাতে তা আরও বাস্তবিক মনে হয়।

জীবনের কথা ভেবে দেখুন। আমাদের জীবনে কখনোই মাত্র একটি ঘটনা ঘটে না। অনেককিছু ঘটে চলে জীবনে, যার একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। আবার অনেক ঘটনা একে অপরের সাথে জড়িত। এটাই জীবনের বাস্তবতা। গল্পকে বাস্তবিকতা দিতে চাইলে গল্পে বর্ণিত ঘটনাগুলো হতে হবে বাস্তব জীবনের জটিলতার প্রতিমূর্তি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবার একটি গল্পের সহকারী প্লট অন্য গল্পের মূল প্লট হতে পারে। একটি রোমান্টিক উপন্যাসে মূল প্লট হতে পারে, দুটি মূল চরিত্রের কাছে আসা, তাদের প্রেম। এক্ষেত্রে চরিত্রের কর্মজীবনে সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা হতে পারে সহকারী প্লট। আবার অন্য কোনো জনরায় প্রেম হতে পারে সহকারী প্লট। সেখানে মূল প্লট হচ্ছে অন্য কোনো ঘটনা। যেমন: কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার একটি পরিবারের সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার গল্পে কোনো দুটি চরিত্রের মধ্যে প্রেম হতে পারে।

সহকারী প্লটের সংখ্যা এক-দুইটি থেকে অনেক বেশি হতে পারে। কিছু সহকারী প্লট একটির পর অন্যটি সংঘটিত হতে পারে। আবার কোনো কোনো সহকারী প্লটকে পুরো গল্প জুড়েই রাখা যায়। অনেক সমৃদ্ধ লেখক এত বিস্তৃতভাবে সহকারী প্লট বর্ণনা করে থাকেন যে, প্রায়ই পাঠকেরা মূল প্লট ছেড়ে সহকারী প্লটে অধিক মনোযোগ দেয়।

অনুশীলন

কয়েকটি চরিত্র ও একটি মূল প্লট নির্ধারণ করুন, যা নিয়ে পুরো একটি গল্প লেখা হবে। এরপর তিন থেকে পাঁচটি সহকারী প্লট খুঁজে বের করুন। এই প্লটগুলো কীভাবে মূল প্লটের সাথে জড়িত থাকবে, তা নির্ণয়ের জন্য আউটলাইন করুন।

উপদেশ: বেশিরভাগ উপন্যাসে একটি মূল প্লটের সাথে কতগুলো সহকারী প্লট থাকে। সহকারী প্লটগুলো একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, আবার পুরো গল্প জুড়ে থাকতে পারে। অন্তত একটি সহকারী প্লট তৈরি করুন, যা গল্পের শুরুর দিকের যেকোনো একটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর অন্তত একটি সহকারী প্লট যেন পুরো গল্প জুড়ে থাকে।

ব্যতিক্রম: আপনার প্রিয় কয়েকটি বই বা মুভির সহকারী প্লট সনাক্ত করার চেষ্টা করুন। ৬.৯ নং অনুশীলনে বর্ণিত প্লটের ধরনগুলোর সাহায্যে সহকারী প্লটের ধরন নির্ধারণ করতে পারেন।

উপযোগিতা: একটা গল্প লেখার সময় অনেককিছু সামাল দিতে হয়। গল্পে যত বেশি চরিত্র থাকবে, ততই বেশি থাকবে প্লট ও সহকারী প্লট। অনেক সময় জটিল ও দীর্ঘাকারের গল্প লিখতে গিয়ে সামাল দেওয়াটা কঠিন মনে হতে পারে। এভাবে খণ্ডে খণ্ডে অনুশীলন করার মাধ্যমে আপনি শিখতে পারবেন কীভাবে দীর্ঘ গল্পের প্লট ও সহকারী প্লটকে সংগঠিত রাখতে হয়।

অধ্যায় ৭

কবিতা

মূল কাঠামো নিয়ে কাজ

৭.১ দ্বিপদী ও চতুষ্পদী শ্লোক

আজকাল কবিতা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত ও পঠিত না হলেও এটিই সম্ভবত সাহিত্যের সবচেয়ে বিস্তৃত শাখা।

পাঠক ও প্রকাশকের মধ্যে উৎসাহ কম থাকলেও এখনো আমাদের সাহিত্যে কবিতার একটি বিশেষ স্থান আছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনি কবিতা আবৃত্তি শুনতে পাবেন। যেমন: গ্র্যাজুয়েশন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিয়ে, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। ছোটদের বইয়ের একটি অংশ জুড়ে থাকে কবিতা। এটি গানের লিরিক্সের সাথেও অনেকাংশে জড়িত। প্রায় সময় কবিতা ও লিরিক্সের মধ্যে পার্থক্য বলাটা কঠিন হয়ে যায়।

দ্বিপদী ও চতুষ্পদী শ্লোক কবিতা রচনার দুইটি প্রাথমিক কাঠামো।

দ্বিপদী শ্লোক

দুই লাইনের কবিতা বা কবিতার অংশকে দ্বিপদী শ্লোক বলে। লাইনগুলোতে সাধারণত অন্ত্যমিল থাকে, থাকে একই ছন্দ ও শব্দাংশ। সমসাময়িক কবিতাগুলো অনেক সময় অন্ত্যমিল ব্যবহার না করে লেখা হয়।

দ্বিপদী শ্লোক অনেকভাবে ব্যবহার করা যায়। একটি দ্বিপদী শ্লোক পুরো একটি কবিতা হতে পারে। অনেক সময় কয়েকটি দ্বিপদী শ্লোক দিয়ে একটি কবিতা লেখা হয়। দ্বিপদী শ্লোক হতে পারে কবিতার একেকটি স্তবক।

চতুষ্পদী শ্লোক

চতুষ্পদী শ্লোক হলো চার লাইনের একটি স্তবক বা কবিতা। অধিকাংশ আধুনিক গানগুলো লেখা হয় চতুষ্পদী শ্লোক দিয়ে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি চতুষ্পদী শ্লোকে একটি বা দুটি দ্বিপদী শ্লোক থাকতে পারে। অর্থাৎ চতুষ্পদীতে চারটি লাইনের মধ্যে ২য় ও ৪র্থ লাইনে অন্ত্যমিল থাকতে পারে। আবার চারটি লাইনের প্রথম দুটিতে এক অন্ত্যমিল ও পরের দুটি লাইনে ভিন্ন অন্ত্যমিল থাকতে পারে।

অনুশীলন

এই অনুশীলন তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমে একটি দ্বিপদী শ্লোক লিখুন, যার অন্ত্যমিল থাকবে এবং ছন্দ ও শব্দাংশ এক হবে। এরপর একটি চতুষ্পদী শ্লোক লিখুন (এতে ছন্দ বা অন্ত্যমিল থাকা আবশ্যক নয়)। সবশেষে, দুটি দ্বিপদী শ্লোকের সাহায্যে একটি চতুষ্পদী শ্লোক লিখুন।

উপদেশ: আপনার ভাষা ও বিষয়কে সাধারণ রাখার চেষ্টা করুন। শ্লোকের কথাগুলো যেন গভীর মর্মার্থ ধারণ করে।

ব্যতিক্রম: একটি কবিতা লিখে ফেলুন—যার প্রথমে থাকবে দ্বিপদী শ্লোক, তারপর চতুষ্পদী, তারপর আবার দ্বিপদী। দ্বিপদী ও চতুষ্পদী শ্লোকের সমন্বয়ে একটি গানের লিরিক্স লেখার চেষ্টাও করতে পারেন।

উপযোগিতা: লেখক হিসেবে দ্বিপদী ও চতুষ্পদী শ্লোক ব্যবহারের অসংখ্য শাখা রয়েছে। শিশুতোষ গল্প লেখার জন্য দ্বিপদী শ্লোক ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ শিশুরা ছন্দের প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয়। গান ও কবিতা লেখার জন্যও এর ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭.২ পাঁচ মাত্রার চরণ

আপনি যদি কোনো কবির সাথে দীর্ঘসময় আলাপ করেন, তবে কথোপকথনের কোনো এক পর্যায়ে পাঁচ মাত্রার চরণের কথা আসবেই। এটি ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন কবিতায় সবচেয়ে ব্যবহৃত ছন্দোবদ্ধ লাইন।

মাত্রা হলো এক প্রকার ছন্দ (কবিতায় আমরা একে ফুট বলি, কারণ এটি কবিতা পরিমাপের একক)। এতে একটি মুক্তাক্ষরের পর একটি বদ্ধাক্ষর থাকে।

সুতরাং, পাঁচ মাত্রার চরণ হচ্ছে এমন একটি লাইন, যাতে পাঁচটি মাত্রা থাকে।

পাঁচ মাত্রায় পুরো একটি কবিতা লেখা যায় বা কবিতার একটি স্তবকে পাঁচ মাত্রা ব্যবহার করা যায়। পাঁচ মাত্রা ব্যবহার করে লেখা একটি দ্বিপদী শ্লোক হলো—

জলের আগুনে পুড়ে হয়েছি কমল
কী দিয়ে মুছবে বলো আগুনের জল।
-হেলাল হাফিজ

আধুনিক সময়ে পাঁচ মাত্রার চরণ লেখার প্রভাব কমে গেলেও সাহিত্যের প্রাচীন সময় থেকেই এই নিয়মে কবিতা লেখা হয়। উইলিয়াম শেক্সপিয়র তার বিভিন্ন নাটক ও সনেটে পাঁচ মাত্রার চরণ লিখেছেন।

অনুশীলন

পাঁচ মাত্রাবিশিষ্ট একটি কবিতা লিখুন। কবিতাটি অন্তত চার থেকে ছয় লাইনের হতে হবে। লাইনগুলোতে ছন্দ থাকা আবশ্যক নয়। তবে ছন্দ থাকলে কাব্যিকতা ফুটে উঠবে।

উপদেশ: মুক্তাক্ষরের দিকে অধিক মনোযোগ রাখুন। মনে রাখবেন, শব্দের প্রথম অক্ষরটি মুক্তাক্ষর হবে, আর পরের অংশে থাকবে বদ্ধাক্ষর।

ব্যতিক্রম: পাঁচ মাত্রা ছাড়াও তিন মাত্রা, চার মাত্রার চরণ হতে পারে। যেমন:

মানব জন্মের নামে (তিন মাত্রা)।
বেদনার করুণ কৈশোর থেকে (চার মাত্রা)।

সুতরাং, আপনি হয়তো বুঝে ফেলেছেন যে, এক থেকে দশ (বা এর থেকে বেশি) মাত্রার চরণ হতে পারে। ব্যতিক্রম হিসেবে, পাঁচ থেকে বেশি বা কম সংখ্যক মাত্রায় কবিতা লিখুন।

উপযোগিতা: কবিতার অন্যান্য গঠনের মতো পাঁচ মাত্রার কাব্যও শিশুতোষ কবিতা ও গল্পের জন্য আদর্শ। গানের লিরিক্স লিখতেও এটি ব্যবহৃত হয়।

৭.৩ সনেট

সনেট সবচেয়ে পরিচিত ও সমাদৃত কবিতার ধরন। কারণ, বিখ্যাত কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়র সনেট লেখার প্রতি যত্নবান ছিলেন। তা আজ থেকে চারশো বছর আগের কথা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আজকালকার কবিরা মুক্তছন্দে কবিতা লেখার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী। সচরাচর এসব কবিতার অন্ত্যমিল বা দর্শনযোগ্য কোনো গঠন থাকে না। তবে কেন আমরা সনেটের মতো সেকেলে কবিতা নিয়ে কাজ করব?

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো সনেটের একটি বিস্তৃত ইতিহাস রয়েছে। এটি একজন লেখক বা কবিকে সাহিত্যের মূল আদর্শ বুঝতে সাহায্য করে।

এই ধরনের কবিতা নিয়ম ও সীমাবদ্ধতা মেনে লিখতে হয়। আপনি যদি নিয়ম মেনে লেখা শিখতে পারেন, অনায়াসেই নিয়ম ছাড়াও লিখতে পারবেন।

আপনি যখন কবিতার কোনো নির্দিষ্ট ধরন নিয়ে অনুশীলন করেন, তখন একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আপনাকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়। সনেট লিখতে গেলে আপনাকে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মানতে হবে। এতে করে আপনি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে কাজ করতে পারবেন। প্রায় সময় অতিরিক্ত স্বাধীনতা বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। অনেক লেখক একটি সাদা কাগজ নিয়ে লিখতে বসে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কী লিখবেন, বুঝে উঠতে পারেন না। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রীতি মেনে লিখলে লেখার একটি আকার পাওয়া যায়, যা লেখাকে সহজ করে তোলে।

নিয়ম মেনে কবিতা লিখলে একজন কবির সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। কবিতা লিখতে গেলে অনেককিছুর ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়—ভাষা, ছন্দ, মাত্রা, শব্দচয়ন, বিষয় ও কাব্যিকতা।

সনেট কী?

সনেট হলো চতুর্দশপদী কবিতা। সনেট মূলত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লিখতে হয়। এই কবিতাগুলো ১৪টি চরণে সংগঠিত। এর প্রথম আট চরণের স্তবককে অষ্টক এবং পরবর্তী ছয় চরণের স্তবককে ষষ্টক বলে। অষ্টকে মূলত ভাবের প্রবর্তনা এবং ষষ্টকে ভাবের পরিণতি থাকে।

সনেট ১৪, ১৮, ২২ মাত্রাতেও লেখা যায়। তবে ১৪ মাত্রাতেই লেখা উত্তম।

অনুশীলন

একটি সনেট লিখুন।

উপদেশ: খেয়াল রাখবেন যেন আপনার সনেট একটি ভাব বা বিষয় নিয়ে লেখা হয়। ছন্দ ও মাত্রার দিকে খেয়াল রাখুন। এই অনুশীলনে আপনি ১৪ মাত্রায় সনেট লিখবেন।

ব্যতিক্রম: ১৮ বা ২২ মাত্রায় সনেট লিখুন।

উপযোগিতা: বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন কবিতা প্রকাশ করে থাকে। তারা আপনার সনেটও প্রকাশ করতে পারে।

৭.৪ হাইকু

হাইকু কবিতাকে কবিতার একটি সহজ রীতি মনে হলেও এটি বেশ জটিল। হাইকুকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হলে আপনার জাপানিজ ভাষার ধারণা থাকতে হবে। চিরাচরিত হাইকুতে আছে কিছু কঠোর নিয়ম।

একটি হাইকুতে সতেরোটি *মোরা* বা ধ্বনির একক থাকে। *মোরা*-কে অনুবাদ করে অক্ষর বলা যেতে পারে।

হাইকু হলো সতেরো অক্ষরের কবিতা। চিরাচরিত হাইকু এক লাইনে লেখা হতো। তবে আধুনিক হাইকু তিন লাইনে লেখা হয়, যাতে ৫-৭-৫ অক্ষর থাকে।

হাইকুতে *কিরেজি* (বিভক্তকারী শব্দ) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই শব্দ হাইকুকে দুইভাগে ভাগ করে ফেলে। এই দুই অংশ স্বতন্ত্রভাবে আলাদা হলেও সহজাতগতভাবে জড়িত। ইংরেজি সাহিত্যে *কিরেজি* ব্যবহার করা হয় না। ইংরেজ হাইকু লেখকরা *কিরেজি*র পরিবর্তে হাইফেন ব্যবহার করে থাকেন। আপনিও চাইলে হাইফেন ব্যবহার করতে পারেন।

কিরেজি কবিতার লাইনকে আকৃতি দান করে, যার ফলে দুই দিকের ভাবনার প্রতি সমান জোর দেওয়া যায়। এই হাইকুতে *কিরেজি* সনাক্ত করা খুব সহজ নয়। একটি শব্দ বা বিরামচিহ্ন, যেটির জন্য কবিতার দুটি ভাবনা পৃথক হয়ে যায়, সেটিই *কিরেজি*।

হাইকুর আরেকটি মৌলিক উপাদান হলো *কিগো* (ঋতু সংক্রান্ত শব্দ)। একটি সত্যিকারের হাইকু লেখা হয় কোনো ঋতু ও এর প্রকৃতি নিয়ে। *কিগো* হতে পারে ঋতু সংক্রান্ত স্পষ্ট কোনো শব্দ। যেমন: বৃষ্টি (বর্ষা ঋতু বোঝায়)। আবার অস্পষ্ট কোনো শব্দও *কিগো* হতে পারে। যেমন: পাতা (যেকোনো ঋতু বোঝাতে পারে)।

সমসাময়িক হাইকু

হাইকুর বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। কিছু কবি কেবল ৫-৭-৫ অক্ষরের গঠন মেনে লেখা হাইকুর সমাদর করেন আর *কিরেজি* ও *কিগো*-কে উপেক্ষা করেন।

প্রকৃতিবাদীরা মনে করেন, সবকটি নিয়ম মেনে না লিখলে হাইকু হবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবার অনেক আধুনিক কবি প্রকৃতি নিয়ে হাইকু লিখেন না। সমসাময়িক হাইকু লেখা হয় যেকোনো উপমা বা কল্পনা নিয়ে।

অনুশীলন

কিছু হাইকু লেখার চেষ্টা করুন। এই অনুশীলনে ৫-৭-৫ অক্ষরে তিন লাইনের হাইকু লেখার চেষ্টা করুন।

উপদেশ: আকর্ষণীয় হাইকুতে উপমা বা কল্পনার স্পষ্ট প্রকাশ থাকে। বেশিরভাগ হাইকুতে চমকে দেওয়ার মতো শব্দের ব্যবহার করা হয়।

ব্যতিক্রম: হাইকু পুরনো নিয়ম মেনে লিখুন। অর্থাৎ প্রকৃতি নিয়ে লিখুন, যাতে *কিরেজি* (বিভক্তকারী শব্দ) ও *কিগো* (ঋতু সংক্রান্ত শব্দ) থাকবে।

উপযোগিতা: হাইকু কবিতা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সমাদৃত। তাছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় (টুইটার, ফেইসবুক) প্রকাশের জন্য এটি উপযুক্ত। এটি সহজে পড়া যায়, পড়তেও ভালো লাগে। সংক্ষিপ্ত আকারে উপমার মতো সৃজনশীলতা ব্যবহার করে স্পষ্টভাবে চমৎকার কথা লেখার জন্য হাইকু বেশ কার্যকরী।

৭.৫ দ্য ডাবল ড্যাকটিল

কথাটি শুনে বেশ ভয়ানক ও বিপজ্জনক মনে হলেও এটি নিতান্ত সহজ বিষয়। ড্যাকটিল হলো তিন সিলেবল বা শব্দাংশের ছন্দোবদ্ধ একক। এতে একটি বদ্ধাক্ষরের পর দুইটি মুক্তাক্ষর থাকবে।

এটি শুনতে বিব্রতকর মনে হতে পারে। ড্যাকটিলকে তিন সিলেবলের একটি শব্দের মতো ভাবুন, যার প্রথম সিলেবল বদ্ধাক্ষর। যেমন: আলাদা (আল-আ-দা), পরিবার (পর-ই-বার)।

পরপর দুটি ড্যাকটিল থাকাকেই ডাবল ড্যাকটিল বলে। যেমন: আলাদা পরিবার—একটি ডাবল ড্যাকটিল।

ডাবল ড্যাকটিল ছন্দোবদ্ধ কবিতার একটি রীতি। একটি ডাবল ড্যাকটিল কবিতার দুইটি স্তবক থাকে। প্রতিটি স্তবকের প্রথম তিন লাইনে ডাবল ড্যাকটিল থাকে। চতুর্থ লাইনে একটি ড্যাকটিলের পর এক-সিলেবলের শব্দ থাকে। যেমন: আলাদা সুখ।

ডাবল ড্যাকটিল কবিতার আরও কিছু নিয়ম—

- স্তবক দুইটির শেষ লাইন দুটির মধ্যে অন্ত্যমিল থাকবে।
- প্রথম স্তবকের প্রথম লাইনে নির্বোধ কোনো কথার ডাবল ড্যাকটিল থাকবে।
- বিশেষ্য বা কবিতার মূল বিষয়টি প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় লাইনে ডাবল ড্যাকটিল থাকবে। যেমন: প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন।
- দ্বিতীয় স্তবকের অন্তত একটি লাইনে একটি শব্দ থাকবে, যাতে ছয় সিলেবল থাকবে। অর্থাৎ, এক শব্দের মধ্যেই ডাবল ড্যাকটিল হবে। যেমন: আগ্রহান্বিত (আগ-র-হ-আন-নি-ত)।

মূলত, আরেকটি নিয়ম আছে যে, ডাবল ড্যাকটিল কবিতার ব্যবহৃত ছয়-সিলেবলের শব্দ একই কবিতায় একবারের বেশি ব্যবহার করা যাবে না।

এতসব নিয়মের জন্য ডাবল ড্যাকটিল লেখা বেশ চ্যালেঞ্জিং হলেও এই রীতিতে দারুণ শিশুতোষ কবিতা লেখা যায়।

অনুশীলন

একটি ডাবল ড্যাকটিল কবিতা লিখুন।

উপদেশ: আপনি চাইলে পরের পৃষ্ঠায় থাকা ট্যাম্পলেট ব্যবহার করতে পারেন।

ব্যতিক্রম: ব্যতিক্রম হিসেবে দশটি ড্যাকটিল শব্দের তালিকা করুন। দশটি ডাবল ড্যাকটিল শব্দের তালিকা করুন। এরপর দশটি বিশেষ্যের (নাম) তালিকা করুন, যেগুলো ডাবল ড্যাকটিল।

অতঃপর আপনি ডাবল ড্যাকটিল কবিতা লেখার জন্য আরও পরিণত হয়ে উঠবেন।

উপযোগিতা: কবিতা লিখতে গেলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, যখন আপনার একটি ছন্দ বানানোর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সিলেবলযুক্ত শব্দের প্রয়োজন পড়বে। ডাবল ড্যাকটিলের মতো কবিতার অনুশীলন আপনাকে এমন পরিস্থিতিতে সাহায্য করবে। তাছাড়া ডাবল ড্যাকটিলের সাহায্যে শিশুতোষ কবিতা লেখা যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লাইন		স্তবক
১	ডাবল ড্যাকটিল নির্বোধ শব্দ	১ম স্তবক
২	ডাবল ড্যাকটিল বিশেষ্য বা কবিতার মূল বিষয়	
৩	ডাবল ড্যাকটিল	
৪	একটি ড্যাকটিল ও এক সিলেবল শব্দ	

৫	ডাবল ড্যাকটিল	২য় স্তবক
		১ম ৩ লাইনের যেকোনো একটিতে ছয় সিলেবলযুক্ত ১টি শব্দ থাকবে, যে শব্দে ডাবল ড্যাকটিল থাকবে
৬	ডাবল ড্যাকটিল	
৭	ডাবল ড্যাকটিল	
৮	একটি ড্যাকটিল ও এক সিলেবল শব্দ; ১ম স্তবকের সাথে অন্ত্যমিল	

৭.৬ লেখাকে আকৃতি দান: ল্যান্টার্ন

শব্দকে একটি নির্দিষ্ট আকৃতিতে বসিয়ে কবিতা লেখা একটি দারুণ মজার বিষয়। হাইকুর মতো ল্যান্টার্নও জাপানিজ সাহিত্যের একটি শাখা। এই রীতিতে এমনভাবে কবিতা লেখা হয়, যার একটি নির্দিষ্ট আকার থাকে।

ল্যান্টার্নে পাঁচটি লাইন থাকে। প্রথম লাইনের এক সিলেবলযুক্ত শব্দ থাকবে। দ্বিতীয় লাইনে থাকবে দুই সিলেবল। তৃতীয় লাইনে তিন সিলেবল। চতুর্থ লাইনে চার সিলেবল। শেষ লাইনে আবার এক সিলেবল। অর্থাৎ ১-২-৩-৪-১।

ল্যান্টার্ন কবিতার ষষ্ঠ লাইনটি হলো সেই কবিতার শিরোনাম। এটি আবার কবিতারও অংশ।

চুল

তোমার
ছুঁয়ে দেয়
অন্তর আমার
রোজ,

ভালোবাসার নামে।

মাঝেমধ্যে কবিদের অজান্তেই কবিতা একটি আকার ধারণ করে ফেলে। অনেক সময় কবিরা ইচ্ছে করেই নির্দিষ্ট আকার মেনে কবিতা লিখেন।

অনুশীলন
একটি ল্যান্টার্ন লিখুন।

উপদেশ: এক শব্দ যেন দুই লাইনে ভাগ করে লেখা না হয়। পুরো কবিতা যেকোনো একটি বিষয়ের বর্ণনা হতে পারে।

ব্যতিক্রম: অন্য কোনো আকার মেনে কবিতা লিখুন। আপনার কবিতাটি অবশ্যই টাইপ করে দেখুন যে, প্রিন্টে আকারটি দেখতে কেমন লাগছে।

উপযোগিতা: পূর্বে নির্ধারিত শব্দ বা অক্ষর সংখ্যা মেনে বা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট আকারের শব্দ বসানোর অনুশীলন কবির দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে। কারণ কবিতার অন্ত্যমিল করতে গেলে অনেক সময় নির্দিষ্ট সিলেবলযুক্ত কোনো শব্দ খোঁজার প্রয়োজন পড়তে পারে।

আবার আপনি যদি সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের জন্য লিখে থাকেন, তবে আপনাকে একটি নির্দিষ্ট আকারের মধ্যে লেখা শেষ করতে হবে। এই অনুশীলনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট আকৃতিতে লেখার দক্ষতা বাড়বে।

৭.৭ ডগরেল (নিকৃষ্ট কবিতা)

একটি নির্দিষ্ট ধরনের কবিতাকে প্রত্যেক কবিই অরুচিকর ও অপরিশোধিত মনে করে থাকেন। ডগরেল হচ্ছে এমন কবিতা, যার সাহিত্যমান কম। মূলত যে কবিতাকে ডগরেল বলা হয়, সেটিকে আবর্জনা মনে করা হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সমৃদ্ধ কবিতার নিয়ম ভঙ্গ করে ডগরেল লেখা হয়। কখনো তা করা হয় ইচ্ছে করেই। কবিতার ভাবপ্রবণতার মানদণ্ড নুয়ে পড়লে তাকে ডগরেল বলে। ডগরেলে সস্তা শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ছন্দ না থাকলেও তাকে ডগরেল বলে। হাইকু যদি রীতি মেনে লেখা না হয়, তবে সেটিও ডগরেল। আর যেসব কাজ একটি কবিতাকে ডগরেল করে তোলে, তা হলো—অন্ত্যমিলে ভুল করা, আন্তরিকতাহীন বিষয় নিয়ে লেখা, বিষয়ের বর্ণনায় ভুল করা ইত্যাদি।

ডগরেল মূলত একজন কবির অযোগ্যতার অংশ। যদিও ডগরেল শব্দটি শুধু নিকৃষ্ট কবিতাকে সনাক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয় না; কিছু কবি ইচ্ছে করেই ডগরেল লিখে থাকেন। এতে করে একজন কবি বিশুদ্ধ হওয়ার তাড়না বোধ করেন।

সমৃদ্ধ কবিতার চিরাচরিত রীতি ভঙ্গ করে ডগরেল লেখা হয়। তবে অনেকে এসব কবিতাকে বিচক্ষণতার সাথে বিনোদনের বিষয় করে তোলেন। সে কারণেই ডগরেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপযোগ হলো, এর মাধ্যমে প্যারোডি বা ব্যাঙ্গকাব্য লেখা যায়।

তারা বলে থাকে, ভালো লেখক হওয়ার জন্য প্রথমে খারাপ লিখতে হবে। কেউ জানে না, এ 'তারা' কারা, আর কেন 'তারা' নিজেদের সবজান্তা ভেবে বসে আছেন। তবে এটা সত্য যে, তাদের কথাই ঠিক। এই অনুশীলনে আপনি খারাপ লেখার চেষ্টা করবেন।

অনুশীলন

একটি ডগরেল লিখুন। কবিতাটি অন্তত আট লাইনের হবে আর অন্তত তিনটি নিয়মগত ভুল থাকবে। যেমন: ছন্দপতন, মাত্রায় ভুল, সস্তা শব্দ, অন্ত্যমিল না থাকা, বিষয়ের ভুল বর্ণনা ইত্যাদি।

উপদেশ: যত বেশি খারাপ কবিতা লেখা যায়, লিখুন। লেখা শেষ হলে, কবিতাটি পড়ে নিজেই নিজের উপর হাসুন।

ব্যতিক্রম: আপনি যদি সহজেই ডগরেল লিখে ফেলতে পারেন, তাহলে এবার বিখ্যাত কোনো লেখার প্যারোডি লিখুন।

উপযোগিতা: যারা লেখালেখির মাধ্যমে ক্যারিয়ার গড়তে চান, তারা প্রায়শই খুব সিরিয়াস থাকেন নিজের লেখা নিয়ে। মাঝেমধ্যে আমাদের একটু বিরতি নেওয়া দরকার। আর মনে রাখা দরকার, এতটা সিরিয়াস হলে চলবে না। নিজেকে নিয়ে হাসা শিখতে হয়। এই অনুশীলনটি এ কাজে সাহায্য করবে।

৭.৮ উদ্ভাবিত কবিতা

লেখকেরা মৌলিকত্ব নিয়ে সবসময়ই দুশ্চিন্তায় থাকেন। তারা একটি কবিতা লিখেন, তারপর সে কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দেন ডাস্টবিনে। কারণ, ইতোমধ্যে এ নিয়ে কেউ লিখে ফেলেছে।

তারা গল্প লিখেন, তারপর সেটি মুচড়ে ফেলে দেন। কারণ, অন্য কেউ এই প্লট নিয়ে লিখে ফেলেছে। চরিত্রগুলো খুব পরিচিত। প্লটগুলোও সাধারণ। একই শব্দ ব্যবহার হয়েছে অনেক অনেকবার।

মৌলিকত্ব মানে একদম নতুন কিছু লেখা নয়। আমাদের সামনে যা আছে, সেটিকেই নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে নতুনভাবে উপস্থাপন করাটাই হলো মৌলিকত্ব।

একেই উদ্ভাবিত কবিতা বলে। আপনি একটি পুরনো বিষয় বা লেখা নিয়েই সেটিকে কবিতার রূপ দেবেন। উদ্ভাবিত কবিতায় নিম্নোক্ত নিয়ম মানা হয়—

- পুরনো কোনো লেখা থেকে কবিতা বানানো হবে।
- শব্দে পরিবর্তন আনা যাবে না।
- কিছু সংযোজন ও বিয়োজন করা যাবে।
- কবি ছন্দ ও মাত্রা বুঝে লাইন বানাবেন।
- কবির কাজ হলো লেখাগুলোকে কবিতার নিয়মে প্রকাশ করা।

এই কবিতাকে উদ্ভাবিত কবিতা বলা হয়। কারণ, এই কবিতা বানানো হয় না, উদ্ভাবন করা হয়। অবশ্যই পাঠ্যবইয়ের কোনো লেখা বা সংবাদপত্রের কোনো কলাম পড়ে আপনার হয়তো মনে হয়েছিল, এই লেখার মধ্যে কবিতা লুকিয়ে আছে। অভিনন্দন! আপনি কবিতা উদ্ভাবন করতে পেরেছেন।

মূলত যেসব লেখায় কাব্যিকতার ছিটেফোঁটাও থাকে না, সেসব লেখা থেকেই কবিতা উদ্ভাবিত হয়ে থাকে। যেমন: ভাষণ, আর্টিকেল বা পাঠ্যবই। অবশ্য কবিতা, গানের লিরিক্সের মধ্যেও আরও অনেক কবিতা লুকিয়ে থাকে। একটি গল্পের মধ্যেও থাকে কবিতা।

অনুশীলন

এই অনুশীলনটি গুপ্তধনের সন্ধান করার মতো। কবিতার খোঁজে কিছু লেখা মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। সংবাদপত্র ও পাঠ্যবইয়ের পাতাগুলো উল্টেপাল্টে পড়ুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনলাইনে বিভিন্ন ভাষণ বা রিপোর্ট পড়ে দেখুন। লেখাটি পড়ার সময় আকর্ষণীয় চিত্র, রূপক ও চমৎকার শব্দচয়নের দিকে খেয়াল রাখুন। মূল শব্দচয়নে খুব বেশি পরিবর্তন না এনে শুধু বাক্যগঠনে কাব্যিকতা আনার চেষ্টা করুন।

উপদেশ: লেখা পড়ার সহজ উৎস হলো ইন্টারনেট। কারণ, ইন্টারনেটে থাকা ভাষণ বা আর্টিকেলগুলো সহজেই কপি করে ওয়ার্ড ডকুমেন্টে এনে প্রয়োজন মতো বাক্যচয়ন করে সহজেই কবিতায় রূপ দেওয়া যাবে। উইকিপিডিয়ায় রাখা থাকে একগাদা আর্টিকেল। আপনার আগ্রহ আছে, এমন বিষয়ের আর্টিকেল পড়ে অনুশীলন শুরু করে দিন।

ব্যতিক্রম: আপনি হয়তো জানেন, কবিরা নিয়মের বাইরে গিয়ে সৃজনশীল হতে পছন্দ করেন। অনেক কবিরা বিভিন্ন আর্টিকেল থেকে বাক্য মিলিয়ে তাতে সংযোজন ও বিয়োজন এনে চমৎকার বাক্যচয়নের মাধ্যমে কবিতা লিখে থাকেন।

তাছাড়া, আপনি চাইলে আপনার বর্তমানে লিখতে থাকা কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ভাবন করে লিখতে পারেন।

উপযোগিতা: এই অনুশীলনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সৃজনশীলতা বৃদ্ধি। এই অনুশীলন আপনাকে শেখাবে, কীভাবে একটি পুরনো লেখাকে নতুনত্ব দিতে হয়। একটি লেখাকে নতুন দৃষ্টিকোণ নিয়ে দেখতে শিখবেন আপনি।

৭.৯ গুরুগম্ভীর রীতি: রন্ডৌ, রন্ডেল, রন্ডলেট

অনেক কবি নিয়মবদ্ধ কবিতা লিখতে অপছন্দ করেন। তারা মনে করেন, এতে সৃজনশীলতা গণ্ডির আওতাধীন হয়ে যায়। নিয়ম মেনে কবিতা লেখা সেকেলে কাজ। অন্যরা আবার নিয়মের পক্ষে কথা বলেন। তারা মনে করেন, নিয়মের মধ্যে লেখার মাধ্যমেই সৃজনশীলতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

এই বিষয়ে মত দেওয়ার আগে আপনাকে অবশ্যই সব ধরনের নিয়ম পরখ করে দেখতে হবে।

যুগ যুগ থেকেই সাহিত্যের ছাত্রদের প্রথমে নিয়মবদ্ধ লেখা শেখানোর পরই তাদেরকে নিজস্ব ইচ্ছেমতো লেখার সুযোগ দেওয়া হয়। একজন নতুন গায়ক তার ক্যারিয়ারের শুরুতেই মৌলিক গান পায় না। তাকে প্রথমে অন্যের গান গাইতে হয়। একজন চিত্রশিল্পী প্রথমে বিখ্যাত পেইন্টিংগুলো দেখে আঁকা শেখে, তারপর নিজ থেকে ছবি আঁকে। কবিতা এর ব্যতিক্রম নয়।

চলুন চটপট দেখে আসি, ফ্রেঞ্চ সাহিত্যের তিনটি রীতি।

রন্ডৌ: রন্ডৌ কবিতায় পনেরো লাইন থাকে। এটি তিন স্তবকে বিভক্ত থাকে। প্রথম স্তবকে পাঁচ লাইন, এরপর চার লাইন, শেষের স্তবকে থাকবে ছয় লাইন। অন্ত্যমিল হবে এমন—ককখক ককখপ ককখখকপ। এখানে 'প' হচ্ছে পুনরাবৃত্তি।

রন্ডৌ কবিতার প্রথম লাইনের কোনো শব্দ বা বাক্যাংশকে অষ্টম ও পঞ্চদশ লাইনে পুনরাবৃত্তি করা হয়। পুনরাবৃত্তি লাইন ছাড়া বাকিসব লাইনের মাত্রা এক থাকবে।

রন্ডেল: রন্ডেলে তেরোটি লাইন থাকে। প্রথম দুই স্তবকে চার লাইন ও শেষ স্তবকে পাঁচটি লাইন থাকে। অন্ত্যমিল: কখখক কখককখ কখখকক। বড় করে দেওয়া লাইনগুলোতে পুনরাবৃত্তি থাকবে।

রন্ডলেট: রন্ডলেটে সাতটি লাইন থাকে। অন্ত্যমিল হবে কখককখখক। (বড় করে দেওয়া লাইনে পুনরাবৃত্তি থাকবে)। পুনরাবৃত্তির লাইনগুলো হবে চার সিলেবলের। বাকি লাইনগুলো হবে এর দ্বিগুণ, অর্থাৎ আট সিলেবল।

অনুশীলন

একটি রন্ডৌ, রন্ডেল বা রন্ডলেট লিখুন।

উপদেশ: লেখা শুরুর আগে অন্ত্যমিল ও স্তবক অনুসারে ডকুমেন্ট সাজিয়ে নিন। কবিতার ট্যাম্পলেট কীভাবে বানাতে হয়, তা ৭.৫ নং অনুশীলনে দেওয়া আছে। শব্দের সিলেবলগুলো নোট করে রাখুন, যাতে করে পুনরাবৃত্তির জন্য সিলেবলের নিয়ম বজায় রাখতে পারেন। চমকপ্রদ শব্দচয়নের দিকে খেয়াল রাখুন। রন্ডৌ, রন্ডেল ও রন্ডলেটের অনেক উদাহরণ অনায়াসেই পেয়ে যাবেন ইন্টারনেটে।

ব্যতিক্রম: যেকোনো এক রীতিতে একটি কবিতা না লিখে তিন রীতিতে তিনটি কবিতা লিখে ফেলুন। এতে করে আপনার একের ভেতর তিনটি অনুশীলন করে ফেলতে পারবেন।

উপযোগিতা: অনেক প্রকাশনী আছে, যারা কবিতা প্রকাশ করে থাকে। আপনি চাইলে নিজের রন্ডৌ, রন্ডেল ও রন্ডলেট কবিতা প্রকাশনীর কাছে দিতে পারেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৭.১০ কবিতার রীতির আবিষ্কার

কে প্রথম সনেট বা হাইকু আবিষ্কার করেছিল? কীভাবে এই রীতিগুলো এত বিখ্যাত হয়ে উঠেছে? আর কিছু রীতি একদমই জনপ্রিয়তা পায়নি। তা কেন? ঠিক কত ধরনের রীতিকে কবিরা উপেক্ষা করে ছুঁয়েও দেখেননি?

আর সবচেয়ে চমকে দেওয়া প্রশ্ন— কীভাবে আপনি রীতির আবিষ্কারক হবেন?

অনুশীলন

কবিতার একটি নতুন রীতি আবিষ্কার করুন। আপনার আবিষ্কৃত রীতিতে যা থাকতে হবে, তা হলো—

- কবিতায় মোট কতটি লাইন থাকবে?
- কতটি স্তবক থাকবে?
- প্রতিটি স্তবকে কতটি লাইন থাকবে?
- কোন ধরনের ছন্দ মেনে কবিতা লেখা হবে?
- কোনো লাইনের পুনরাবৃত্তি ঘটবে?

অবশেষে রীতিটির একটা নাম দিন ও সেই রীতি মেনে একটি কবিতা লিখুন।

উপদেশ: আপনার কবিতার রীতিকে সুপরিকল্পিত করার জন্য কবিতার একটি ট্যাম্পলেট তৈরি করুন (ট্যাম্পলেটের উদাহরণ দেওয়া আছে ৭.৫ নং অনুশীলনে)।

ব্যতিক্রম: আপনি চাইলে অন্য দুটি (বা তার বেশি) রীতিকে এক করে ভিন্ন রীতি তৈরি করে ফেলতে পারেন। কেমন হবে যদি একটি কবিতা একই সাথে হাইকু ও চতুষ্পদী হয়?

উপযোগিতা: যদিও কবিতার বর্তমান রীতিগুলোতেও আপনি নিয়মবদ্ধ কবিতা লিখতে পারবেন, তবে নিজের রীতি তৈরির মাধ্যমে আপনার সৃজনশীলতার পরিধি বাড়বে।

অধ্যায় ৮

ভাষা ও সাহিত্য

৮.১ শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা

একজন লেখকের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ থাকা আবশ্যক। যদিও অনেক লেখক কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় কিছু শব্দ বারবার ব্যবহার করে থাকেন। লেখালেখিতে শব্দের পুনরাবৃত্তি আসাটা স্বাভাবিক। বিশাল সংখ্যক শব্দ জানা থাকলেও লিখতে গেলে শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটবেই।

তবে লেখায় দুর্বল শব্দ ব্যবহারের জন্য কোনো অজুহাত নেই। ইদানীং হাতের কাছেই অভিধান পাওয়া যায়। তাছাড়া, ইন্টারনেটে বিনামূল্যে অভিধান ব্যবহার করা যায়।

গল্প বা উপন্যাস লেখার সময় আমরা সেটিং, প্লট ও চরিত্র গঠনের দিকে অধিক মনোযোগ দিই। তবে যে উপাদানটি কারও লেখাকে স্বতন্ত্র করে তুলে ধরে, তা হলো 'শব্দচয়ন'। কাহিনিকে যদি একটি সাদা-কালো চিত্র ধরা হয়, সমৃদ্ধ শব্দচয়নের মাধ্যমে চিত্রটি রঙিন হয়ে উঠে। যে লেখার শব্দচয়ন যত সমৃদ্ধ, সে লেখাটি তত মুগ্ধকর।

একটি সাধারণ লেখা ও সমৃদ্ধ লেখার মধ্যে অন্যতম পার্থক্য হলো শব্দচয়ন।

অনুশীলন

এই অনুশীলনের জন্য যা প্রয়োজন, তা হলো—

- একটি কবিতা (স্বরচিত বা অন্য কবির কবিতা হতে পারে)।
- একটি কলম ও কাগজ বা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড।
- একটি অভিধান।

এই অনুশীলনটি কাগজে বা সফটওয়্যারে করা যাবে। তবে যেহেতু এ কাজে নির্ধারিত কবিতার কিছু অংশ কপি করা লাগতে পারে, সেক্ষেত্রে সফটওয়্যারে কাজ করাটা সহজ হবে। এতে করে সহজেই কপি-পেস্ট করতে পারবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম ধাপ: বিশেষ্য ও ক্রিয়া

কবিতাটি পড়ে বিশেষ্য ও ক্রিয়াগুলো হাইলাইট করুন। সফটওয়্যার ব্যবহার করলে শব্দগুলো বোল্ড, ইটালিক বা আন্ডারলাইন করতে পারবেন।

হাইলাইট করা শেষ হলে সেই বিশেষ্য ও ক্রিয়াগুলোর সমার্থক শব্দ ব্যবহার করে কবিতাটি অন্য একটি ওয়ার্ড ফাইলে আবার লিখুন। শব্দ পরিবর্তনের জন্য নিজের মস্তিষ্ক ঘেঁটে সমার্থক শব্দ খুঁজে বের করুন। তবে ভাবার জন্য বেশি সময় নেবেন না। শব্দ খুঁজে না পেলে অভিধান ব্যবহার করুন।

অভিধানে কবিতার মূল শব্দ ও আপনার ব্যবহৃত শব্দগুলোর অর্থ এক কি-না; তা আবার চেক করুন। শব্দ পরিবর্তন শেষ হলে দুটো কবিতা আবার পড়ে দেখুন। পরিবর্তন খুঁজে পাচ্ছেন কি?

দ্বিতীয় ধাপ: বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ (অ্যাডভার্ব)

প্রথম ধাপে ব্যবহৃত কবিতার মূল কপিটা আবার নিন। এবার কবিতাটি পড়ে বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণগুলো হাইলাইট করুন।

হাইলাইট করা শেষ হলে প্রথম ধাপের মতো বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণগুলোর সমার্থক শব্দ ব্যবহার করে কবিতাটি নতুন একটি ওয়ার্ড ফাইলে আবার লিখুন। নিজের শব্দভাণ্ডার থেকে সমার্থক শব্দ লেখার চেষ্টা করুন। না পারলে থেমে থাকবেন না, অভিধান থেকে শব্দ লিখুন।

কাজ শেষ হলে দুটো কবিতা একসাথে পড়ুন। কিছু বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণে পরিবর্তন আনাতে কি কবিতা আবৃত্তিতে ভিন্নতা অনুভব করছেন? নাকি দুটোই এক মনে হচ্ছে?

তৃতীয় ধাপ: সংমিশ্রণ

আবার মূল কবিতাটি নিন। এবার একসাথে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ও ক্রিয়া-বিশেষণগুলো একসাথে হাইলাইট করে সবকটির সমার্থক শব্দ ব্যবহার করুন।

এরপর দুটো কবিতা একসাথে পড়ুন। আপনি কি পেরেছেন এমন একটি কবিতা তৈরি করতে, যার অর্থ মূল কবিতার মতো হলেও সাহিত্যমান ভিন্ন?

উপদেশ: সমার্থক শব্দ ব্যবহার করে নতুন কবিতা তৈরি হয়ে গেলে এই নতুন কবিতাকে মূল কবিতা ধরে আবার উপরের অনুশীলনটি করতে পারেন। এভাবে প্রতিবার অনুশীলনের পর নতুন কবিতা দিয়ে আবার অনুশীলন করুন।

ব্যতিক্রম: বিশেষণ-বিশেষ্য ও ক্রিয়া বিশেষণ-ক্রিয়ার সমন্বয়গুলো হাইলাইট করে সেগুলোকে একটি শব্দে পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন। যেমন: হালকা ঘুম পরিবর্তন করে কিমুনি শব্দটি ব্যবহার করা যায়।

আবার, একটি শব্দের পরিবর্তে বাক্য ব্যবহার করে লিখুন। যেমন: সবুজ পরিবর্তন করে ঘাসের রং লেখা যায়।

এই পরিবর্তনগুলো কবিতায় কী প্রভাব ফেলে? এতে কবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে নাকি মান কমেছে?

উপযোগিতা: এই অনুশীলনের অন্যতম উপকারিতা হচ্ছে, এর মাধ্যমে শব্দভাণ্ডার বিস্তৃত হবে, শব্দচয়নে আসবে বৈচিত্র্য। তাছাড়া, আপনার স্বরচিত কবিতায় এই অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নত শব্দের প্রয়োগ করে সেই কবিতাটি আপনি প্রকাশও করতে পারবেন।

৮.২ অনুপ্রাস ও স্বরানুপ্রাস

কাব্যিক শব্দগুলো শেখার মাধ্যমে আপনি নিজের আয়ত্তে থাকা লেখালেখির কৌশলগুলোকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। এতে ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি করে আপনি ছন্দ বানাতে পারবেন, তা কিন্তু নয়। তবে অনুপ্রাসের অর্থ জানা থাকলে এটি আপনার লেখাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করবে।

অনুপ্রাস ও স্বরানুপ্রাসের মতো কাব্যিক নিয়ম আমাদের শেখায়, লেখায় কত সৃজনশীলভাবে শব্দ সাজানো যায়, যা লেখার কাব্যিকতাকে সমৃদ্ধ করে। এতে করে লেখা হয়ে উঠে চমকপ্রদ ও স্মরণীয়। তবে এই নিয়মগুলো শুধু কবিতায় নয়, সব ধরনের লেখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অনুপ্রাস হলো পাশাপাশি থাকা দুটি শব্দে ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি। যেমন: কুশল কামনা, গরজে গগনে, মুগ্ধতার মহিমা ইত্যাদি।

শব্দের শুরুতে ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি না হয়ে শব্দের মাঝখানে হলেও তা অনুপ্রাস হবে। যেমন: হীরা মনিহারি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখানে 'হ' বর্ণটি হীরা শব্দের প্রথমে থাকলেও মনিহারি শব্দের মাঝখানে পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

আবার একই শব্দেই দুটো ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তিকে অনুপ্রাস বলা যায়। যেমন: গড়াগড়ি।

স্বরানুপ্রাস হলো অনুপ্রাসের মতোই। শুধু পার্থক্য হলো, এখানে স্বরধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটে। যেমন: আমার আকাশ।

সরাসরি ছন্দ প্রয়োগ না করেও স্বরানুপ্রাস ব্যবহারে ছন্দের সৃষ্টি হতে পারে।

তো, অনুপ্রাস ও স্বরানুপ্রাস কীভাবে লেখায় প্রভাব ফেলে?

সাধারণভাবেই পুনরাবৃত্তির কথা চিন্তা করে দেখুন। একটি কথা বারবার বলা হলে তা মস্তিষ্কে স্থান দখল করে নেয়। অনুপ্রাস ও স্বরানুপ্রাসের কাজটাও ঠিক এরকম।

ঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে তা একটি ছন্দোবদ্ধ লেখার মান বৃদ্ধি করবে ও তা পাঠকের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অনুশীলন

নিজের বা অন্য কারও একটি লেখা পড়ে অনুপ্রাস ও স্বরানুপ্রাসগুলো খুঁজে বের করুন। এ কাজের জন্য কবিতা, ফিকশন, প্রবন্ধ, ব্লগ—যেকোনো ধরনের লেখা ব্যবহার করতে পারেন।

অনুপ্রাস ও স্বরানুপ্রাসগুলো হাইলাইট করুন। সফটওয়্যারে কাজ করলে বোল্ড, ইটালিক বা আন্ডারলাইন করতে পারেন। কাজ শেষ হলে লেখাটি জোরে জোরে পড়ে অনুপ্রাস ও স্বরানুপ্রাসের প্রভাব অনুভব করার চেষ্টা করুন।

উপদেশ: আবার চেক করে দেখুন, আপনার হাইলাইট করা অনুপ্রাসে বদ্ধাক্ষর আছে কি-না।

ব্যতিক্রম: লেখা থেকে অনুপ্রাস ও স্বরানুপ্রাস না খুঁজে নতুন একটি লেখা তৈরি করুন, যাতে অনুপ্রাস ও স্বরানুপ্রাসের ব্যবহার থাকবে।

চাইলে আপনার ইতোমধ্যে লেখা একটি গল্প বা কবিতা নিয়ে তাতে সম্পাদনা করে অনুপ্রাস ও স্বরানুপ্রাস ব্যবহার করুন।

উপযোগিতা: কাব্যিকতা ও পুনরাবৃত্তি একটি লেখার মান বৃদ্ধি করে। বেশিরভাগ সময়েই লেখকেরা ভাষার দিকে নজর না দিয়ে কাহিনির দিকে নজর দেন। অনুপ্রাস

ও স্বরানুপ্রাসের মতো কাব্যিক বিষয় নিয়ে অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা ভাষা, শব্দচয়ন ও বাক্য গঠন নিয়ে কাজ করার অনুপ্রেরণা পাব।

৮.৩ তাল ও ছন্দ

ছন্দবদ্ধ কবিতা কখনো জনপ্রিয়তা লাভ করে, কখনো বা হারায়। সব কবিতা ছন্দ মিলিয়ে লেখা যায় না। তবে শিশুতোষ ছড়ায় সবসময়ই ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কিছু কবি সহজেই ছন্দবদ্ধ লেখায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন। বাকিরা সাধারণ অন্ত্যমিল করতে গেলেও হিমশিম খান, অভিধান ঘেঁটে ঘেঁটে হয়রান হোন।

ছন্দবদ্ধ কবিতা লেখাটা যেমন আনন্দের, পড়াটাও মুগ্ধকর। এসব কবিতা আবৃত্তিতে আত্মা প্রশান্ত হয়। লেখায় কাব্যিকতা আনার জন্য ছন্দের অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলন

একটি ছন্দময় গান নির্ধারণ করুন, যার মিউজিক সাধারণ। ছোট পপ সং এতে ভালো কাজ করবে। ক্লাসিক্যাল মিউজিক নেবেন না, এদের অধিকাংশেই লিরিক্স থাকে না। আর এই অনুশীলনে আমাদের শব্দ নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা তো লেখক, তাই না?

গানের ছন্দ ও তালের গঠন এক রেখে নতুন অন্ত্যমিল নিয়ে গানটা আবার লিখুন। শুধু অন্ত্যমিল পাল্টালে হবে না, গানের কথা পাল্টে অন্ত্যমিলের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে হবে। এভাবে তাল ও ছন্দের নিয়ম ঠিক রেখে গানটা আবার লিখুন। এতে সুবিধে করতে না পারলে অন্ত্যমিলের জন্য অভিধান দেখুন।

উপদেশ: প্রথমদিকে সাধারণ তাল ও ছন্দবদ্ধ গান নিয়ে কাজ করুন। এই অনুশীলন কয়েকবার করার পর ধীরে ধীরে কঠিন মিউজিকের গানের কথা পাল্টানোর চেষ্টা করুন।

ব্যতিক্রম: এ অনুশীলনের ব্যতিক্রম হিসেবে যা করতে পারেন, তা হলো—বিখ্যাত কবির কবিতার তাল ও ছন্দ ঠিক রেখে নিজ থেকে আবার লিখুন। লিরিক্স ছাড়া শুধু মিউজিক নিয়ে সে মিউজিকের জন্য নিজ থেকে গান লিখুন। এবং তা অবশ্যই অন্ত্যমিলযুক্ত হতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপযোগিতা: ছন্দ নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে আপনি শব্দচয়নের ব্যাপারে আরও সতর্ক হবেন। তাছাড়া শব্দের উচ্চারণের সাথে তালের সম্পর্ক বুঝতে পারবেন। আর যারা শিশুতোষ ছড়া বা গান লিখেন, তাদের জন্য এই অনুশীলনের বিকল্প নেই।

৮.৪ দেখাবেন, বলবেন না: উপমা

লেখকদের প্রায়ই বলতে শোনা যায়—দেখাবেন, বলবেন না।

নবীন লেখকদের জন্য এই উপদেশটি বিভ্রান্তিকর। কী দেখাবেন? লেখালেখির মানে তো পাঠককে গল্প বলা, তাই না?

যখন আপনি লিখবেন, *'দুজন প্রেমিক প্রেমিকা হাতে হাত ধরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।'* এ লেখা পাঠকের হৃদয়ে একটি কল্পিত দৃশ্য তৈরি করতে পারবে না।

কিন্তু যখন আপনি লিখবেন, *'বৃষ্টিস্নিগ্ধ বিকেলটাতে চায়ের দোকানে গরম চায়ের ধোঁয়া উড়ে। সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত সুদর্শন ছেলেটা তার প্রিয়তমার হাত ধরে হাঁটছে। বাতাসের শীতলতা অনুভূত হলে একবার প্রিয়ার দিকে তাকালো সে। নীল রঙয়ের সিল্ক শাড়িতে যেন পরী লাগছে ওকে।'* এর মাধ্যমে পাঠকের কল্পনায় একটি ছবি ভেসে উঠবে।

দেখাবেন, বলবেন না— কথাটির অর্থ এটিই। আপনার লেখা যেন পাঠকের কল্পনায় গল্পের ছবি এঁকে দিতে পারে।

কবিতার জন্য উপমা অধিক প্রয়োজনীয়। কারণ, কবিতা লেখা হয় অনুভূতি নিয়ে। ভালোবাসা, মায়া, অভিমান হলো কবিতার বিষয়। কারও কল্পনায় এসব অনুভূতির ছবি আঁকা নিতান্ত কঠিন। তবে এ কাজ করতে পারলে তার প্রতিদান বিশাল।

মনে করুন, একটি অবিচার নিয়ে কবিতা লিখবেন। আপনি চাইলে একটা পরিসংখ্যান দেখাতে পারেন যে, মিথ্যে ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে কত আসামী নিজেদের নিরপরাধ প্রমাণ করেছে। এভাবে আপনি শুধু বলছেন, দেখাচ্ছেন না।

আপনি পাঠককে দেখাতে পারেন, এক নির্দোষ ব্যক্তিকে খুনের আসামী ভেবে ফাঁসির রায় দেওয়া হয়েছে। ফাঁসির আগে তার জীবনের শেষ খাবার, শেষ ফোনকলের মুহূর্তকে কবিতায় ফুটিয়ে তুলুন। তারপর ঘাতকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে, তার অনুভূতির কথা লিখুন, লিখুন সে ঘরের পরিবেশের কথা। কীভাবে একটি কালো পর্দা তার দৃষ্টিকে অন্ধকার করে দিলো চিরদিনের মতো, তা লিখুন। এভাবেই আপনি যা বলতে চান, তার একটি দৃশ্য তৈরি হবে পাঠকের মনে। এভাবেই, না বলে দেখাতে হয়।

অনুশীলন

শুরু করার আগে একটি বিস্তৃত বিষয় নির্ধারণ করুন, যা নিয়ে আপনি কবিতা লিখবেন। যেমন: ভালোবাসা, ঘৃণা, প্রতিশোধ, ত্যাগ, মুক্তি, পুনর্জন্ম ইত্যাদি।

কবিতাটি এমনভাবে লিখুন, যাতে এই অনুভূতির একটি চিত্র তৈরি হতে পারে পাঠকের মনে।

উপদেশ: উপমা একই সাথে গল্পকথন, বর্ণনা ও রূপকের অংশ। কবিতা লেখার সময় চারপাশের দৃশ্যমান বস্তুগুলোকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করুন। আবেগিক ভাষায় না লিখে বর্ণনার মাধ্যমে ছবি আঁকার চেষ্টা করুন।

ব্যতিক্রম: ব্যতিক্রম হিসেবে, কিছু কবিতা পড়ে উপমাগুলো খুঁজে বের করুন, যেগুলো কবিতার মূল বিষয়কে বর্ণনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। সেই উপমাগুলোকে নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। উপমাগুলো কবিতার বিষয়কে কীভাবে বিস্তৃতভাবে ফুটিয়ে তুলেছে, তা লিখুন।

উপযোগিতা: শুধু কবিতা নয়, সব ধরনের লেখার মান বৃদ্ধিতে উপমার জুড়ি নেই। এটি লেখালেখির অন্যতম সমৃদ্ধ একটি উপাদান।

৮.৫ কাট-অ্যান্ড-পেস্ট কবিতা

কবিতার অধিকাংশ অনুশীলনই আপনাকে কবিতার যেকোনো একটি অংশ নিয়ে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে। এই অনুশীলনে আপনি একসাথে অনেক কিছু নিয়ে কাজ করবেন।

প্রথমত, এটি আপনার দৈনিক লেখালেখির রুটিন থেকে ছুটি দেবে। কারণ, এই অনুশীলনে লেখা ছাড়াও বাড়তি কিছু আছে। এই অনুশীলনে আপনাকে কিছু কাটিং-পেস্টিং করতে হবে। কম্পিউটারে কাট-অ্যান্ড-পেস্ট নয়, বরং আগেকার দিনের মতো কাঁচি ও গ্লু দিয়ে।

দ্বিতীয়ত, এই অনুশীলন অনেকদিন থেকে পড়ে থাকা পুরনো সংবাদপত্র, ম্যাগাজিনগুলো কাজে লাগানোর সুযোগ করে দেবে।

ভবিষ্যতে কবিতা নিয়ে অনুশীলন করতে চাইলে আপনি এই অনুশীলনটি আবার করতে পারেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ কাজের জন্য প্রয়োজন কিছু সরঞ্জাম ও সময়। চাইলে একদিনেই দু-এক ঘণ্টা সময় নিয়ে কাজ করতে পারেন বা প্রতিদিন একটু একটু করে কয়েকদিনে করতে পারেন।

সরঞ্জাম

- পুরনো সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, পুস্তিকা, ফটোকপি, পুরনো মেইল ইত্যাদি প্রিন্ট করা কাগজ।
- একটা ছোট বাক্স, বালতি, বয়াম বা কন্টেইনার।
- কাঁচি।
- গ্লু বা সাদা ট্যাপ (ট্রান্সপারেন্ট)।
- সাদা কাগজ বা কার্ডবোর্ড।
- হাইলাইটার (অপশনাল)।

অনুশীলন

প্রথম ধাপ: পুরনো সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিন পড়ে তাতে থাকা আকর্ষণীয় শব্দ ও বাক্যগুলো খুঁজে বের করুন, যা আপনার কল্পনার প্রতিনিধিত্ব করে। আপনি চাইলে শব্দগুলোকে হাইলাইট করতে পারেন অথবা চলে যেতে পারেন পরের ধাপে।

দ্বিতীয় ধাপ: সেই শব্দ ও বাক্যগুলো কেটে বাক্সটাতে রাখুন।

তৃতীয় ধাপ: অনেকগুলো শব্দ ও বাক্যের টুকরো জমা হয়ে গেলে সবগুলো কোথাও মেলে ধরুন। এবার দু-তিনটি শব্দ এক করে ভালো একটি বাক্য বানানোর চেষ্টা করুন। এভাবে সংবাদপত্র থেকে কাটা শব্দগুলো একটির সাথে আরেকটি বসিয়ে একটি কবিতা তৈরি করার চেষ্টা করুন। শব্দগুলো গ্লু দিয়ে সাদা কাগজে বসিয়ে দিন।

উপদেশ: আকর্ষণীয় শব্দগুলোই ব্যবহার করুন। কবিতা বানানো হয়ে গেলে বেঁচে যাওয়া শব্দগুলো ফেলে দেবেন না। আগামীতে অনুশীলন করার জন্য রেখে দিন।

ব্যতিক্রম: সংবাদপত্র থেকে কাটা অংশগুলো দিয়ে কবিতা বানানো কঠিন মনে হলে কবিতার লাইন সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ নিজ থেকে লিখে ফেলুন।

উপযোগিতা: এই অনুশীলন আপনাকে শব্দচয়নের প্রতি মনোযোগী করে। এই অনুশীলন আপনাকে আপনার জ্ঞানে থাকা শব্দভাণ্ডার থেকে বেরিয়ে এসে ভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া শব্দ দিয়ে কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করে, যা আপনার শব্দভাণ্ডারকেও সমৃদ্ধ করবে।

৮.৬ রূপক ও উপমা

একটি লেখাতে প্রাণ দেওয়ার জন্য রূপক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি প্রতীক ও উপমার মাঝামাঝি একটি বিষয়। প্রতীক হলো এমনকিছু, যা অন্য কোনো বস্তু বা বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। আপনার হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শাহাদাত আঙুল (তর্জনী) ও মধ্যমা আঙুল উঁচু করুন। এটি শান্তির প্রতীক। অনেকে আবার ভিক্টোরি বোঝাতে এই প্রতীক ব্যবহার করে থাকেন।

উপমা হলো, যখন একটি জিনিস অন্য একটি জিনিসের মতো। যেমন: সে চাঁদের মতো অপরূপ।

রূপক হলো, যখন আমরা বলি, একটি জিনিস অন্য একটি জিনিস। সে চাঁদের মতো নয়; সে চাঁদ।

একটি সমৃদ্ধ রূপক দুর্বোধ্য কিছুকে সাবলীল কিছুর মাধ্যমে প্রকাশ করে পাঠককে মুগ্ধ করে দিতে পারে।

অনুশীলন

লেখার জন্য একটি বিষয় নির্ধারণ করুন। লিঙ্গ, খাবার, গান ইত্যাদি বিষয়ে রূপকের ব্যবহার ততটা প্রভাব ফেলবে না, যতটা ফেলবে কোনো অনুভূতির ক্ষেত্রে রূপকের ব্যবহার।

এবার আপনার বিষয়ের সাথে মিল রেখে একটি রূপক নির্ধারণ করুন। রূপকটা হতে হবে এমনকিছু, যা আপনার পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করে।

এবার আপনার কাছে বিষয় ও রূপক আছে। এখন কবিতা লেখার পালা। রূপকটাকে কীভাবে কবিতার ভাষায় বর্ণনা করবেন তা নিয়ে ভাবুন।

উদাহরণস্বরূপ, মনে করুন, আপনি নাচের রূপক হিসেবে মাছ ব্যবহার করবেন। মাছকে নিয়ে ভাবুন। সাঁতার কাটার সময় তাদের দেহ আন্দোলিত হয়। তারা লাফিয়ে চলে। তারা মসৃণ। সাঁতার কাটার সময় মাছেরা বাবল তৈরি করে। ভেবে দেখুন, নাচের সাথে মাছের কোন গুণগুলোর মিল আছে।

রূপকের সাথে সম্পৃক্ত শব্দগুলো উপমা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন: মাছ হলো নৃত্য, আর সঙ্গীত মাছের টোপের মতো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপদেশ: লেখাতে অনেক বেশি রূপক নিয়ে আসবেন না। আবার একই রূপকের অনেক বেশি বর্ণনা করবেন না। একটি রূপকের অতিরিক্ত ব্যবহার বিরক্তিকর। আর একই সাথে অনেকগুলো রূপকের ব্যবহার হলো বিভ্রান্তিকর। রূপককে সাধারণ রাখার চেষ্টা করুন।

ব্যতিক্রম: ব্যতিক্রম হিসেবে কয়েকটি কবিতার বিষয় ও তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি তালিকা তৈরি করুন।

উপযোগিতা: আপনার সম্প্রতি লেখায় ব্যবহৃত বিষয়গুলোর কথা ভেবে দেখুন। কোনো লেখাকে কি মানহীন মনে হচ্ছে? সেই লেখাটি আবার পড়ুন। একটি রূপক ব্যবহার করে এই বিষয় নিয়ে আবার লিখে দেখুন। রূপকের ব্যবহার কি আপনার লেখার মান বাড়িয়েছে?

৮.৭ সংক্ষিপ্ত লেখা

অনেক কবি এ কথা দাবি করে থাকেন যে, কবিতা যত সংক্ষিপ্ত, ঠিক ততটাই গভীর। তাই, কবিতায় থাকা চলবে না কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা।

আমরা লেখকেরা নিজেদের লেখাকে চমকপ্রদ করার জন্য শব্দচয়নের দিকে বেশ নজর দিই। বিশেষ করে, বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণের প্রতি। লেখায় শ্রুতিমাধুর্যের জন্য ছন্দের ব্যবহার করি।

কবিতার প্রাণ ও আত্মা হচ্ছে শব্দ। যেকোনো লেখার ক্ষেত্রেই মূল বিষয়কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে হয়। আর লেখাকে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নজর রাখতে হয় শব্দচয়নের দিকে। কবিতার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত শব্দের ব্যবহার অধিক গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। সেই সাথে বিষয়ের অতিরঞ্জন পরিহার করে লিখতে হয়।

এই অনুশীলন আপনার ক্ষুদ্র পরিসরে লেখার দক্ষতার পরীক্ষা নেবে। মনে রাখবেন, কম মানেই বেশি।

অনুশীলন

ইতোমধ্যে লেখা একটি কবিতা হাতে নিন (অন্য যেকোনো লেখাও হতে পারে)। কবিতাটি পড়ে বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণগুলো খুঁজে বের করে তা কেটে ফেলুন। কত জায়গায় কেটেছেন, তা নোট করুন। এবার বিশেষ্য ও ক্রিয়াগুলো পাল্টে এমন সমার্থক শব্দ ব্যবহার করুন, যাতে পূর্বে বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ থাকাকালীন

আপনি যা বোঝাতে চেয়েছিলেন, এখন নতুন ব্যবহৃত বিশেষ্য ও ক্রিয়া যেন ঠিক একই কথা বোঝায়।

যেমন: আপনি লিখেছিলেন, *রক্তখেকো প্রাণী*। এবার *রক্তখেকো* বিশেষণ কেটে দিলে শুধু *প্রাণী* থেকে গেলে তা দিয়ে লেখার অর্থ প্রকাশ পাবে না। *প্রাণী* বিশেষ্যটাকে *ভ্যাম্পায়ার* শব্দ দিয়ে পরিবর্তন করে দিলে কম শব্দে একই কথা বলে দেওয়া যাবে।

এই অনুশীলনে এটাই আপনার কাজ।

উপদেশ: এমন কিছু বিশেষণ থাকে, যা কেটে দিয়ে বিশেষ্যকে পাল্টে আর একই অর্থ প্রকাশ করা যায় না। যেমন: চকলেট কুকি থেকে চকলেট কেটে দিলে তা আর কোনোভাবে বোঝানো যাবে না।

এ ধরনের বিশেষণ সরানো থেকে বিরত থাকুন।

ব্যতিক্রম: এই অনুশীলনটি দুজন মিলে করা যেতে পারে। দুজনে একই কবিতা নিয়ে আলাদাভাবে অনুশীলন করবেন, তারপর একে অপরের লেখাটি পড়ে দেখবেন।

কে বিশেষণ সরিয়ে ভালো বিশেষ্য ব্যবহার করেছেন? আপনি না আপনার বন্ধু?

উপযোগিতা: এই অনুশীলন আমাদের আত্মসম্পাদনা শেখাবে। কীভাবে অপ্রয়োজনীয় শব্দ বাদ দিতে হবে, কীভাবে দুর্বল শব্দ পাল্টে ব্যবহার করতে হবে সমৃদ্ধ শব্দ, কম কথায় লেখাকে কীভাবে চমকপ্রদ করবেন—এসব কিছু শিখতে পারবেন এই অনুশীলন থেকে।

৮.৮ ফ্রি-রাইটিং: প্রাথমিক সরঞ্জাম

বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে আমরা ফ্রি-রাইটিং সম্পর্কে জেনেছি। ফ্রি-রাইটিংয়ের অনেক উপকারিতা রয়েছে। এটি আপনার মস্তিষ্ককে জঞ্জালমুক্ত করে, যাতে আপনি লেখায় মনোযোগ দিতে পারেন। লেখার জট খুলতে এটি সাহায্য করে। তাছাড়া ফ্রি-রাইটিং জাগিয়ে তোলে আপনার অন্তরে থাকা সুপ্ত সৃজনশীলতা।

আপনার একটি লেখার প্রাথমিক সরঞ্জাম জোগাড়ের জন্যও ফ্রি-রাইটিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই অনুশীলনে আমরা শিখব, কীভাবে ফ্রি-রাইটিংয়ের মাধ্যমে একটি লেখার প্রাথমিক সরঞ্জাম জোগাড় করা যায়।

অনুশীলন

আপনি যদি প্রথম অধ্যায় না পড়ে থাকেন বা ফ্রি-রাইটিংয়ের কোনো অনুশীলন না করে থাকেন, পেছনে গিয়ে তাহলে প্রথম অধ্যায়টি পড়ে আসুন। অধ্যায়টি বেশ ছোট, পড়তে বেশি সময় লাগবে না। আপনার কিছু ফ্রি-রাইটিংও করে নেওয়া উচিৎ।

ফ্রি-রাইটিংয়ে আপনার মাথায় যা আসে, আপনি তা-ই লিখুন। লেখা যতই অর্থহীন হোক, ক্ষতি নেই। যদি লেখার মতো কিছু মাথায় না আসে, তবে *আসে না, আসে না* কথাটিই বারবার লিখুন, যতক্ষণ না লেখার মতো কিছু খুঁজে পান। আপনি বিভিন্ন আইডিয়ার কথাও লিখতে পারেন। এভাবে অন্তত বিশ মিনিট ফ্রি-রাইটিং করুন।

আর যদি ইতোমধ্যে আপনি ফ্রি-রাইটিং করে থাকেন, তবে সেগুলো এই অনুশীলনে ব্যবহার করতে পারবেন। আপনার পুরনো ফ্রি-রাইটিংগুলো পড়ে আকর্ষণীয় শব্দ ও বাক্যগুলো হাইলাইট করুন। যেসব কথার কাব্যিকতা আছে বা যেগুলো দিয়ে গল্প বা কবিতা তৈরি হতে পারে বলে মনে হয়, সেগুলোই হাইলাইট করুন। একটি শব্দ, একটি বাক্য বা পুরো একটি প্যারাও হাইলাইট করা যেতে পারে।

হাইলাইট করা লাইনগুলো একটি সাদা পৃষ্ঠায় লিখে নিন। ওয়ার্ড ফাইলে ফ্রি-রাইটিং করে থাকলে লাইনগুলো কপি করে নতুন ডকুমেন্টে পেস্ট করুন। এবার আপনার প্রাথমিক সরঞ্জাম জোগাড় হয়ে গেল। এবার সেগুলো দিয়ে কবিতা লেখার পালা।

ফ্রি-রাইটিং থেকে নেওয়া লাইনগুলো ব্যবহার করে একটি কবিতা লিখুন। প্রয়োজনে আরও লাইন যোগ করুন। চাইলে ফ্রি-রাইটিং থেকে কিছু লাইন বাদ দিতে পারেন। লাইনগুলোকে ছন্দ মেনে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

উপদেশ: যত বেশি ফ্রি-রাইটিং করবেন, তত বেশি লেখালেখির উপাদান পাবেন। পুরো সপ্তাহে প্রতিদিন বিশ মিনিট করে ফ্রি-রাইটিং করুন। আর সপ্তাহ শেষে সেগুলো ব্যবহার করে লিখে ফেলুন কবিতা।

ব্যতিক্রম: আপনি চাইলে একসাথে অনেকগুলো ফ্রি-রাইটিং থেকে হাইলাইট করে একটি কবিতা লিখতে পারেন। অনেক সময় আবার একটি ফ্রি-রাইটিং থেকেই দু-তিনটে কবিতা লেখা হয়ে যায়।

উপযোগিতা: অনেক কবি তাদের কবিতার প্রাথমিক উপাদানের জন্য ফ্রি-রাইটিং করে থাকেন। নিয়মিত ফ্রি-রাইটিং করলে তা প্রতিনিয়ত চমকপ্রদ হয়ে উঠবে। প্র্যাকটিস ম্যাইকস এ ম্যান পারফেক্ট, তাই না? একসময় খেয়াল করলে দেখবেন, ফ্রি-রাইটিংগুলোতে একটু পরিবর্তন আনতেই তা সরাসরি কবিতায় রূপ নিয়েছে।

৮.৯ টুইটার কবিতা

যুগ পাল্টাচ্ছে, পাল্টাচ্ছি আমরা। একসময় চিঠিতেই সীমাবদ্ধ ছিল যোগাযোগ-ব্যবস্থা। এরপর এলো টেলিগ্রাফ, টেলিফোন। এখন স্মার্টফোনের আশীর্বাদে একে অপরের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রাখতে পারছি। আমি কী লিখব, কোথায় লিখব, কাদের জন্য লিখব—এসব প্রশ্নের উত্তরে একটা বড় পরিবর্তন এসেছে সোশ্যাল মিডিয়ার বদৌলতে। ইন্টারনেটে আমাদের সংক্ষিপ্তভাবে সুস্পষ্ট করে লিখতে হয়।

লেখালেখির স্টাইলে একটা নতুনত্ব এসেছে টুইটারের জন্য। টুইটার বলছে, যা ইচ্ছে লেখো, তবে ১৪০ বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। মনের ভাব ঠিকমতো প্রকাশের জন্য ১৪০ বর্ণ নিতান্তই নগণ্য।

তবে এটি টুইটারকে সফলতার সাথে পরিচয় করিয়েছে। বিশ্বজুড়ে অনেক সেলেব্রিটিও নিজের মত প্রকাশের জন্য টুইটারকেই সবচেয়ে প্রিয় প্লাটফর্ম দাবি করেন।

লেখকরাও এতে পিছিয়ে নেই। অনেক লেখক মনে করেন, পাঠক ও অন্য লেখকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এটি একটি উপকারী সাইট। অনেকে আবার মাত্র ১৪০ বর্ণের জন্য লেখালেখির আরেকটি শাখা তৈরি করে ফেলেছেন: টুইটার গল্প ও টুইটার কবিতা।

অনুশীলন

এই অনুশীলনটি নিতান্ত সহজ। ১৪০ বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে একটা কবিতা লিখুন। নিজেকে বাড়তি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে গুণে গুণে ঠিক ১৪০ বর্ণ ব্যবহার করে কবিতা লেখার চেষ্টা করুন। কম বা বেশি হলে চলবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপদেশ: টুইটার কবিতার জন্য হাইকু বেশ ভালো খাপ খায়। টুইটারে লগ ইন করে একবার হাইকু (#haiku) সার্চ করেই দেখুন না!

ব্যতিক্রম: অনলাইনে জনপ্রিয় একটি ট্রেন্ড চলছে, যার নাম ছয় শব্দের গল্প। আপনি চাইলে নিজের মতো নিয়ম তৈরি করুন (যেমন: আট শব্দের গল্প)। এবার এমন একটি গল্প লিখুন, যা ১৪০ বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ও আট শব্দের হবে।

উপযোগিতা: এই অনুশীলনের প্রথম উপযোগ হলো, আপনি আপনার কবিতা টুইটারে পোস্ট করতে পারবেন। তাছাড়া আপনি চাইলে ১৪০ বর্ণে সীমাবদ্ধ অণুকাব্যের সিরিজ লিখে ফেলতে পারেন।

৮.১০ কবিতায় শব্দ প্রবর্তনা

অনেক সময় কবিরা শব্দ সঙ্কটে ভোগেন।

আপনি ক্লান্ত ও ব্যস্ত থাকতে পারেন। আপনি মানসিকভাবে বিক্ষিপ্ত থাকতে পারেন। প্রতিটা দিন আপনার জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে আসবে না। কিছু কিছু দিন আসে পীড়ন দেওয়ার জন্য। কিন্তু লিখতে না পারার জন্য কোনো অজুহাত হতে পারে না।

লেখকেরা অনেক সময় রাইটার্স ব্লক নামক একটি কথা বলে থাকেন, যা লেখার থেকে বাঁচার একটি মিথ্যে অজুহাত ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের চারপাশে রয়েছে অনুপ্রেরণার ভাণ্ডার, আমরা এমন সময়ে বাস করছি, যেখানে অজুহাতের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

আমাদের সৃজনশীল মানসিকতা হরতাল শুরু করে দিলে সে হরতাল ভাঙার জন্য লেখালেখির প্রবর্তনা বিষয়টি অতি কার্যকরী। কিছু প্রবর্তনা একটি লেখার প্লট বা সূচনা ভাবতে সাহায্য করে। কিছু প্রবর্তনা আপনার সামনে কিছু প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়। আবার অন্য কিছু প্রবর্তনা হলো কিছু শব্দের তালিকা, যা আপনার লেখার জট খুলতে সাহায্য করে।

অনুশীলন

নিচে কয়েকটি শব্দ তালিকা দেওয়া হলো। প্রথম পাঁচটি তালিকা সাধারণভাবে তৈরি করা হয়েছে। যেকোনো একটি তালিকার সবকটি শব্দ ব্যবহার করে একটি কবিতা লিখুন। বাকি চারটি করা হয়েছে চারটি ঋতু নিয়ে। আপনি চাইলে এই ঋতুগুলোর

একটি নিয়ে কবিতা লিখতে পারেন। মনে রাখবেন, তালিকার সবকটি শব্দ যেন কবিতায় থাকে।

এক: পারিজাতহীন, তন্দ্রা, দুঃস্বপ্ন, জীর্ণ, লজ্জা।
দুই: ককপিটে, বিষণ্ন, দীর্ঘশ্বাস, প্রত্যাশা, গ্লানি।
তিন: প্রিয়তমেষু, বৃষ্টিসিক্ত, পূর্ণিমা, কানের দুল, জীবন।
চার: শহর, ব্যস্ততা, বারণ, স্বপ্ন, নির্বাসন।
পাঁচ: গোবেচারা, ভ্রুকুটি, নিখিল, অবচেতন, অম্লান।
বসন্ত: সবুজ, কোকিল, ঘ্রাণ, নির্মল, পুষ্প।
গ্রীষ্ম: করাল, ক্লান্তি, রৌদ্রজ্জ্বল, আম, খরা।
বর্ষা: টং, কদম, ক্যাম্পাস, প্রিয়তমা, মেঘ।
শীত: ফুটপাত, প্রার্থনা, ভাঁপা পিঠা, উম, রাত।

উপদেশ: এমন শব্দ খুঁজে বের করুন, যার একসাথে অনেক অর্থ রয়েছে। যেমন: জহর শব্দটির অর্থ বিষ। আবার জহর বলতে বহুমূল্য পাথর বা রত্নও বোঝায়। এমন শব্দের ব্যবহার কবিতায় ভিন্ন মাত্রা দান করবে।

ব্যতিক্রম: এ অনুশীলনে অসংখ্য ভিন্নতা রয়েছে। আপনি চাইলে কয়েকটি তালিকা থেকে বাছাই করে শব্দ নিয়ে লিখতে পারেন। আপনি চাইলে একটি কবিতায় অনেকগুলো তালিকার সবকটি শব্দ ব্যবহার করতে পারেন। আবার সবকটি তালিকার সবকটি শব্দ নিয়েও কবিতা লিখতে পারেন।

উপযোগিতা: যারা লিখতে বসে কিছুই লিখতে পারেন না, তাদের জন্য লেখালেখির প্রবর্তনার বিকল্প নেই। সবসময় লেখার জন্যও এসব প্রবর্তনা ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারেও সতর্কতা প্রয়োজন। ঠিকভাবে ব্যবহৃত না হলে আপনার লেখা মানহীন হয়ে পড়বে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধ্যায় ৯

সমস্যার সমাধান এবং সত্যতা ও যুক্তির গুরুত্ব

৯.১ সবচেয়ে বড় বিতর্ক

একটি সমৃদ্ধ ও সুসঙ্গত লেখা তৈরিতে যুক্তি ও ঘটনার শৃঙ্খলা আবশ্যক। গল্প ও কবিতা উভয় ধরনের লেখার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। লেখালেখির জন্য মৌলিক যে দক্ষতা অপরিহার্য, তা হলো কোনো বিষয়কে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা।

আপনার গল্প বা কবিতা যদি যুক্তিহীনভাবে লেখা হয়, তা পাঠকপ্রিয়তা হারাবে। আপনার গল্পের চরিত্র সাংঘাতিক কিছু করে ফেলল, অথচ এর পেছনে কোনো কারণ নেই। এমন হলে পাঠক আপনার লেখার প্রতি বিমুখ হয়ে পড়বে।

লেখালেখির জন্য দূরদর্শিতা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

জীবনের তর্ক-বিতর্ককে আমরা অনেক সময় কনফ্লিক্ট মনে করি। প্রায় সময় তারা কনফ্লিক্ট হয়েই দেখা দেয়। বাড়ি ফিরতে দেরি হবে, জানাতে ভুলে গেছে স্ত্রী। এরপর বাড়ি ফিরলেই শুরু হবে তর্ক। ছেলে পরীক্ষায় খারাপ করে। আরেকটি তর্ক! তর্ক শুধু ব্যক্তিগতক্ষেত্রে কনফ্লিক্টের জন্ম দেয় না। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিতর্কগুলো হয় দার্শনিক বিষয়গুলো নিয়েই; এমন সব প্রশ্ন নিয়ে, যার সুস্পষ্ট কোনো উত্তর নেই। আমাদের গল্পের চরিত্রের মধ্যকার বিতর্ককে বাস্তবিক ও বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে বর্ণনা করতে চাইলে প্রথমে দার্শনিক বিতর্কগুলোতে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

অনুশীলন

প্রথমে আপনাকে একটি দার্শনিক প্রশ্ন নির্ধারণ করতে হবে (নিচে কিছু সাজেশন দেওয়া আছে)। এই প্রশ্নের দুই পক্ষের দুজনের মধ্যকার বিতর্ক কথোপকথন আকারে লিখুন। সাধারণ স্ক্রিপ্টের মতো করে ডায়লগগুলো লিখুন। শুরুর দিকে আপনি এই বিষয়গুলো ব্যবহার করতে পারেন—

- একজন বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর একজন পরিচালক আছেন। অন্যজন তা বিশ্বাস করেন না।
- একজন বিশ্বাস করেন, সবকিছুই ভাগ্যে লেখা আছে। অন্যজন মনে করেন, মানুষের পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া কিছুই হয় না।
- একজন মনে করেন, মানুষের মধ্যে আসলেই ভালো ও খারাপ সত্তা আছে। অন্যজন ভাবেন, এসব মানুষের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।
- একজন পরজন্মে বিশ্বাস করেন, অন্যজন করেন না।

বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ও বিতর্কের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপদেশ: এই অনুশীলনের জন্য শুধু এমন বিষয়ই নির্ধারণ করুন, যার সাথে আপনি নিজে পরিচিত। যেমন: আপনি পৃথিবীর পরিচালকের সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন, আর এ নিয়ে আপনার কাছে যথেষ্ট তথ্য আছে। আপনি তাহলে এটা নিয়েই কথোপকথন তৈরি করুন। কোনো বিষয়ে লেখার আগে সে নিয়ে রিসার্চও করা যেতে পারে।

ব্যতিক্রম: ব্যতিক্রম হিসেবে যেকোনো একটি বিষয় নির্ধারণ করে এর পক্ষে একটি আর্টিকেল ও বিপক্ষে একটি আর্টিকেল লিখুন।

বাড়তি চ্যালেঞ্জ হিসেবে এমন এক বন্ধু খুঁজে বের করুন, যে কি-না আসলেই আপনার এই বিষয়ের বিপক্ষ মতে বিশ্বাসী। তারপর দুজনে নিজেদের মত নিয়ে আলাদা আর্টিকেল লিখুন। অতঃপর একে অপরকে যুক্তির মাধ্যমে নিজের মতবাদ বোঝানোর চেষ্টা করুন।

উপযোগিতা: অনেক সময় আপনার গল্পে দুটো চরিত্রের মধ্যে ভিন্ন মতবাদ থাকতে পারে। তাদের এই মতবাদের ভিন্নতা পারস্পরিক সম্পর্কেও প্রভাব ফেলতে পারে। তাছাড়া এসব বিতর্ক কবিতার বিষয় হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

৯.২ ফিকশনের তথ্যের সত্যতা

বর্তমান পৃথিবীতে প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত রয়েছে। আর মানুষের মতগুলো একে অপরের মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে যায়। মতের সত্যতা আর যাচাই করা হয় না।

লেখালেখিতে যখন গল্পের কাহিনির সাথে আপনার প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা থাকবে না, পাঠকেরা বিরক্ত হবে। তারা আপনার বই নিয়ে নেগেটিভ রিভিউ লিখতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পিছপা হবে না। এতে বোকা বনে যাবেন আপনি। কারণ, আপনি গল্প লেখার আগে সামান্য রিসার্চ ও তথ্যের সত্যতা নিয়ে যাচাইটুকুও করতে পারেননি।

গল্পের প্রথম অধ্যায়ে একটি চরিত্র জানাল যে, সে একটি নির্দিষ্ট কলেজে ভর্তি হলে তার মা ভীষণ রাগ করবে। অথচ দশম অধ্যায়ে এসে জানা গেল, চরিত্র যখন হাইস্কুলে ছিল, তখন থেকেই তার মা কোমায় আছেন। তিনি যদি অবচেতনই থাকেন, ছেলের কোনো এক কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে রাগ করবেন কীভাবে?

যুদ্ধের কবিতায় আপনি ভুল জেনারেল বা ব্যাটালিয়নের কথা লিখে ফেললেন!

তথ্যের সত্যতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যখন আপনি নন-ফিকশন লিখেন। আপনি যদি তথ্যের সত্যতা রাখতে না পারেন বা রিসার্চ না করেন, আপনি বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবেন। সেই সাথে হারাবেন পাঠকপ্রিয়তা।

এই ধরনের একটা ভুলও লেখকের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। ভুলে যাবেন না, পাঠকেরাও শিক্ষিত ও স্মার্ট। তাদের অবমূল্যায়ন করলে চলবে না।

এই অনুশীলনে আপনি শিখবেন, কীভাবে ফিকশন লেখার সময় তথ্যের সত্যতা বজায় রাখতে হয়।

অনুশীলন

আপনার ইতোমধ্যে লেখা একটি ফিকশন বা নন-ফিকশন হাতে নিন। এই অনুশীলনের জন্য কবিতা পরিহার করাই ভালো। লেখাটি পড়ে আপনার প্রদত্ত তথ্যগুলো খুঁজে বের করুন। ঠিক যে তথ্যগুলো খুঁজে বের করবেন, তা হলো—

- **দূরত্ব:** একটা পরিবার সিলেটে বাস করে আর তাদের ছেলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। অথচ আপনি লিখলেন, কোনো এক ছুটির দিনে দুই ঘণ্টার জার্নি শেষে ছেলে এসে বাড়িতে পৌঁছালো! এই অংশটায় আপনাকে পরিবর্তন আনতে হবে, প্রিয় লেখক।
- **সময়:** আপনি লিখলেন, ২০১৮ সালে আপনার একটি চরিত্রের বয়স আঠারো বছর। সালমান শাহ-র *আনন্দ অশ্রু* ফিল্মটা রিলিজের পরপরই থিয়েটারে গিয়ে দেখেছে। দুঃখিত! এ লেখা আপনাকে পাল্টাতে হবে, কারণ ফিল্মটা তার জন্মের আগেই রিলিজ হয়েছে।
- **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি:** খেয়াল রাখবেন, আপনার বর্ণিত ডিভাইস ও আবিষ্কারগুলো যেন আপনার গল্পের সময়কালে পৃথিবীতে সহজলভ্য থাকে। তাছাড়া, বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যগুলোর প্রতি আরেকবার নজর দিন।

যেমন: আপনার গল্প এমন গ্রহে সংঘটিত হয়েছে, যেখানে চাঁদ দুইটি। লেখক, এটা লেখার আগে আপনাকে রিসার্চ করতে হবে।

- **ইতিহাস:** ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে ফিকশন লিখতে চাইলে, গবেষণা আপনার জন্য আবশ্যক। অতীতের কথা লিখতে গেলে অবশ্যই তথ্যগুলোর সত্যতা থাকতে হবে।
- **কাপড়:** চরিত্রগুলো কী কাপড় পরছে, তার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। সেটিং অনুযায়ী কাপড়ের ভিন্নতা থাকবে। তাছাড়া, কোনো চরিত্র স্নিকার্স পরে বাইরে বেরোলে পাহাড়ে চড়তে গিয়ে তার হিল ভেঙে যাওয়াটা বেমানান।

উপদেশ: ফিকশনের তথ্যের সত্যতা যাচাই সহজ কাজ নয়। নিজেই নিজের লেখা পড়লে আমরা স্বভাবত তথ্যের ভুল ধরা থেকে বর্ণনায় মাধুর্য আনার ব্যাপারেই অধিক মনোযোগী হয়ে পড়ি। সম্ভব হলে বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী কোনো বন্ধুকে আপনার লেখা পড়তে দিন। সে বই পড়ে লেখার সমালোচনা করবে, ধরিয়ে দেবে তথ্যের ভুল-ত্রুটি।

ব্যতিক্রম: আপনার যদি এমন কোনো লেখা না থাকে, যা এই অনুশীলনের জন্য প্রযোজ্য, তাহলে আপনি পর্যবেক্ষণ অনুশীলন করতে পারেন। moviemistakes.com নামে একটি ওয়েবসাইট আছে, যেখানে বিভিন্ন মুভিতে ঘটে যাওয়া ভুলগুলো তালিকা করা থাকে। যদিও এসব ক্ষেত্রে তথ্যগত ভুলের থেকে দৃশ্যগত ভুলের কথা বেশি বর্ণিত থাকে। যেমন: মুভির এক দৃশ্যে প্রথমে নায়কের চুল ভেজা থাকে, তবে পরের মুহূর্তেই দেখা যায় নায়কের চুল শুকনো।

ওয়েবসাইট থেকে একটি মুভি সিলেক্ট করুন। কিন্তু, ভুলের তালিকা দেখবেন না। মুভিটা দেখে নিজ থেকে ভুলের তালিকা করার চেষ্টা করুন। এরপর আপনার তালিকার সাথে ওয়েবসাইটের তালিকা মিলিয়ে দেখুন—কতটি নতুন ভুল সনাক্ত করতে পেরেছেন, আর কতটি ভুল ধরতে পারেননি।

উপযোগিতা: ভুল তথ্য দিয়ে পাঠককে বিভ্রান্ত করবেন না। আবার রিসার্চ না করে লিখে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবেন না। মুভিমিস্টেক ওয়েবসাইটে থাকা ভুলগুলো দর্শকের বানানো, যাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ভালো। ভুলে যাবেন না যে, একই ক্ষমতা পাঠকেরও থাকা স্বাভাবিক।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৯.৩ সবার একটি নির্দিষ্ট মতামত রয়েছে

প্রতিটি লেখার একটি মূল কনফ্লিক্ট থাকে। গল্পের পুরো বর্ণনা কেন্দ্রীভূত থাকে সেই অংশটার দিকে, যখন কনফ্লিক্ট শেষ ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছায়।

মূল কনফ্লিক্টের সাথে আরও কিছু সহকারী কনফ্লিক্ট ব্যবহার করা হয় গল্পে উত্তেজনা আনার জন্য।

সহকারী কনফ্লিক্ট তৈরির একটি সহজ উপায় হচ্ছে, মতের অমিল। প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট মত থাকে। আর অন্য কারও সাথে তার মত না-ও মিলতে পারে। এ নিয়ে চলে যুক্তি-তর্ক। তার মানে এ নয় যে, আমরা একে অপরের সাথে লড়াই করছি। এটি দৈনন্দিন জীবনেরই একটা অংশ।

প্রকৃত মানুষেরা একে অপরের থেকে ভিন্ন মত লালন করেন। তেমনটাই করে গল্পের চরিত্র। আপনার প্রিয় বই বা মুভির কথা চিন্তা করে দেখুন। কিংবা নিজেদের কথাই ভেবে দেখুন। আপনার পরিবার ও বন্ধুদের প্রায় সকলেই কি চলতি বছরে কাকে সেরা গায়কের পুরস্কার দেওয়া উচিৎ, এ ব্যাপারে একমত? অবশ্যই নয়! আপনার পরিচিত সবার প্রিয় রেস্টুরেন্ট, প্রিয় রাজনৈতিক দল, প্রিয় টিভি-শো এক হওয়াও অসম্ভব।

ব্যক্তিগত মতামত এতটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কিছু কিছু ঘটনায় এর প্রভাব রয়েছে। এই দৃশ্যটার কথা একবার ভেবে দেখুন—

> *কেউ একজন একটা ক্যামিকেল ফ্যাক্টরিতে না বলে ঢুকে সরঞ্জাম নাড়াচাড়া শুরু করে দেয়। দায়িত্বরত দুজন গার্ড তাকে দেখে ফেলে। তারা লোকটার কাছে গিয়ে দেখে, সে এই ফ্যাক্টরির একজন পুরনো কর্মচারী। সে গার্ডদের জানালো, একটি যন্ত্রে ত্রুটি দেখা দিয়েছে। তারা যদি ওকে মেরামত করতে না দেয়, তবে গ্যাস লিক হয়ে অনেক মানুষ মারা যাবে।*
>
> *গার্ডদের একজন কর্মচারীর কথা বিশ্বাস করে নিল। অন্যজন ভাবল, মেরামতের ভান করে কর্মচারী লোকটাই গ্যাস লিক করে দেওয়ার ফন্দি আঁটছে না তো আবার।*

পুরো দৃশ্যটি দুজন গার্ডের মতামতের উপর গঠিত। কোন গার্ড জিতবে শেষ পর্যায়ে?

কোন সুপার হিরো সবচেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে কিংবা পরকাল আছে কি-না—এমন হাজার বিষয় নিয়ে দুটো চরিত্রের মধ্যে যুক্তি-তর্ক হতে পারে।

অনুশীলন

আপনার চরিত্রকে বাস্তবিক মনে করানোর জন্য তার ব্যক্তিগত মতাদর্শ বর্ণনা করা অপরিহার্য। কোন ফাস্টফুড শপের ফ্রাই ভালো কিংবা ইতিহাসের সবচেয়ে সেরা কিংবদন্তি কে—সব বিষয়ে চরিত্রের নিজস্ব একটা মত থাকা চাই।

একটি আর্টিকেল লিখুন, যেখানে কয়েকটি চরিত্রের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করা হবে। অন্তত তিনটি চরিত্রের (বা তার বেশি) দুটি বিষয়ে ছয়টি ভিন্ন মতামত নিয়ে লিখুন (প্রতিটি চরিত্রের দুইটি মতামত)। প্রতিটি চরিত্রের একটি মতামত সাধারণ বিষয়ে হলেও অন্য একটি মতামত যেন গুরুতর কোনো বিষয় নিয়ে হয়।

উপদেশ: বর্ণনাকে সাধারণ রাখার চেষ্টা করুন। এই লেখার মূল মনোযোগ হলো, চরিত্রদের মতামত; বর্ণনাশৈলী নয়। লেখার সেটিং নির্বাচন করতে হবে বিচক্ষণতার সাথে। আদালত, ক্লাসরুম বা নিউজরুম—এসব জায়গায় মতামতের বিতর্ক বেশি পরিলক্ষিত হয়।

ব্যতিক্রম: আপনি নিজে বর্ণনা না করে চরিত্রদের মধ্যকার কথোপকথনের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করুন।

উপযোগিতা: এই অনুশীলন আপনার বানানো চরিত্রগুলো নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে শেখাবে। তাছাড়া, এটি একটি গল্পের মূল কনফ্লিক্টের পাশাপাশি সহকারী কনফ্লিক্ট তৈরিতে সাহায্য করবে, যা একটি গল্পের গভীরতা, জটিলতা ও বাস্তবিকতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকরী।

৯.৪ উভয় সঙ্কটে নৈতিকতা

আপনার চরিত্রের সবকটি মতবাদ সাধারণ ও নির্ভেজাল হবে, এ হতে পারে না। প্রত্যেকেরই একটা গভীর দার্শনিক মতাদর্শ থাকে। আমাদের ধর্ম, পরিবার ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করেই এসব মতাদর্শ গঠিত হয়। আমাদের নৈতিকতার মূলবিন্দু এটি, যা আমাদের যেকোনো সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে।

মানুষের জীবন জটিলতার সংমিশ্রণ। আমাদের ভালো-খারাপের ধারণা পাল্টে যায়, যখন আমরা নিজেরা কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। মনে করুন, আপনার একটি সৎ ও নিষ্ঠাবান চরিত্র মনে করে, সবার প্রথমে নিজের পরিবারের প্রতি একজন ব্যক্তির বিশ্বস্ততা থাকা উচিৎ। এবার সে জানতে পারলো, তার আপন ভাই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাউকে খুন করেছে। সে কি করবে? ভাইকে বাঁচাতে মিথ্যে বলবে? নাকি নিজেকে সৎ রাখবে?

গল্পের চরিত্রের নৈতিকতা যখন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তখন সে গল্পটা হয়ে উঠে আকর্ষণীয়।

অনুশীলন

এই অনুশীলনের জন্য আপনি আপনার চরিত্রের নৈতিকতাকে পরীক্ষায় ফেলবেন। নিচে কিছু সংক্ষিপ্ত গল্প দেওয়া হলো, যেখানে চরিত্রের নৈতিকতা পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। চলুন, এমন একটি গল্প পড়ে দেখা যাক, যেখানে চরিত্রের নৈতিকতা উভয় সঙ্কটে পতিত হয়।

১. *সোফি'স চয়েস* উপন্যাসে, এক পোলিস মা ও তার দুই সন্তানকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন সেই মাকে বলা হয়, তার দুই সন্তানের মধ্যে একজনকে বাঁচতে দেওয়া হবে, অন্যজনকে মেরে ফেলা হবে। কাকে বাঁচাতে চায় সে?
সে যদি যেকোনো এক সন্তানকে বাঁচানোর কথা না বলে, তাহলে দুজনকেই মেরে ফেলা হবে।
এমনই একটি গল্প লিখুন, যেখানে চরিত্রকে তার প্রিয় দুজনের মধ্য থেকে যেকোনো একজনকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

২. একটা সিঙ্গেল মহিলার পাশের বাসার বিবাহিত এক পুরুষের প্রতি নীরব ভালোবাসা আছে। একদিন সে খেয়াল করল, সেই বিবাহিত পুরুষের স্ত্রীর পরকিয়া চলছে। এতে তার ভাবনার কারণ নেই। তবে সে ভাবছে, কারণ এটাই সুযোগ বিবাহিত সেই পুরুষটাকে নিজের করে নেওয়ার।

৩. প্রায় দেশেই মাদকের ব্যাপারে কঠোর আইন রয়েছে। এমনই একটি দেশে বেড়াতে গেল একটি পরিবার। এয়ারপোর্টে কারও পোষা কুকুরটা এসে কিশোর ছেলেটার লাগেজ টান দিতেই খুলে গেল সেটি। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ড্রাগ। পুলিশ জিজ্ঞেস করল, ব্যাগটি কার। কিশোরের বাবা-মা দুজনই নিজেকে ব্যাগের মালিক দাবি করছেন। অথচ দুজনেই জানেন, এ অপরাধের শাস্তি নিশ্চিত মৃত্যু।

৪. একটা এরোপ্লেন ক্র্যাশ করে পড়ে গেল একটা দ্বীপে। কারও খুব একটা ক্ষতি হয়নি। বেশিরভাগ যাত্রী লাইফবোটসে করে এই বিরান দ্বীপ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু, আপনার একটি চরিত্র খেয়াল করল, লাইফবোটের ধারণক্ষমতা আটজন হলেও তাদের লাইফবোটে বারোজন উঠে পড়েছে। লাইফবোট মাঝ সমুদ্রে, ডুবে যাচ্ছে সেটি। এখন কী করবে সে? তাকে হয় চারজনকে ধাক্কা মেরে সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে, যাতে অন্তত আটজন বাঁচতে পারে; অথবা সবাইকে একসাথে মরতে হবে।

এমন পরিস্থিতিগুলোতে চরিত্রকে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর এই সিদ্ধান্তের পেছনে থাকবে একটি কারণ।

উপদেশ: আরও এমন দৃশ্যের খোঁজ পেতে অনলাইনে 'list of moral dilemma' লিখে সার্চ করুন।

ব্যতিক্রম: আপনি যদি গল্প লিখতে না চান, তবে নিজ থেকে এমন কিছু দৃশ্য তৈরি করুন, যেখানে চরিত্রের নৈতিকতা উভয় সঙ্কটে পতিত হয়।

উপযোগিতা: নৈতিক উভয় সঙ্কট গল্প প্রবর্তনা হিসেবেও কাজ করে। এটি গল্পের চরিত্রকে কঠিন সিদ্ধান্তের মুখ ফেলে দেয়, যা একটি গল্পের কনফ্লিক্ট হিসেবে কাজ করে।

৯.৫ ঘটনার শেকল

অনেকে মনে করে থাকেন, পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনা একটি অপরটির সাথে জড়িত। পৃথিবী কাঁপানো একটি বোমা বিস্ফোরণ থেকে হালকা বাতাসে গাছের পাতা ঝরে পড়া—প্রতিটি ঘটনাই একটি শেকলের অংশ।

মনে করুন, বাসার পাশে সারারাত পাখির ডাকের কারণে ঘুমাতে পারেনি কেউ একজন। হয়তো পরেরদিন সকালে গাড়ি চালিয়ে অফিস যাওয়ার পথে গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। আর তখনই অ্যাক্সিডেন্ট হলো তার। এই কার অ্যাক্সিডেন্ট সাধারণ মানুষের জন্য কিছুই নয়। তবে তার প্রিয় মানুষটা হয়তো কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে নিয়েছে।

হয়তো লোকটার অপারেশন করতে হলো। হয়তো হাসপাতালে অপরূপ কোনো রমণীর সাথে দেখা হয়ে যায় তার। হয়তো তাদের প্রেম হয়ে যায়, অতঃপর বিয়ে। অথচ, ঘটনার শুরু হয়েছিল সামান্য পাখির ডাকের মধ্য দিয়ে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনুশীলন

একটি ঘটনা দিয়ে শুরু করুন। এটা গুরুতর কোনো ঘটনা হতে পারে। যেমন: একটি প্রতিবাদী সংঘ মিলিটারি ক্যাম্পে গেরিলা আক্রমণ করল। আবার সাধারণ কোনো ঘটনাও হতে পারে। যেমন: একটি মহিলা রাতের বেলা দুধ কিনতে বাড়ির পাশের মুদি দোকানে যাওয়ার জন্য বের হলো।

এবার এই ঘটনার আগে ঘটে যাওয়া পনেরো থেকে বিশটি ঘটনার কথা লিখুন। এভাবে পেছনের ঘটনা নিয়ে ভাবার মাধ্যমে প্লট নির্ধারণের ভিন্ন একটি পদ্ধতির সাথে পরিচিত হবেন আপনি। পনেরো থেকে বিশটা ঘটনার পর শুরুর ঘটনায় এসে পৌঁছালে এবার সামনের দিকে আরও পনেরো থেকে বিশটি ঘটনা তৈরি করুন।

ঘটনাগুলো জটিল হতে হবে না। আপনি গল্প লিখছেন না। শুধু একটি ঘটনার সাথে সম্পর্ক রেখে অন্য কী ঘটনা ঘটতে পারে, তা উল্লেখ করছেন।

উপদেশ: বাস্তবে একটি ঘটনার সাথে অনেকগুলো ঘটনা একসাথে জড়িত থাকতে পারে। মহিলার এত রাতে দুধ কিনতে বের হওয়ার কারণ কী হতে পারে, তা নিয়েই ভেবে দেখুন। হয়তো ঘরে দুধ ছিল, তা নষ্ট হয়ে গেছে। কিংবা বাজার করতে গিয়ে দুধ কিনতে ভুলে গেছে সে। এখন তার স্বামী ও বাচ্চা ঘুমাচ্ছে। অথচ সে জানে, বাচ্চা একটু পর ঘুম থেকে উঠে দুধ খাওয়ার জন্য কাঁদবে। এজন্য এই গভীর রাতে তাকে দুধ কিনে আনতে হবে। এভাবে তার দুধ কিনতে বের হওয়ার পেছনে একসাথে অনেক কারণ থাকতে পারে।

ব্যতিক্রম: নিজের সৃজনশীলতাকে চ্যালেঞ্জ করতে চাইলে সমকালীন কোনো একটা ঘটনার পর ভবিষ্যতে কী কী ঘটতে পারে, তা লিখুন।

উপযোগিতা: গল্পের ঘটনাগুলোকে ক্রমানুসারে সাজানোর জন্য এই অনুশীলনটি কার্যকরী। গল্প বলতে গেলে, আমরা বেশিরভাগ সময়েই পাঠকের কাছে প্রতিটি ছোট ছোট ঘটনার বর্ণনা করি না। ঘটনার শেকলের আউটলাইন করলে আপনি বুঝতে পারবেন, কীভাবে একটি ছোট্ট বিষয় থেকে গুরুতর ঘটনার জন্ম দেওয়া যায়। এই অনুশীলন গল্পের প্লট প্রবর্তনেও সাহায্য করবে।

৯.৬ অপ্রীতিকর পরিস্থিতি

সবচেয়ে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি হতে পারে, যখন একটি চরিত্রকে না জেনে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মনে করুন, গল্পের নায়কের সামনে একটি বোমার কাউন্টডাউন চলছে। আর আছে দুটো ওয়্যার। একটি ওয়্যার কাটার সাথে সাথেই বোমাটি বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংস করে ফেলবে পুরো এলাকা। অন্য ওয়্যারটি বোমাকে বিনষ্ট করে দেবে। কোন ওয়্যারটি কাটবে সে?

আবার অনেক ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি বা ছোট কোনো ভুল চরিত্রকে অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে ফেলতে পারে। চরিত্রের জন্য সকল পরিস্থিতি সুখকর হবে না। হয়তো ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমে ভালো চাকরি পাবে সে। এখন সে কী করবে? ভালো চাকরির জন্য নিজের নৈতিকতাকে বিসর্জন দেবে নাকি ঠিক উল্টো কাজটা করবে?

এ ধরনের অপ্রীতিকর দৃশ্য পাঠককে বইয়ের পৃষ্ঠায় আটকে রাখে। এটা এমন পরিস্থিতি যখন পাঠক ভাবতে পারে না, কীভাবে গল্পের নায়ক এই বিপদ থেকে বেঁচে আসবে! তারা ভাবতে পারে না, এই পরিস্থিতিতে নিজেরা থাকলে কী সিদ্ধান্ত নিত।

অনুশীলন

তিন থেকে পাঁচটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতির কথা লিখুন। এসব পরিস্থিতির কোনো সুস্পষ্ট উত্তর বা সমাধান দেবেন না। তবে এই পরিস্থিতিতে যেন চরিত্রকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অনেক সময় চরিত্র না জেনেই কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতে পারে।

উপদেশ: নিচে কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদাহরণ দেওয়া হলো—

- ফরিদের কোম্পানিতে কর্মচারী নেওয়া হচ্ছে। ফরিদের দুই বন্ধু চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিলো। দুজনেই বেশ ভালো। এর মাঝে বস ফরিদকে জিজ্ঞেস করে বললেন, 'ফরিদ, তুমি বলো, কাকে নেব? তুমি যার নাম বলবে, সে-ই চাকরি পাবে।'
- সুমনের দুই বন্ধুর মারাত্মক ঝগড়ার পর তারা অনেক বছর কথা বলেনি। এবার সে দুই বন্ধু একে অপরের সাথে জেদ করে একই দিনে বিয়ে করছে। সুমনকে দুজনেই বলেছে, 'এখন দেখব, তুই কাকে বন্ধু ভাবিস!'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- একা এক মা দিন-রাত পরিশ্রম করে তার জমজ সন্তানদের লালন-পালন করে বড় করেছেন। এবার তার সন্তানেরা হাইস্কুল পাশ করেছে। অথচ, তার কাছে যে পরিমাণ টাকা আছে, তা দিয়ে কেবল একজন কলেজে ভর্তি হতে পারবে।

ব্যতিক্রম: অপ্রীতিকর পরিস্থিতির তালিকা না করে এমন পরিস্থিতি নিয়ে পুরো একটি গল্প লিখুন। চাইলে উপরে বর্ণিত উদাহরণগুলো গল্পের প্লট হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। আপনি যদি কখনো কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়ে থাকেন, তবে আপনার অভিজ্ঞতার কথা লিখুন।

উপযোগিতা: এসব পরিস্থিতি উত্তেজনার সৃষ্টি করে, যা একটি গল্পের কনফ্লিক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তাছাড়া এমন পরিস্থিতিকে কমেডির মাধ্যমেও প্রকাশ করা যায়।

৯.৭ যুক্তি

মার্ডার মিস্ট্রিতে খুনির খুন করার পেছনে একটা কারণ থাকে। নিউজ স্টোরিতে তথ্যগুলো হতে হবে নির্ভুল। প্রতিটি লেখার পেছনে একটি নির্দিষ্ট যুক্তি থাকা আবশ্যক। যদি না থাকে, তবে লেখাটি পাঠকের বিশ্বাস হারাবে।

পা ভাঙা কোনো চরিত্র ডান্স করতে যেতে পারবে না। কারও স্পোর্টস কার থাকলে সে একসাথে আটজনকে নিয়ে কোথাও যেতে পারবে না।

তবে, লেখক তার বর্ণনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা দিতে পারেন, কেন পা ভাঙা লোকটা ডান্স করতে গেল, কীভাবে স্পোর্টস কারে আটজন মানুষের জায়গা হলো।

অনুশীলন

নিচে এমন কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হলো, যা রীতিমতো অসম্ভব। এই অসম্ভব ঘটনার পেছনের যুক্তি বর্ণনা করার চেষ্টা করুন—

- এক মা তার নিজ সন্তানকে খুন করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। কেন তাকে খুনি ভাবা হচ্ছে? কারণ, সে নিজের মুখে স্বীকার করেছে। অথচ পরিবার ও আত্মীয়দের কেউই এ কথা বিশ্বাস করছে না। সে এমন কাজ কখনো করতে পারে না। সে মিথ্যে বলছে!

- এক যুবকের জীবনে সব ধরনের সুখ আছে—ভালো চাকরি, সুন্দর স্ত্রী, ফুটফুটে একটা মেয়ে, আলিশান বাড়ি। তারপরও হঠাৎ একদিন কাউকে না জানিয়ে সে পালিয়ে গেল। কিন্তু কেন?
- একটা মেয়ে চশমা ছাড়া কিছুই দেখতে পারে না। আবার তার চোখের পরিস্থিতির জন্য সে কন্ট্যাক্ট লেন্সও পরতে পারবে না। শুধু ঘুমানো ছাড়া তার কোনো সময় সে চশমা খুলে চলতে পারে না। এমন সময় একদিন মেয়েটির মা তার রুমে ঢুকে দেখে, সে চশমা ছাড়া বই পড়ছে।

এ ধরনের ঘটনা প্রায় গল্পেই ঘটতে দেখা যায়। একটি ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে না পারলে অন্য ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করুন। অনেক সময় এই অসম্ভব ঘটনাগুলো প্লট টুইস্ট হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আর লেখক তার ব্যাখ্যার মাধ্যমে পাঠককে চমকে দিতে পারেন।

উপদেশ: সহজ যুক্তি দিতে যাবেন না। মেয়েটা চশমা ছাড়া পড়তে পারছিল, কারণ একটা পরী এসে ওর চোখ ভালো করে দিয়েছে। যুবকটা স্মৃতি হারিয়েছিল বলে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। এমন কিছু লিখবেন না। ঘটনার ব্যাখ্যা দিন যুক্তির সাথে, যাতে পাঠক গল্প পড়ে বলে উঠে, 'ওহ হো! তাহলে এই ব্যাপার!'

ব্যতিক্রম: উদাহরণগুলোর ব্যাখ্যা না দিতে চাইলে নিজ থেকে এমনকিছু অসম্ভব ঘটনা তৈরি করুন। এসব ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারেন কি-না, দেখুন।

উপযোগিতা: এই অনুশীলন আপনাকে মনে করিয়ে দেয়, যুক্তিহীন কিছু লিখলে পাঠক বিভ্রান্ত হবে, আপনি বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবেন। তবে আপনি যতই অদ্ভুত ঘটনা লিখুন না কেন, তার পেছনে যদি যুক্তি থাকে, তবে পাঠক মুগ্ধ হবেই।

৯.৮ সমাধান

সমৃদ্ধ উপন্যাসগুলোতে একটি সমস্যা থাকে, চরিত্র যার সমাধান খুঁজে বের করে। সমস্যার সমাধান লেখালেখির একটি মুখ্য উপাদান। সমস্যাটিই গল্পের কেন্দ্র, আর বাকি উপাদানগুলো সমস্যাকে কেন্দ্র করেই গঠিত।

একটি গল্পে নায়ককে সম্মুখীন হতে হয় বিপদের। সেই বিপদ থেকে নিজেকে, পরিচিতজনকে, কখনো আবার পুরো দেশ বা বিশ্বকে বাঁচানোর দায়িত্ব পড়ে নায়কের উপর। রোমান্টিক গল্পেও থাকে সমস্যা। হয়তো ভালোবাসার মানুষের অবহেলা, বিচ্ছেদ, পারিবারিক সমস্যা বা আরও অনেক কিছু। মার্ডার মিস্ট্রিতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আসল খুনি খুঁজে বের করা মানেই সমস্যার সমাধান করা। কিছু গল্পে একের অধিক সমস্যা থাকে, আবার কিছু গল্পের মূল আকর্ষণ থাকে একটি সমস্যা ঘিরেই।

বিজ্ঞাপনগুলোও বানানো হয় সমস্যাকে কেন্দ্র করে। যেমন: চুল পড়ে যাচ্ছে? খুসকি? আমাদের এই শ্যাম্পুটি ব্যবহার করুন। চুলপড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

দুটি উপায়ে সমস্যা ও সমাধানের কথা বর্ণনা করা যায়। ব্যবসায়িক কাজে আমরা সমাধান নিয়ে প্রথমে চিন্তা করি। যেমন: শ্যাম্পু। এরপর আমরা ভাবি, এই শ্যাম্পুটি কোন কোন সমস্যার সমাধান করছে। অতঃপর আমরা দেখি, এই শ্যাম্পুটি চুল পড়া কমাবে, খুসকি দূর করবে। তারপর আমরা কাস্টমারের জন্য বিজ্ঞাপন তৈরি করি।

ফিকশন উপন্যাস বা গল্পে, আমরা প্রথমে সমস্যা উল্লেখ করি। আমাদের বাস্তব জীবনে যেমন প্রথমে সমস্যার তৈরি হয়, এরপর আসে সমাধান। ফিকশনেও একই রকম হয়। গল্পের নায়ক প্রথমে বিপদে পড়ে, তারপর বেঁচে ফেরার রাস্তা খুঁজে বের করে। গল্পে অনেক সময় এমন ভয়ানক বিপদ বর্ণনা করা যায়, যার সমাধান খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। একজন সমৃদ্ধ লেখক তার সৃজনশীল চিন্তা থেকে বের করে আনেন সে বিপদের অভিনব একটি সমাধান।

এমনকি নন-ফিকশন লেখাতেও সমস্যা ও সমাধানের উল্লেখ থাকে। এক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্যা ও সমাধানের কথাই উল্লেখ করা হয়। তাই বলে নন-ফিকশনের সমস্যাগুলো পাঠককে অবাক করে না, তা কিন্তু নয়। আপনার বর্ণনাশৈলী একটি সাধারণ সমস্যাকে পাঠকের কাছে আবেগময়তার সাথে উপস্থাপন করতে পারে। এলিজাবেথ গিলবার্ট তার ইট, প্রে, লভ আত্মজীবনীতে নিজের মানসিক বিপর্যয়ের কথা এত মুগ্ধতার সাথে বর্ণনা করেছিলেন যে, পাঠকেরা সে গল্পকে নিজেদের জীবনের গল্প ভেবে এলিজাবেথের নিজেকে ফিরে পাওয়ার আগ অবধি এক বছরের যাত্রাকে উপভোগ করেছিল। তারা এলিজাবেথের জন্য কেঁদেছিল, তারপর হেসেছিল। নন-ফিকশন গল্পের সমস্যা সমাধানের পাঠকপ্রিয়তা নির্ভর করে বর্ণনাশৈলীর উপর।

অনুশীলন

নিচে বর্ণিত যেকোনো একটি সমস্যা সমাধানের অনুশীলন করুন—

- মার্কেটের একটি পণ্য সিলেক্ট করুন। এরপর এই পণ্যটি কোন সমস্যার সমাধানে কাজে লাগবে, তা নিয়ে ২৫০ শব্দের সংক্ষিপ্ত একটি স্ক্রিপ্ট লিখুন। লেখাটিতে যেন পণ্য কীভাবে সমস্যা সমাধান করবে, তা বলা থাকে। এমনভাবে লিখুন, যাতে লেখাটি কাস্টমারকে পণ্য কেনার ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে পারে।

- সমস্যা সমাধান নিয়ে একটি ফিকশন লিখুন। আপনার বানানো চরিত্রকে বিপদের মুখে ফেলুন। যেমন: সে একজন গুরুতর আহত রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল। সমস্যাটির একটি বিশ্বাসযোগ্য সমাধান দিন। একটি ছোটগল্প তৈরি করে ফেলতে পারেন।
- আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্যার কথা লিখতে পারেন। হয়তো অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার আগের রাতে কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেল। অথবা আপনি বাথরুমে যাওয়ার পর হঠাৎ খেয়াল করলেন, ট্যাপ দিয়ে পানি আসছে না। সমস্যাটি যে গুরুতর কিছু হতেই হবে, তা কিন্তু নয়। সমস্যাটি হাস্যকরও হতে পারে। ৭০০-১০০০ শব্দের মধ্যে এমন কোনো ঘটনা বর্ণনা করুন।

উপদেশ: তৎক্ষণাৎ সমস্যার সমাধান দিয়ে ফেলবেন না। চরিত্র যেন সমাধান খুঁজে পেতে কষ্টের মুখোমুখি হয়।

ব্যতিক্রম: একটি বিষয় নিয়ে না লিখে উপরে বর্ণিত সবকটি বিষয়ের সমাধান লিখুন। চাইলে নিজ থেকে এমন সমস্যার তালিকা করে সেগুলোর সমাধান লিখতে পারেন।

উপযোগিতা: আপনার নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকলে আপনার বইগুলো পাঠকের কী উপকারে আসবে, তা বর্ণনার জন্য বিজ্ঞাপনের মতো একটি স্ক্রিপ্ট লিখতে পারবেন। তাছাড়া উপন্যাসের প্লট হিসেবে সমস্যা ও এর সমাধান বর্ণনা করা যেতে পারে।

১.৯ বৃহৎ থিম, ছোট দৃশ্য

ফিকশনে আমরা প্রায়ই জীবনের বৃহৎ কিছু থিম নিয়ে কাজ করি। যেমন: ভালো ও খারাপ, ধর্ম ও বিজ্ঞান, মুক্তি ও ত্যাগ, জন্ম ও মৃত্যু।

অনেক লেখক তাদের লেখার বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ফুটিয়ে তুলতে চান। কেউ কেউ নির্দিষ্ট কোনো সংস্কৃতির কথা বর্ণনা করেন। অনেকে আবার মানুষ হওয়ার মর্মার্থ ব্যক্ত করেন তাদের লেখায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এমন একটি লেখার কথা ভেবে দেখুন, যাতে এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, 'আমরা মারা গেলে তারপর কী হয়?' এ প্রশ্নের উত্তর একেকজনের কাছে একেক রকম। কেউ কেউ পরকালে বিশ্বাস করে, কেউ কেউ ভাবে মৃত্যুর পর আর কিছু নেই।

লেখার মাধ্যমে আমরা চাইলে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। আমাদের লেখার মাধ্যমে দেখাতে পারি, একটি চরিত্র মৃত্যুর পর পরকালে প্রবেশ করছে।

অথবা আমরাই সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এমনভাবে লিখতে পারি, যাতে পাঠক সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আগ্রহী হয়।

দার্শনিকরা যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন অতিবাহিত করেন, লেখকেরা তাদের গল্প, কবিতার ছোট্ট পৃথিবীতে অনায়াসে সেসব প্রশ্নের হাতছানি সৃষ্টি করতে পারেন।

অনুশীলন

দার্শনিক মতবাদ নিয়ে ছোট একটি দৃশ্য তৈরি করুন। ফিকশন লিখতে পারেন অথবা নিজের জীবনের সত্য ঘটনা হতে পারে। প্রথমে একটা দার্শনিক মতবাদ নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করুন (৯.১ নং অনুশীলনের উদাহরণগুলো ব্যবহার করতে পারেন)। তারপর সেই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে একটি ছোট দৃশ্য তৈরি করুন, যাতে সংলাপ থাকবে, থাকবে চরিত্র।

উপদেশ: এই অনুশীলনের জন্য আপনার গভীর চিন্তার প্রয়োজন পড়তে পারে। কারণ, আপনাকে একটি বৃহৎ মতবাদকে গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। সমৃদ্ধ লেখকেরা নিজেরাই প্রশ্নের উত্তর দেন না। তারা থিমটাকে এমনভাবে প্রকাশ করেন, যেন পাঠক নিজ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে।

ব্যতিক্রম: পুরো দৃশ্য তৈরি না করে সে দৃশ্যের মূল ঘটনাগুলোর আউটলাইন তৈরি করতে পারেন। তাছাড়া, আপনার বর্তমান উপন্যাসের কোনো দৃশ্যে দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন।

উপযোগিতা: শিক্ষিত পাঠকেরা এমন গল্প পড়তে ভালোবাসেন, যার থিম তাদেরকে বৃহৎ কোনো বিষয়ে ভাবতে বাধ্য করে। যেসব গল্পের থিম পাঠককে তাড়না দেয়, বিভিন্ন দার্শনিক প্রশ্ন নিয়ে ভাবার জন্য; তা বরাবরই পাঠকপ্রিয়তার শীর্ষে থাকে।

৯.১০ রাজনীতি ও ধর্ম

আজকাল ধর্ম ও রাজনীতির মূল মতাদর্শ নিয়ে এত গুজব রটানো হয় যে, কোন মতাদর্শটি সত্য তা বোঝাই যায় না। ধর্ম ও রাজনীতি কিছু বিশাল প্রশ্নের উত্তর দিতে সদা সচেষ্ট থাকে—কার কী পাওয়া উচিৎ? মানুষ হিসেবে আমাদের কী অধিকার আছে? সমাজ থেকে অশুভ কাজ কীভাবে সরাতে হবে? এসব অশুভ কাজ কার দ্বারা সংঘটিত হয়? কখন ও কীভাবে আমাদের অন্যকে সাহায্য করা উচিৎ?

লিখতে গেলে এমন অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন আপনি। নিজের লেখায় রাজনীতি ও ধর্মকে টেনে আনার ইচ্ছে না থাকলেও এসব প্রশ্ন আপনা আপনিই আসবে।

কী হবে, যদি আপনার লেখা চরিত্রের ধর্ম ও আপনার ধর্ম এক না হয়? আপনি কি শুধু আপনার মতো লোকদের নিয়েই লিখবেন? গল্পের সকল চরিত্রের ধর্ম ও রাজনৈতিক বিশ্বাস এক হবে? এতে গল্পটা কেমন একঘেয়ে হয়ে যাবে না?

আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি, যেখানে অসংখ্য ধর্ম ও বিশ্বাসের ছড়াছড়ি। বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ মিলেই আমাদের পৃথিবী। এখন যদি আপনার গল্পের প্রতিটি চরিত্র এক মতাদর্শের হয়ে যায়, তা পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতাও হারাতে পারে।

অনুশীলন

এমন একটি চরিত্র তৈরি করুন, যার ধর্ম ও রাজনৈতিক মতাদর্শ আপনার থেকে ভিন্ন। চরিত্রটি ভিলেন হতে পারবে না। একটি দৃশ্য তৈরি করুন, যেখানে চরিত্রের কথা ও কাজের মাধ্যমে তার মতাদর্শ ফুটে উঠে।

উপদেশ: অনেক লেখক এমন চরিত্র তৈরি করতে গিয়ে হিমশিম খান, যার মতাদর্শ লেখকের নিজের কাছে ভুল মনে হয়, অথচ সে চরিত্রটি একটি ভালো চরিত্র। যেমন: একজন নিরামিষাশী ব্যক্তি এমন চরিত্র নিয়ে কাজ করতে চাইবে না, যে আমিষ (মাছ, মাংস ইত্যাদি) খায়। আর আমিষাশী চরিত্র নিয়ে কাজ করলেও লেখক গল্পের এমন মোড় তৈরি করে দেন, যেখানে তিনি বর্ণনা করেন যে, কোনো একটি কারণে চরিত্রটি আমিষ খাওয়া বাদ দিয়ে দিয়েছে।

কাম অন! সে আমিষাশী! তাকে ওভাবেই থাকতে দিন না!

ফিকশনের উপাদান হিসেবে এই অনুশীলন ব্যবহার করবেন না। ভালো ফিকশনের প্রতিটি পর্বে এমন নৈতিক মতাদর্শের বর্ণনা আসে না। তবে গল্পের প্রয়োজনে চরিত্রের মতাদর্শ বর্ণনা করা লাগলে, তা অবশ্যই করুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যতিক্রম: নিজ থেকে চরিত্র তৈরি না করে আপনার বাস্তব জীবনে দেখা এমন কাউকে নিয়ে লিখুন, যার ধর্ম ও রাজনৈতিক বিশ্বাস আপনার থেকে ভিন্ন। চাইলে নিজ থেকে ধর্ম বা রাজনীতি সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন তৈরি করে বিজ্ঞ কারও ইন্টারভিউ নিন। প্রশ্ন বানানোর ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিগত মতাদর্শ ও আবেগকে উপেক্ষা করে বিষয়ের গভীরে গিয়ে প্রশ্ন তৈরি করুন। ইন্টারভিউয়ের জন্য কাউকে জোর করবেন না। কেউ স্বেচ্ছায় প্রশ্নের উত্তর দিলে সেগুলো রেকর্ড করুন। তারপর ইন্টারভিউ নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

উপযোগিতা: ফিকশন লেখক হিসেবে অন্যের জায়গায় নিজেকে রেখে অন্যের মতো করে ভাবার দক্ষতা থাকতে হবে আপনার। মার্ডার মিস্ট্রির লেখকেরা কি আসলেই খুন করে? না! তারপরও তারা খুনিদের নিয়ে লেখে। সেজন্যই নিজের থেকে ভিন্ন মতাদর্শের মানুষের মতো করে ভাবতে শিখতে হবে আপনাকে।

অধ্যায় ১০

আর্টিকেল ও ব্লগিং

১০.১ শিরোনাম

আপনার লেখার যে অংশটার সাথে পাঠকের সবার প্রথমে পরিচয় হয়, তা হলো শিরোনাম। এটি আপনার বইয়ের মূল পরিচিতি। পাঠক যাতে আপনার বই কেনে, সেজন্য আকর্ষণীয় শিরোনাম দিয়েই তাদের আকৃষ্ট করা যায়। একটি আকর্ষণীয় শিরোনাম পাঠকের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করে। তাছাড়া, বইটি কী নিয়ে লেখা, তার প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায় শিরোনাম থেকেই।

অনেক লেখক তাদের বইয়ের শিরোনামকে তাদের ব্র্যান্ডের অংশ হিসেবে ব্যবহার করেন। সু গ্রাফটন তার *কিনসে মিলহোন* সিরিজের বইগুলোর শিরোনাম নির্ধারণ করেন ইংরেজি আলফাবেটের ক্রমানুসারে। যেমন: A তে Alibi, B তে Burglar ইত্যাদি। রোমান্টিক উপন্যাসের শিরোনামে ভালোবাসা, প্রেম ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায়। সাই-ফাই গল্পের শিরোনামে মহাকাশের সাথে জড়িত যেকোনো শব্দ ব্যবহার করা স্বাভাবিক। যেমন: গ্যালাক্সি, ইউনিভার্স, স্টারস ইত্যাদি।

অনেক সিরিজ লেখক সিরিজের বইগুলোতে দুইটি শিরোনাম ব্যবহার করে থাকেন। নতুন পাঠকেরা বইয়ের শিরোনাম দেখে আকৃষ্ট হবে। লেখকের নিয়মিত পাঠকেরা বই কিনবে সিরিজের শিরোনাম দেখে।

কবিতার ক্ষেত্রে প্রায় সময় শিরোনাম নেওয়া হয় কবিতায় ব্যবহৃত কোনো শব্দ বা পঙক্তি থেকে। অনেক কবি আবার কবিতার সামগ্রিক বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করে, এমন শব্দ শিরোনাম হিসেবে ব্যবহার করেন।

ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রের শিরোনাম ব্যবহার করা হয় লেখাটির বিষয় সম্পর্কে পাঠককে ধারণা দেওয়ার জন্য।

অনুশীলন

আপনার যেকোনো একটি লেখা হাতে নিয়ে লেখাটির শিরোনাম কী কী হতে পারে, তার একটি তালিকা তৈরি করুন। তাড়াহুড়ো করবেন না। গভীরভাবে চিন্তার পর একেকটি শিরোনাম লিখুন। শিরোনামটি কীভাবে আপনার লেখার প্রতিনিধিত্ব করছে এবং এটি কীভাবে পাঠককে আকৃষ্ট করবে, সেদিকেও খেয়াল রাখুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপদেশ: শিরোনাম নির্বাচনের ধারণা পেতে আপনার প্রিয় লেখকের বিখ্যাত বইগুলোর শিরোনাম দেখুন। তিনি কীভাবে কাহিনির সাথে মিল রেখে শিরোনামকে আকর্ষণীয় করেছেন, তা পরখ করুন।

ব্যতিক্রম: আপনার যদি এমন কোনো নিজস্ব লেখা না থাকে, যার শিরোনাম দেওয়া যায়, তবে কিছু বই বা মুভির শিরোনামের একটি তালিকা করুন। তালিকায় থাকা শিরোনামের পরিবর্তে অন্য কী কী শিরোনাম লেখা যায়, তার একটি তালিকা করুন।

উপযোগিতা: যেকোনো ধরনের লেখার একটি শিরোনাম থাকা আবশ্যক। পাঠকের কাছে নিজের লেখা উপস্থাপন করতে চাইলে লেখাটির একটি শিরোনাম থাকা অপরিহার্য। আকর্ষণীয় শিরোনামের ব্যবহার লেখক হিসেবে আপনার দক্ষতার পরিচয়ও দেয়।

১০.২ 'হাউ-টু' আর্টিকেল

পুরনোকালে কিছু শিখতে হলে অনেক সংগ্রাম করতে হতো। একটা বিষয়ে জানার জন্য হয়তো লাইব্রেরিতে গিয়ে বইয়ের পর বই ঘেঁটে ঘেঁটে বেলা গড়াতো। অনেক সময় কিছু শেখার জন্য আলাদা কোর্সে অংশ নিতে হতো।

বর্তমান সময়ে শেখাটা হয়ে উঠেছে আনন্দের। আপনি যা-ই শিখতে চান, তা ইন্টারনেটে পেয়ে যাবেন অনায়াসেই। কম্পিউটারের কিবোর্ডের কয়েকটি বাটন চেপেই আপনি শিখে ফেলতে পারবেন কীভাবে ফালুদা বানাতে হয়, কীভাবে ফটোগ্রাফি করতে হয় বা কীভাবে একটি নতুন ব্যবসা শুরু করতে হয়।

জ্ঞানের এত এত শাখা আমাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে অনায়াসে। কী দারুণ, তাই না? তার থেকেও দারুণ হলো, কেউ একজন আমাদের জন্য এসব হাউ-টু আর্টিকেল লিখে।

হাউ-টু আর্টিকেলগুলো পাঠককে অতি সহজেই আকৃষ্ট করে। কারণ, পাঠক জানে, এসব আর্টিকেল থেকে তারা অবশ্যই একটা কিছু শিখতে পারবে। তারা যা শিখতে চায়, তা কোন আর্টিকেলে আছে, তা সহজেই বুঝে নিতে পারবে শিরোনাম দেখে। যেমন: How to Get a Rocking Body, How to Save Thousands of Dollars with Tax Write-Offs, How to Find the Love of Your Life.

পাঠক যা শিখতে চায়, হাউ-টু আর্টিকেল তাকে তা শেখানোর জন্য সদা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে।

একটি নির্দিষ্ট কাজ কীভাবে করতে হয়, তা শেখা যায় এসব টিউটোরিয়াল থেকে। তারা একটি কাজের প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে বর্ণনা করে পাঠকের কাছে।

অনুশীলন
একটি হাউ-টু আর্টিকেল লিখুন। এমন কোনো বিষয় নিয়ে লিখুন, যা কীভাবে করতে হয়, আপনি জানেন। লেখাটিতে যেন সুস্পষ্টভাবে প্রতিটি ধাপের বর্ণনা থাকে।

উপদেশ: আমাদের মনে হতে পারে, আমরা যে কাজ জানি, তা তো প্রায় সকলেই জানে। তারপরও আপনি এমন কিছু নিশ্চয়ই জানেন, যা আপনার পরিবার, অফিস বা বন্ধুরা জানে না। খুঁজে বের করুন এমন কিছু।

ব্যতিক্রম: আপনি পারেন, এমন কিছু কাজের হাউ-টু আর্টিকেলের তালিকা তৈরি করুন। তারপর ইন্টারনেটে খুঁজে দেখুন, আপনার এই আর্টিকেলগুলো প্রকাশ করার মতো ওয়েবসাইট খুঁজে পান কি-না। আপনি চাইলে এসব আর্টিকেল প্রকাশ করতে পারেন।

উপযোগিতা: ব্লগ ও ম্যাগাজিনে হাউ-টু আর্টিকেলের চাহিদা অনেক। আপনি কোনো বিষয়ে দক্ষ থাকলে, সে ব্যাপারে আর্টিকেল লিখে প্রকাশ করতে পারবেন। হয়তো তা দিয়ে আপনি উপার্জনও করতে পারবেন।

১০.৩ লিস্ট আর্টিকেল

লিস্ট আর্টিকেলও হাউ-টু আর্টিকেলের মতোই জনপ্রিয়। কারণ, এসব লেখা সুস্পষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে থাকে। এমন আর্টিকেলের শিরোনাম দেখেই পাঠক আশাবাদী হতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, এই বইটির কথাই ভেবে দেখুন। শিরোনাম দেখেই আপনার মনে আশার সঞ্চার হয়েছে যে, এই বই পড়ে আপনি লেখালেখির ১০১টি অনুশীলন সম্পর্কে জানতে পারবেন। সুতরাং, বই পড়ার আগেই আপনি বুঝতে পেরেছেন, এই বই থেকে আপনি কতটুকু শিখতে পারবেন। এ ধরনের বই বা আর্টিকেল সর্বদাই পাঠকের মনে আগ্রহ তৈরি করতে পারে।

অনেক ধরনের লিস্ট আর্টিকেল হতে পারে। যেমন: লেখার উন্নতি সাধনের দুটি উপায়, সুখী মানুষের বিশটি অভ্যাস, লেখকদের জন্য ৫০টি সেরা প্রকাশনী ইত্যাদি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনুশীলন

একটি লিস্ট আর্টিকেল লিখুন। যে বিষয়ে আপনার যথেষ্ট জ্ঞান আছে, তা নিয়ে লিখুন।

উপদেশ: তালিকা প্রকাশের আগে সূচনায় কিছু লিখুন। আপনার আর্টিকেলে এক থেকে তিনটি প্যারাগ্রাফ থাকা উচিৎ। তালিকার জন্য সংখ্যা ব্যবহার করা যেতে পারে। তালিকার প্রতিটি অংশ নিয়ে অন্তত এক লাইন বা একটি প্যারাগ্রাফ লিখুন। তারপর উপসংহারে বিষয়ের একটা সারমর্ম দিন।

ব্যতিক্রম: আপনি চাইলে হাউ-টু আর্টিকেল ও লিস্ট আর্টিকেলের সমন্বয়ে একটি আর্টিকেল লিখতে পারেন। যেমন: উপন্যাস লেখার দশটি ধাপ। এতে যেমন তালিকা থাকবে, তেমনি ধাপে ধাপে উপন্যাস লেখার প্রক্রিয়াও বর্ণিত হবে, যা হাউ-টু আর্টিকেলের বৈশিষ্ট্য।

উপযোগিতা: ব্লগ ও ম্যাগাজিনে লিস্ট আর্টিকেল অনেক বেশি জনপ্রিয়। আপনি চাইলে আপনার লিস্ট আর্টিকেল প্রকাশও করতে পারবেন।

১০.৪ প্রত্যেকেই সমালোচক (বুক রিভিউ)

আমরা অনেকেই বই পড়ে বা মুভি দেখে বন্ধুদের বলে থাকি—

- বইটা দারুণ, পড়ে দেখিস।
- বিচ্ছিরি বই! সময় নষ্ট হলো।
- মুভিটা অবশ্যই দেখা উচিৎ তোর। ইত্যাদি...

ভালো লাগা বা খারাপ লাগার কথা বলা আর ভালো বা খারাপ লাগার পেছনের কারণ বর্ণনা করা আলাদা বিষয়।

একটি বই ভালো লাগার পেছনে কারণ থাকে। হয়তো লেখক কাহিনির মধ্যে ধাতস্থতার সাথে এমন রহস্য ঢেলেছেন যে, আপনি নিজেকেই চরিত্রের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন।

আবার বইয়ের এক অধ্যায় পড়তেই বিরক্ত হয়ে যাওয়ার পেছনেও অনেক কারণ থাকে। হয়তো বইয়ের বর্ণনাশৈলী ভালো ছিল না বা চরিত্রের কোনো ব্যক্তিত্ব নেই।

বুক রিভিউয়ে লেখা থাকে সেসব কারণ। একটি সমৃদ্ধ বুক রিভিউ চিন্তাশীলতার সাথে লেখা হয়। এতে লেখকের ব্যক্তিগত মতে গা ভাসিয়ে বইয়ের প্রশংসা করা হয় না। প্রশংসা করা হয় কারণ দেখিয়ে। আবার শুধু শুধুই বইয়ের নিন্দা করলে বুক রিভিউ হয়ে যায় না। সে নিন্দার পেছনের কারণও দেখাতে হবে রিভিউ লেখককে।

আমরা সচরাচর বইয়ের শেষ পৃষ্ঠা পড়ে বই শেষ করার পর সেটি শেলফে রেখে দিই। অথচ, বুক রিভিউ লিখতে গেলে আপনি একটি বইকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে বাধ্য হবেন।

অনুশীলন

আপনার পড়া একটি বইয়ের বর্ণনামূলক রিভিউ লিখুন। শুরুতে আপনি বলতে পারেন, বইয়ের কোন বিষয়গুলো আপনার ভালো লেগেছে। বইয়ের কোনো অংশ নড়বড়ে মনে হলে তা উল্লেখ করুন। একজন নিয়মিত পাঠককে রিভিউটা পড়তে দিন।

উপদেশ: আপনার কাজ হচ্ছে, কোনোরূপ স্পয়লার ছাড়া অন্য পাঠকদের জানানো যে, কেন বইটি তাদের পড়া উচিৎ (বা উচিৎ নয়)। বইয়ের কাহিনি বলতে যাবেন না। আবার কোনো একটি বই আপনার ভালো না লাগলে বইটি কাদের ভালো লাগতে পারে তা উল্লেখ করতে ভুলবেন না। আবার বইটি আপনার ভালো লাগলেও কাদের ভালো না লাগতে পারে, সেটাও উল্লেখ করুন।

ব্যতিক্রম: বই ছাড়াও মুভি, নাটক বা টিভি শো-এর রিভিউ লেখা যেতে পারে।

উপযোগিতা: আপনি যখন লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন, পাঠকেরা আপনার লেখারও সমালোচনা করবে, রিভিউ লিখবে। আপনার নিজের রিভিউ লেখার অভিজ্ঞতা থাকলে পাঠকেরা আপনার লেখার কোন দিক নিয়ে সমালোচনা করতে পারে, তা বুঝতে পারবেন। এভাবে অন্য লেখকের বইয়ের রিভিউ লেখার মাধ্যমে নিজের লেখার দুর্বল দিকগুলোও উপলব্ধি করা যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১০.৫ সমালোচনা (ক্রিটিক্স)

সমালোচনা ঠিক বুক রিভিউয়ের মতো। তবে বুক রিভিউ লেখা হয় পাঠকের জন্য আর লেখকের শুভাকাঙ্ক্ষীরা বইয়ের ভালো ও খারাপ দিকগুলোর কথা লেখককে জানানোর জন্য বইয়ের ক্রিটিক্স বা সমালোচনা করে থাকেন।

সমালোচনার শুরুতে আপনি বইয়ের ভালো দিকগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে পারেন। এরপর লিখতে পারেন, বইয়ের ঠিক কোন অংশগুলোতে উন্নতি করা যেত।

আপনি নিজে লিখলে বইটি কীভাবে লিখতেন, তা বলতে যাবেন না। বইয়ে যা আছে, তা নিয়েই সমালোচনা করুন।

একটি ভালো সমালোচনায় বইয়ের উপাদান নিয়ে কথা হয়, লেখক নিয়ে নয়। আপনার উদ্দেশ্য থাকবে বিনয়ের সাথে লেখককে তার দুর্বল ও সবল লেখার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

অনুশীলন

একটি বই নিয়ে সমালোচনা লিখুন। আপনি চাইলে ছোটগল্প, কবিতা বা আর্টিকেলেরও সমালোচনা করতে পারেন। বইয়ের ভালো ও খারাপ অংশগুলোর তালিকা করুন। লেখককে উদ্দেশ্য করে লিখলেও তা সরাসরি লেখককে দেবেন না।

খেয়াল রাখবেন, আপনি লেখার সমালোচনা করছেন, লেখকের নয়।

উপদেশ: বইয়ে বানান ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত ভুল থাকলে তা উল্লেখ করুন।

ব্যতিক্রম: বই ছাড়াও আপনি মুভি বা টিভি শো-এর সমালোচনা করতে পারেন।

উপযোগিতা: এই অনুশীলন আপনাকে শেখাবে, কীভাবে একটি লেখা পড়ে বুঝবেন, লেখার কোন অংশটায় আরও উন্নতি আনা যাবে। সমালোচনা লেখার অভিজ্ঞতা আপনার নিজের লেখাকেও সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে।

১০.৬ সাপ্তাহিক কলাম

একসময় সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের সাপ্তাহিক কলামে স্থান পাওয়াটা লেখকদের জন্য স্বপ্ন ছিল। তা থেকে লেখকেরা ভালো সম্মানীও পেতেন।

বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন অনলাইনভিত্তিক হয়ে গেছে। আর তারা তাদের কলামের জন্য অনায়াসে এমন লেখক পেয়ে যাচ্ছে, যারা বিনামূল্যে লেখা দিতে সদা প্রস্তুত। এভাবে বিনামূল্যে লিখলে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, তা ঠিক। তবে দিনশেষে টেবিলে খাবার থাকলেই কেবল আমাদের পেট ভরে, অভিজ্ঞতা থাকলে নয়।

তাছাড়া যেহেতু সমৃদ্ধ লেখকেরা তাদের কাজের জন্য সম্মানীর দাবি করেন, তাই ম্যাগাজিনগুলো অর্থ বাঁচাতে মানহীন লেখা ছাপাতে ভাবছে না। হ্যাঁ, তারপরও কিছু কিছু ভালো লেখা পাওয়া যায়, যার সংখ্যা অতি নগণ্য।

ব্লগ বা ফেইসবুকের জন্য লেখকেরা তাদের লেখা প্রকাশের জন্য সহজলভ্য একটি প্লাটফর্ম খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু, দিনশেষে সেসব প্লাটফর্ম লেখককে পে-চেক এনে দেয় না। আপনার লেখা থেকে উপার্জন করতে চাইলে বা নিজের পাঠক তৈরি করতে চাইলে শুধু ব্লগ বা ফেসবুকে লেখা পোস্ট করা ছাড়াও আরও অনেক কিছু করতে হবে আপনাকে। আপনার নিজের লেখার প্রমোট ও বিজ্ঞাপন করতে হবে। এটা সময়সাপেক্ষ কাজ হলেও অনেক লেখক তা থেকে সফলতা লাভ করেছেন।

অনলাইনে অনেক ধরনের ব্লগ রয়েছে। এই অনুশীলনের জন্য আপনি এমন কিছু ব্লগ খুঁজে বের করুন, যা সংবাদপত্রের কলামের মতো কাজ করে। এসব ব্লগের কাজ যেভাবে হয়ে থাকে, তা হলো—

প্রতি সপ্তাহে লেখকেরা একটি বিষয়ে গল্প ও তাদের ব্যক্তিগত মতামত লিখবে। অনেক ক্ষেত্রে এসব ব্লগ হয় ব্যক্তিগত। *সেক্স অ্যান্ড দ্য সিটি* শো-তে একজন কলামিস্টের কথা বলা হয়েছে, যে কি-না নিউইয়র্কে তার প্রেমের জীবন নিয়ে সাপ্তাহিক কলাম লিখত। প্রতি সপ্তাহে সে নিজের লাভ লাইফের কথা লিখেছে, সেই সাথে লিখেছে ভালোবাসা, রোমান্স ও বন্ধুত্ব নিয়ে কিছু মতবাদ।

আবার কিছু কলাম লেখা হয় রাজনীতি, ধর্ম, খাবার, বিনোদন ইত্যাদি নিয়ে। কলামগুলো লেখা হয় লেখকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে। পাঠকেরা লেখককে জানার জন্য তার লেখা কলামগুলো পড়তে আসে।

অনুশীলন

আপনার কলামের জন্য একটি থিম বা বিষয় নির্ধারণ করুন। তারপর লিখে ফেলুন আপনার প্রথম কলাম। খেয়াল রাখবেন যেন আপনার লেখায় একটি গল্প থাকে, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত ধারণা ও অভিজ্ঞতার উল্লেখ থাকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপদেশ: কলাম সাধারণত ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মতো। কারণ, স্বভাবত কলামে একজন লেখকের ব্যক্তিগত মতামতের কথা লেখা থাকে। লেখা থাকে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার কথা।

মনে রাখবেন, কলাম লিখতে হবে প্রথম পুরুষে।

ব্যতিক্রম: কলাম না লিখে কলাম লেখার জন্য প্রস্তাবনা লিখুন। যেমন: একটি ব্লগে প্রতি সপ্তাহে বই নিয়ে কলাম থাকে। আপনি এমন একটি প্রস্তাবনা তৈরি করুন যে, কেন আপনি এই কলাম নিয়ে লেখার যোগ্যতা রাখেন। বই পড়া নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করুন।

মূলত আপনি একটি সংবাদপত্রের কলাম লেখার অনুমতিপত্র লিখছেন।

উপযোগিতা: আপনি যদি ব্লগ তৈরি করার কথা ভেবে থাকেন (বা যদি ইতোমধ্যে আপনার ব্লগ থাকে) তবে এই অনুশীলনটি আপনার জন্য কার্যকরী। বর্তমান সময়ে ব্লগাররা কলাম আকারেই লেখা পোস্ট করে থাকেন।

১০.৭ ব্লগার হতে চান?

২০১২ সালে *ব্লগপালস* জানায়, ইন্টারনেটে ১৮,২৩,৯৭,০১৫ (আঠারো কোটি তেইশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার পনেরো)-এর বেশি ব্লগ আছে। প্রতিদিন এর সাথে যুক্ত হচ্ছে আরও অন্তত আশি হাজারেরও বেশি ব্লগ।

আপনি যদি লেখক হতে চান, আপনি একদম সঠিক যুগে বাস করছেন। ব্লগ লেখকদের অসংখ্য সম্ভাবনার সাথে পরিচয় করিয়েছে। লেখকেরা সহজেই নিজেদের লেখা প্রকাশ করতে পারছেন, যা তাদের একদল পাঠক উপহার দিচ্ছে। তাছাড়া, এর মাধ্যমে অন্য লেখকদের সাথে সহজে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

অসংখ্য ব্লগ কমিউনিটি রয়েছে। একটি বৃহৎ কমিউনিটিতে বিভিন্ন বিষয় ও ধারণার উপর হাজার হাজার ব্লগ থাকে। যেমন: হবি ব্লগ, ফ্যান ব্লগ, তথ্যবহুল, প্রফেশনাল ব্লগ, নিউজ ইত্যাদি। তাছাড়া মুভি, টিভি শো, ক্যারিয়ার, আর্ট, বিজ্ঞান, স্পোর্টস ও সাহিত্য—সবকিছু নিয়েই ব্লগ আছে।

অনেক ব্লগকে আবার কোনো বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। লেখকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত কোনো কথা নিয়ে ব্লগ পোস্ট করে দেন।

পঞ্চাশ বছর আগে একটি লেখা প্রকাশের জন্য লেখককে বারবার সম্পাদক, প্রকাশক ও প্রকাশনীর কাছে যেতে হতো। বই বিক্রির জন্য যেতে হতো বিজ্ঞাপনকারী ও বইয়ের দোকানগুলোতে। বর্তমানে ব্লগ লেখার মাধ্যমে একজন

লেখকের পাঠক তৈরি হয়ে উঠে। এতে করে বই প্রকাশ সহজ হয়, পাঠকেরা লেখকের বই কিনে।

অনুশীলন

একটি নির্দিষ্ট বিষয় বের করুন, যা নিয়ে আপনি ব্লগ লিখবেন। এরপর একটি ছোট বিজনেস প্ল্যান লিখুন যে, আপনি ঠিক কীভাবে ব্লগ তৈরি করবেন। আপনার প্ল্যানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বর্ণনা করতে পারেন—

- আপনার ব্লগ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন (বর্ণনাটি ১০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন)।
- ব্লগের উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন।
- ব্লগটি কোন শ্রেণির পাঠকের জন্য প্রযোজ্য, তা লিখুন।
- ব্লগের জন্য দশটি শিরোনামের একটি তালিকা তৈরি করুন।
- ব্লগের একটি শিরোনাম নির্বাচন করুন।
- একটি প্যারাগ্রাফের মাধ্যমে বর্ণনা করুন, কেন আপনি উক্ত বিষয়ে ব্লগ লেখার যোগ্যতা রাখেন।

উপদেশ: ব্লগ সম্পর্কে আপনার ধারণা না থাকলে অনুশীলন শুরু করার আগে ব্লগ সম্পর্কে কিছু রিসার্চ করে নিন। অনলাইনে বিভিন্ন বিষয়ে লেখা কিছু ব্লগ দেখে নিতে পারেন।

ব্যতিক্রম: আপনার যদি ইতোমধ্যে ব্লগ থেকে থাকে, তবে এই অনুশীলনটি আপনার ব্লগকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে। আপনার ব্লগের অবশ্যই একটি 'About' বা 'Bio' থাকতে হবে। আপনার ব্লগের মূল উদ্দেশ্য কী, তা নির্ধারণ করুন। ব্লগটি কোন ধরনের পাঠকশ্রেণির জন্য হবে, ঠিক করে নিন।

উপযোগিতা: আপনি যদি পেশা হিসেবে লেখক হতে চান, আপনার অবশ্যই একটি ব্লগ থাকা উচিৎ। এখন থেকেই পরিকল্পনা শুরু করুন!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১০.৮ দ্য অপ-এড

পেশাগত সাংবাদিকতায় সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের সম্পাদক বা সম্পাদনা টিমের সদস্যদের কেউ নিজের মতামত জানিয়ে সম্পাদকীয় বা এডিটোরিয়াল লিখে থাকেন।

দ্য অপ-এড এর পূণরূপ হলো 'অপোজিট অভ দ্য এডিটোরিয়াল পেইজ'। অর্থাৎ এটি সম্পাদকীয়'র বিপরীত। এমন কোনো ব্যক্তি যে কি-না সম্পাদনা টিমের সদস্য নয়, তার দ্বারা কোনো মতামত লেখা হলে তাকে অপ-এড বলে। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতামতই হচ্ছে অপ-এড।

কিছু অপ-এড লেখা হয় নিয়মিত অবদানকারীর দ্বারা। অর্থাৎ, যেসব লেখকের প্রকাশনীর সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, তারা প্রকাশনীর কাজের ব্যাপারে অপ-এড লিখে থাকেন। প্রায় সময় একটি বই যে বিষয়ে লেখা, সে বিষয়ের কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি বইটির সম্পর্কে নিজের মতামত জানাতে অপ-এড লিখেন। অপ-এড এমন একটি প্লাটফর্ম, যেখানে সাধারণ মানুষ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি কিংবা সেলেব্রিটিরা কোনো একটা বিষয়ে নিজেদের মতামত জানাতে পারে।

অপ-এড অনেকসময় ক্যারিয়ার বুস্টার হিসেবে কাজ করে। যেমন: রাজনীতিবিদরা অনেকসময় অপ-এড লিখে থাকেন। এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন চলমান বিষয়ে নিজেদের মতামত জানিয়ে ভোটারের মন জয়ের চেষ্টা করেন। এটি এমন একটি প্লাটফর্ম, যেখানে মানুষেরা যেকোনো সৃজনশীল কাজ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সমালোচনা করতে পারে। অনেক প্রকাশনী অপ-এড প্রকাশ করে থাকে, যেখানে কোনো বিজ্ঞ লেখক প্রকাশনীর পূর্ববর্তী কাজের ব্যাপারে মতামত দিয়ে থাকেন।

অনুশীলন

চলমান কোনো ঘটনা বা সমস্যা নিয়ে একটি অপ-এড লিখুন। তার আগে ঠিক করে নিন, অপ-এড কোন ধরনের পাঠকশ্রেণির জন্য লিখছেন।

উপদেশ: একটি অপ-এড এ আপনি কোনো একটি বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে নিজের মতামত লিখুন। আপনার নির্ধারিত পাঠকশ্রেণি কোন বিষয়ে আগ্রহী, তার উপর ভিত্তি করে অপ-এড এর বিষয় নির্বাচন করুন।

ব্যতিক্রম: তিন থেকে পাঁচটি অপ-এড পড়ুন। অপ-এডের লেখক কীভাবে শব্দচয়ন করেছেন, তার বর্ণনার ধরন কেমন ছিল, তা পর্যবেক্ষণ করে নোট করুন। লেখক নিজের মতামতের পক্ষে কী কী প্রমাণ দিয়েছেন?

উপযোগিতা: নিজের লেখা প্রকাশের সহজতর উপায় হচ্ছে, কোনো একটি বিষয়ে অপ-এড লিখে স্থানীয় পত্রিকার অফিসে জমা দেওয়া। পত্রিকায় প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে মতবাদ প্রকাশ করা হয়।

১০.৯ আপনি একজন দক্ষ মানুষ

আপনি অনেক বিষয় সম্পর্কে অল্প অল্প জ্ঞান রাখেন। আর এমন কিছু বিষয় আছে, যাতে আপনি বেশ দক্ষ। আর জ্ঞানই শক্তি।

লেখকের প্রথাগত একটি দায়িত্ব হচ্ছে, জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করে সবার মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া। লেখকেরা টেক্সটবুক, প্রবন্ধ, অভিধান, এনসাইক্লোপিডিয়া লেখার জন্য দায়বদ্ধ থাকেন, যেসব বইয়ে ঠাঁসা থাকে জ্ঞান ও তথ্য।

বর্তমানে এসব জ্ঞান আহরণ অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে ইন্টারনেটের কল্যাণে। মানুষকে লাইব্রেরি থেকে একগাদা এনসাইক্লোপিডিয়ার বই কিনতে হয় না, যে বইগুলো আবার কদিন পরই অচল হয়ে যায়। এরপর আর সেগুলোকে রিসার্চের জন্য ব্যবহার করা যায় না।

কিন্তু ইন্টারনেটে সার্চ করে সহজেই একদম নতুন তথ্যগুলো পাওয়া যায়।

অনুশীলন

এমন একটি বিষয় নির্বাচন করুন, যা আপনি সবচেয়ে ভালো পারেন। এটা আপনার পাঠ্য বইয়ের কোনো বিষয় হতে পারে কিংবা যে ভিডিও গেমটা আপনি সারাদিন খেলতে থাকেন, সেটিও হতে পারে। এটা ইংরেজির পার্টস অভ স্পিচের মতো সাধারণ কিছু হতে পারে। আবার হতে পারে সালোকসংশ্লেষণের মতো জটিল কিছু।

বিষয়টি নিয়ে একটি তথ্যবহুল আর্টিকেল লিখুন, যেন আপনি একজন দক্ষ শিক্ষকের মতো একজন ছাত্রকে শেখাচ্ছেন, যে কি-না এই বিষয়ে কিছুই জানে না।

উপদেশ: ধরে নিন, আপনার এই লেখার পাঠক এই ব্যাপারে একেবারেই জ্ঞানশূন্য। আপনি যদি সালোকসংশ্লেষণ নিয়ে লিখে থাকেন, ধরে নিন, আপনার পাঠক এটাই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জানে না যে, কার্বন ডাই অক্সাইড আসলে কী। বিষয় যতই জটিল হোক না কেন, আপনার বর্ণনার ধরনকে সহজ রাখুন।

ব্যতিক্রম: আপনি যদি বিষয়ের এত তথ্য নিয়ে লিখতে না চান, তবে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখুন। কেন ও কীভাবে আপনি সালোকসংশ্লেষণের বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করলেন!

উপযোগিতা: অনেক লেখকই নিজেদের অর্জিত দক্ষতা নিয়ে লিখে খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছেন।

১০.১০ রিসার্চ

অনেক লেখকই লেখার আগে ভালো করে রিসার্চ করার গুরুত্ব সম্পর্কে জানেন। লেখালেখির প্রতিটি জনরায় রিসার্চের গুরুত্ব রয়েছে। তাই প্রত্যেক লেখকের জানা উচিৎ, একটি লেখা শুরুর পূর্বে কীভাবে রিসার্চ করতে হয়।

এমনকি জার্নাল বা আত্মজীবনী লিখতে গেলেও মাঝেমধ্যে রিসার্চের প্রয়োজন হয়।

মনে করুন, আপনি কয়েক মাস আগে একটি কনসার্টে গিয়েছিলেন। এখন সেই কনসার্ট নিয়ে জার্নাল লিখতে গিয়ে মনে করতে পারছেন না, কনসার্টের শুরুতে কোন ব্যান্ড গান করেছিল। এক্ষেত্রে সেই ব্যান্ডের নাম জানার জন্য আপনাকে কিছুটা রিসার্চ করতে হবে।

এমনকি আত্মজীবনী লেখার সময়ও আপনার নিজের অতীতের কোনো ব্যাপারে জানার জন্য আপনার পরিচিত কাউকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সেটিও রিসার্চের পর্যায়ে পড়ে।

এমনকি কবিদেরও রিসার্চের প্রয়োজন পড়ে। আপনি যদি বাঘ নিয়ে সনেট লিখতে চান, তাহলে আপনি বাঘের প্রজাতিগত সকল তথ্য জানতে চাইবেন, যাতে তা আপনার কবিতায় সাহায্য করতে পারে।

অনুশীলন

এমন একটি বিষয় নির্ধারণ করুন, যে ব্যাপারে আপনি অল্প কিছু জানেন। এরপর সে বিষয়ে আরও বেশি জানার জন্য এক থেকে দুই ঘণ্টা রিসার্চ করুন। রিসার্চের পর সে বিষয়ে লিখুন। আপনি চাইলে গল্প, কবিতা বা আর্টিকেল লিখতে পারেন।

উপদেশ: আপনি যদি নন-ফিকশন লিখতে চান, তাহলে কোথা থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তার রেফারেন্স দিন। একটি বিষয়ে জানার জন্য দিনের পর দিন কাটাতে হবে না। অন্তত যেটুকু তথ্য আপনার লেখার জন্য প্রয়োজন, ততটুকু জ্ঞান সংগ্রহ করে অনুশীলন শুরু করুন। তথ্য সংগ্রহের সময় কোন তথ্য কোন লেখকের বই থেকে নিয়েছেন, তা নোট করে রাখুন।

ব্যতিক্রম: আপনি বর্তমানে যে লেখাটি লিখছেন, সেটির ক্ষেত্রেও এই অনুশীলন করতে পারেন। যেমন: আপনি একটি উপন্যাস লিখছেন, যার একটি চরিত্র মহাকাশযাত্রী। এক্ষেত্রে আপনি মহাকাশযাত্রা নিয়ে রিসার্চ করে তথ্যগুলো আপনার উপন্যাসে ব্যবহার করতে পারেন।

উপযোগিতা: লেখাকে উন্নত করে তোলার জন্য রিসার্চের বিকল্প নেই। আপনি লেখায় ভুল তথ্য দিলে পাঠকদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সেই ভুল ঠিকই ধরে ফেলবে। লেখক হিসেবে আপনার অবশ্যই নিজের জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিৎ। তাছাড়া আপনার ধারণা থাকা উচিৎ, জ্ঞান অর্জনের জন্য কীভাবে রিসার্চ করতে হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধ্যায় ১১

সৃজনশীলতা: আইডিয়া জোগাড় ও অনুপ্রেরণার খোঁজ

১১.১ মানচিত্র

ফিকশনের চারটি মূল উপাদানের একটি হলো সেটিং। বাকি তিনটি হচ্ছে চরিত্র, প্লট ও থিম। গল্প কোথায় সংঘটিত হচ্ছে, তা সম্পর্কে পাঠকের ধারণা থাকা দরকার। আর তাদেরকে এই ধারণা দিতে গল্পের সেটিং সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে লেখকের।

যেসব লেখায় একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান কাহিনির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে, সেসব লেখা লিখতে মানচিত্র লেখকের অনেক কাজে আসবে। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে লেখার কাজে মানচিত্র ব্যবহার করাটা লেখকের জন্য সহজ হয়ে উঠেছে।

মানচিত্রকে লেখায় ব্যবহার করা বা নিজের মানচিত্র তৈরি লেখকের সৃজনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকরী অনুশীলন। মানচিত্রের ব্যবহার আপনাকে স্থানভেদে গল্পের কাহিনির ভিন্নতা বোঝানোর মাধ্যমে লেখালেখির জগৎকে ভিন্নভাবে দেখতে শেখায়।

কিন্তু, আপনি যদি এমন স্থানের গল্প লিখেন, যা এই পৃথিবীতেই নেই, তখন? আপনি নিজে মানচিত্র তৈরি করুন।

অনুশীলন

আপনার একটি লেখা নিয়ে তার সেটিংয়ের মানচিত্র বের করে মানচিত্রটির কোন জায়গায় গল্পের কোন কাহিনি ঘটেছে, তা চিহ্নিত করুন। এজন্য আপনি পৃথিবীর ম্যাপ থেকে শুরু করে একটি ঘরের ব্লু প্রিন্ট ম্যাপ ব্যবহার করতে পারেন। অনলাইন থেকে মানচিত্র ডাউনলোড করে গল্পে যে স্থানের কথা বলা আছে, সে স্থানের ম্যাপ ব্যবহার করুন।

আপনার গল্পে যদি আপনার নিজের বানানো সেটিং থেকে থাকে, তবে গল্পের কাহিনির উপর ভিত্তি করে নিজ থেকে মানচিত্র আঁকুন। তারপর সে মানচিত্রের কোথায় কোন কাহিনি ঘটেছে, তা চিহ্নিত করুন। চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে আপনি বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করতে পারেন।

উপদেশ: আপনি একটা মানচিত্র প্রিন্ট আউট করে গল্পের উপাদানের নানা প্রতীক দিয়ে মানচিত্রটি ভরিয়ে তুলুন। প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সৃজনশীল হোন। প্রতিটি চরিত্রের জন্য আলাদা কালার পেন ব্যবহার করুন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য আলাদা প্রতীক ব্যবহার করুন। যাতায়াত বোঝাতে মানচিত্রের উপর লাইন এঁকে রাস্তা তৈরি করুন।

ব্যতিক্রম: আপনার যদি এমন কোনো লেখা না থাকে, যা এই অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করা যাবে, তবে আপনার প্রিয় গল্পের ম্যাপ নিয়ে কাজ করুন।

উপযোগিতা: কিছু বইয়ের ম্যাপ এঁকে দেওয়া থাকে, যাতে পাঠকেরা সেটিং সম্পর্কে ভালো ধারণা লাভ করতে পারে। আর্টিকেল ও প্রবন্ধে প্রায়ই ম্যাপের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এই অনুশীলন আপনাকে এমন কাজের অনুপ্রেরণা দেয়, যা লেখালেখি থেকে ভিন্ন কিছু। অথচ এই কাজ আবার আপনার লেখালেখির কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে করে আপনার সৃজনশীলতার পরিধি বৃদ্ধি পায়।

১১.২ নাম

নামে কী আসে যায়? যাকে আমরা গোলাপ বলি, তাকে অন্য নামে ডাকলেও সৌরভ সেই আগের মতো থাকবে।

-উইলিয়াম শেক্সপিয়র (রোমিও-জুলিয়েট)

শেক্সপিয়রের এই বিখ্যাত উক্তির দ্বারা আমরা জানতে পারি, নাম অর্থহীন। একটি বস্তুর বৈশিষ্ট্যই অর্থবহ। 'গোলাপ' শব্দটা কিছুই নয়। বরং গোলাপের সৌরভটাই মূখ্য।

কোনো ব্যক্তি, স্থান বা বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নাম ব্যবহার করা হয়। সেগুলো শব্দ, যার সংজ্ঞায়িত অর্থ আছে।

লুক স্কাইওয়াকারের নাম যদি জোয়ে স্মিথ হতো? আমরা কি হ্যারি পটারের পরিবর্তে হ্যারি জনসন নামের জাদুকরকে ভালোবাসতাম? দুঃসাহসিক প্রত্নতত্ত্ববিদের নাম ইন্ডিয়ানা জোন্স না হয়ে লেনি জোন্স হলে আমাদের অনুভূতি কী হতো?

আর নাম শুধু চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নেভারল্যান্ড যদি নামহীন কোনো আইসল্যান্ড হতো, তাহলে কী হতো? যদি নিউইয়র্কের নাম হতো এবারডাইন? যদি কম্পিউটার না হয়ে রো-ব্রেইন নাম হতো? কী হতো, যদি পৃথিবীর নাম হতো ডার্থ?

এতসব প্রশ্ন শোনার পর আপনার মন বলছে, অবশ্যই নামের প্রয়োজন আছে। নাম একেবারেই অর্থহীন নয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনুশীলন

আপনার লেখালেখির বর্তমান প্রজেক্ট থেকে বিরতি নিয়ে নামের একটি তালিকা তৈরি করুন। এই অনুশীলনের জন্য অন্তত পঁচিশটি নামের তালিকা বানাতে হবে। আপনি যেকোনো কিছুর নাম লিখতে পারেন। চরিত্র, স্থান, যন্ত্র, কোম্পানি, গ্রহ, প্রজাতি—আপনার যা ইচ্ছে।

উপদেশ: আপনার নির্বাচিত নামের অর্থসহ তা নির্বাচনের কারণ নোটবুক বা ওয়ার্ড ফাইলে লিখে রাখুন। নামের অর্থ জানতে বেবি-নেইম ডিকশনারিগুলো দেখতে পারেন। এমন নাম ব্যবহার করুন, যেগুলোর গভীর অর্থ আপনার গল্পে প্রভাব ফেলার ক্ষমতা রাখে। আপনি চাইলে অনলাইনেও নাম জেনারেটর সার্চ করতে পারেন।

ব্যতিক্রম: আপনার প্রিয় বই বা মুভিগুলো থেকে নাম সংগ্রহ করে পঁচিশটি নামের তালিকা তৈরি করুন। এছাড়া বাস্তব জীবন থেকেও নাম ব্যবহার করতে পারেন।

উপযোগিতা: লেখালেখির জন্য আপনার অনেক নাম ব্যবহারের প্রয়োজন পড়বে। নাম শেখার জন্য এটি একটি কার্যকরী অনুশীলন।

১১.৩ স্বাদের পরীক্ষা

খাবার! বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। পুষ্টিসাধনের জন্য খাবার প্রয়োজন। তবে আমরা যা খাই, তা উপভোগ করে খেতে চাই। আমরা স্বাদের কদর করি। সুস্বাদু খাবারের রাঁধুনির প্রশংসা করি।

লেখক হিসেবে আমরা এ ভেবে তৃপ্ত হই যে, মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে একসাথে নাড়া দেওয়ার ক্ষমতা আছে খাবারের। চকলেট কুকি যখন ওভেনে বেক করা হয়, আমরা ঘ্রাণ পাই। যখন কুকিতে কামড় বসাই, সেটার অভিজাত মিষ্টি স্বাদ আমাদের আত্মা তৃপ্ত করে। অতঃপর এক গ্লাস দুধ গড়গড় করে নেমে যায় আমাদের গলা বেয়ে।

লেখালেখির ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে খাবারের উল্লেখ করা যায়। নিদারুণ ক্ষুধায় বাঁচার জন্য সংগ্রাম করতে থাকা চরিত্র খাবারের অনুসন্ধান করতে থাকে। মাকে নিয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে প্রশংসা করা হয় মায়ের রান্না করা খাবারের। উপমা বা প্রতীক হিসেবেও খাবার ব্যবহার করা যায়। অথবা খাবার নিয়ে লেখা যেতে পারে

নন-ফিকশন। যেমন: রেস্টুরেন্ট রিভিউ, রেসিপি, রান্নার বই, রান্নার অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

অনুশীলন

এই অনুশীলনের জন্য আপনি ভালো করে সুস্বাদু খাবার খাবেন এবং রসালোভাবে সেই খাবারের বর্ণনা লিখবেন। আপনার কাজ হলো খাবারের সন্ধান করা। টক, ঝাল, মিষ্টি, ফাস্টফুড বা স্বাস্থ্যকর খাবার—ডিনারটা উপভোগ করুন। ঘরে বানানো খাবার খেতে পারেন বা ঘুরে আসতে পারেন নিজের প্রিয় রেস্টুরেন্ট থেকে। খাবার শেষ করার পর সেই অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে কলমের আঁচড়ে। আপনি চাইলে নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পারেন বা এমন দৃশ্য তৈরি করতে পারেন, যেখানে দুজন চরিত্র একসাথে খাবার খেয়ে তা নিয়ে কথা বলছে।

উপদেশ: খাওয়ার সময় চাইলে নোট করে রাখতে পারেন। আপনার পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে খাবার উপভোগ করুন।

ব্যতিক্রম: আপনার ভোজনের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় ব্যবহার করা যায়, এমন শব্দের তালিকা তৈরি করুন। আপনার প্রিয় খাবারের রেসিপি লিখতে পারেন। লিখতে পারেন কোনো রেস্টুরেন্টের রিভিউ।

উপযোগিতা: প্রায় সব জনরাতেই খাবার নিয়ে লেখা অংশ পাওয়া যায়। আপনি যদি বাড়িতে রান্না করা খাবার ভালোবাসেন বা এমনিতেই খাবারে সৌখিন হোন, তাহলে খাবার নিয়ে লেখা আপনার লেখার হাতকে প্রশস্ত করবে। কখনো খাবার নিয়ে কোনো লেখা পড়ে জিভে জল এসেছে? আপনি নিজেও চাইলে এমন লেখা লিখতে পারেন।

তাছাড়া এই অনুশীলন আমাদের শেখায় কীভাবে প্রথমে জীবন থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়, তারপর লিখতে হয়।

১১.৪ আপনার ছুটির দিন

ছুটির দিনগুলোকে আমরা বিভিন্নভাবে অতিবাহিত করি। কখনো বাইরে ঘোরাঘুরি, শপিং, খাওয়া-দাওয়ায় কেটে যায় ছুটির দিন। কখনো আবার আমরা বাসায় বসে রেস্ট নিই। সারা সপ্তাহের অপূর্ণ ঘুম পূরণ করে ফেলি। কখনো ছুটির দিন এলে আমরা বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করি। কখনোবা লং ট্যুরে যাই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কখনো কোনো জাতীয় দিবসে ছুটি দেওয়া হয়। কখনো আবার কিংবদন্তি কারও জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকী ছুটির দিন পালন করা হয়। ধর্মীয় ও জাতীয় ছুটির দিনগুলো নানা আয়োজন ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়।

তবে পৃথিবীতে যে পরিমাণ কিংবদন্তির জন্ম ও মৃত্যু হয়েছে, সে তুলনায় আমরা খুব কমই ছুটির দিন পাই, তাই না?

অনুশীলন

একটা নতুন ছুটির দিন তৈরি করুন। এমন কোনো ব্যক্তি বা ঘটনা খুঁজে বের করুন, যাকে প্রতিবছর স্মরণ করা উচিৎ।

উপদেশ: অনুশীলন শুরুর পূর্বে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি ছুটির দিন নিয়ে রিসার্চ করুন। এই ছুটির দিনের ইতিহাস কী এবং কেন এটিকে ছুটির দিন হিসেবে পালন করা হয়, তা খুঁজে দেখুন।

নতুন ছুটির দিন বানাতে গিয়ে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখবেন, তা হলো—

- কার স্মরণার্থে বা কোন ঘটনার সম্মানার্থে এই ছুটির দিন পালিত হবে?
- দিনটি কখন হবে?
- দিনটি কোথায় উদযাপন করা হবে? পাবলিক প্লেসে নাকি ঘরে?
- এ দিনে মানুষজন কি কোনো বিশেষ পোশাক পরবে?
- এ দিনে কি সবার জন্য বিশেষ কোনো খাবার পরিবেশন করা হবে?
- অনুষ্ঠানে কী কাজগুলো করা হবে?
- সংস্কৃতিকে কীভাবে উপস্থাপন করা হবে?

ব্যতিক্রম: আমরা ইতোমধ্যে উদযাপন করি, এমন ছুটির দিনে পরিবর্তন আনুন। এই দিনটিকে অন্য কীভাবে উদযাপন করা যেতে পারে? এই দিনের সম্মানার্থে বাড়তি কিছু করা যায় কি?

উপযোগিতা: সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান লেখককে তার লেখায় সাহায্য করে। আর একটি সংস্কৃতির বিশেষ দিনগুলোতে মানুষ নিজেদের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে দিনটিকে উদযাপন করে। আর এসব দিবস বরাবরই সাহিত্যের শাখাগুলোকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে। অনেক কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখা হয়েছে এসব দিনকে

ঘিরে। আপনি যদি দূরকল্পী লেখক হোন, এই অনুশীলন আপনার চিন্তাশীলতাকে নতুন মাত্রা দেবে।

১১.৫ আপনার সুপার পাওয়ার কী?

কেমন হতো যদি আপনি উড়তে পারতেন? কিংবা অদৃশ্য হতে পারতেন? আপনার স্পর্শেই যদি কারও রোগ ভালো হয়ে যেতো? আপনি যদি অন্যের মনের কথা পড়তে পারতেন?

সায়েন্স ফিকশনে এসব সুপার পাওয়ার দেখা যায়।

তবে প্রডিজিরা হলো বাস্তবের সুপারহিরো। আর বাস্তব জীবনে তাদের দেখা পাওয়া যায়।

প্রডিজি বলতে সাধারণত অত্যন্ত মেধাবী কাউকে বোঝায়, যে কি-না কম বয়সে অনেক জ্ঞানের অধিকারী। যেমন: আট বছর বয়সী কেউ অনায়াসেই করতে পারে কলেজ লেভেলের ম্যাথ।

অনুশীলন

একটা নতুন সুপার পাওয়ার তৈরি করুন। সুপার পাওয়ারটির সুস্পষ্ট বর্ণনা লিখুন। বর্ণনায় যেন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থাকে—

- সুপার পাওয়ারটি কীভাবে অর্জিত হয়েছে?
- সুপার হিরোর একটি দুর্বলতা খুঁজে বের করুন, যা সুপার পাওয়ারটার জন্য প্রতিকূল। যেমন: স্পাইডারম্যানের ক্রিপ্টোনাইট।
- সুপার পাওয়ারটি খারাপ বা ভালো কাজে কীভাবে ব্যবহার করা হবে?

সুপার পাওয়ার তৈরি হয়ে গেলে এর জন্য একটি চরিত্র তৈরি করুন। একটি গল্প লিখে ফেলুন তারপর।

উপদেশ: পুরনো সুপার পাওয়ার যেমন: উড়তে পারা, অদৃশ্য হতে পারা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকুন। নতুন কিছু ভাবুন। যেমন: কেউ একজন আউটার স্পেসে নিশ্বাস নিতে পারে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যতিক্রম: সায়েন্স ফিকশন আপনার ভালো লাগার বিষয় না হলে বা সুপার হিরো দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেলে, আপনি চাইলে একটি প্রডিজি চরিত্র তৈরি করতে পারেন।

উপযোগিতা: বেশিরভাগ ফিকশন বা নন-ফিকশনে সাধারণ মানুষকে অসাধারণ পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করতে দেখা যায়। এই অনুশীলনে আপনি ঠিক উল্টো কাজটা করবেন। একজন অসাধারণ ব্যক্তি কীভাবে সাধারণ পৃথিবীতে নিজেকে মানিয়ে নেবে?

১১.৬ পর্যবেক্ষণ

আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, লেখালেখির সৃজনশীল ধারণাগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে আসে। কথাটি একদিক থেকে ঠিক হলেও এসব ধারণা সুস্পষ্ট হয় আমাদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

প্রতিটি মুহূর্ত অভিজ্ঞতা অর্জনের একেকটি সুযোগ। প্রতিটি অভিজ্ঞতা মানুষের মানসিক পরিস্থিতিকে বুঝতে শেখায়। জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড একেকটি বীজ, যা দিয়ে সৃজনশীলতার চাষ করা যায়।

একজন লেখক হিসেবে অনুপ্রেরণা সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা উচিৎ। যখন কাজে মনে বসে না, তখন রাইটার্স ব্লক নামের মিথ্যে অভিযোগ করা একজন লেখকের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। আপনি যখন শিখে ফেলবেন, কীভাবে দৈনিক জীবনের মুহূর্তগুলো দিয়ে সৃজনশীলতার চাষ করতে হয়, তখন আর রাইটার্স ব্লক নিয়ে কথা বলবেন না।

অনুশীলন

এই অনুশীলনের জন্য লেখালেখির জগতকে সরিয়ে রেখে আপনি নিজের দৈনিক জীবনে অনুপ্রেরণার খোঁজ করবেন। আপনার কাজ হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে পড়বেন। লোক সমাগমের জায়গায় যাবেন, পর্যবেক্ষণ করবেন সবকিছু। কী দেখলেন, তা নোট করবেন। শপিং মলে থাকা মানুষগুলোকে ভালো করে দেখুন। তাদের কেউ কি আপনার গল্পের চরিত্র হতে পারবে? নিরিবিলি কোনো পার্কের পরিবেশের কথা ভেবে দেখুন। আপনার কবিতায় কি এই পরিবেশ ব্যবহার করা যায়?

পর্যবেক্ষণ শেষ হলে ঘরে ফিরে লিখতে বসুন। আপনার পর্যবেক্ষণকে কোনোভাবে লেখায় ব্যবহার করা যায়?

উপদেশ: আস্বাভাবিক বিষয়গুলো নোট করুন—অদ্ভুত কাপড় পরিহিত লোক, একটা কদাকার গাছ ইত্যাদি। আপনি কিসের শব্দ শুনেছেন, কী দেখেছেন, কিসের গন্ধ পেয়েছেন—তা নোট করে রাখুন। ইন্দ্রিয়গতভাবে পর্যবেক্ষণের পর নোট করুন।

ব্যতিক্রম: যদি আপনি বাইরে যেতে না পারেন, তাহলে নিজেই নিজের ঘরের পর্যবেক্ষক হতে পারেন। আপনার পরিবারের পরিবেশ ও মানুষের স্বভাব একজন বাইরের মানুষের কাছে কেমন লাগতে পারে, তা লিখুন।

উপযোগিতা: আমরা লেখার আইডিয়া পাওয়ার ধাপ ও সৃজনশীলতা অর্জনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে যত বেশি জানব, তত বেশি সৃজনশীল হয়ে উঠবে আমাদের লেখা।

১১.৭ মিউজিকের গল্প

আমরা লেখকেরা প্রায় অনুপ্রেরণার খোঁজ করি। হয়তো কোনো নিউজ আর্টিকেল পড়ে সেটিকে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে দেখি। আমাদের প্রিয় বইয়ের গল্প কীভাবে আমাদের কাজকে প্রভাবিত করতে পারে, তা নিয়ে ভাবি। আমাদের নিজেদের সৃজনশীলতার উন্নতি সাধনের জন্য আমরা অন্য সৃষ্টিশীল শাখাগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করি।

গানের লিরিক্স প্রায়ই একটা গল্প বলে থাকে। কিন্তু মিউজিকগুলো?

ভায়োলিনের সুর আমাদের মনে বিষাদের সৃষ্টি করে। আবার ড্রামের আওয়াজ আমাদের মনকে করে তোলে উৎফুল্ল।

প্রতিটি মিউজিকাল ইন্সট্রুমেন্ট, সুর ও তাল আপনাকে হৃদয়ের গভীরে নিয়ে যেতে চায়, যেখানে অনেক গল্প অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।

অনুশীলন

একটি ইন্সট্রুমেন্টাল মিউজিক শুনুন। যে ধরনের মিউজিক আপনার ভালো লাগে, তা শুনুন। বসে বা শুয়ে মিউজিকটিকে অনুভব করার চেষ্টা করুন, যেন আপনি এই মিউজিকে বাস করছেন।

এরপর মিউজিকটি দ্বিতীয়বার শুনুন। এবার এই মিউজিক আপনার কল্পনায় কী ফুটিয়ে তুলছে, তা নোট করুন। আপনার কল্পনায় ভেসে উঠা ছবিকে কি কবিতা বা গল্পে রূপ দিতে পারবেন? মিউজিকটি কীভাবে আপনাকে প্রভাবিত করছে, তা বোঝার চেষ্টা করুন। এই মিউজিককে আপনার পরবর্তী লেখার অনুপ্রেরণা হিসেবে ব্যবহার করুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপদেশ: মিউজিকটি প্রথমবার শোনার সময় লাইট নিভিয়ে দিয়ে ডিম লাইট জ্বালিয়ে দিন। বিছানায় হেলান দিয়ে বসুন বা শুয়ে পড়ুন—আপনার যেমনটা ভালো লাগে। হেডফোন ব্যবহার করুন, যাতে মিউজিক শুনতে পারেন ভালো করে। হেডফোন ব্যবহার করতে না চাইলে ভলিউম বাড়িয়ে দিন। খুব বেশি বাড়াবেন না, সহনীয় পর্যায়ে রাখুন।

দ্বিতীয়বার শোনার সময় আপনি যখন নোট করবেন, তখন কল্পনায় ভেসে উঠা ছবি খাতায় ডুডল বা ড্রয়িং করে এঁকে রাখতে পারেন।

ব্যতিক্রম: আপনি ইচ্ছে করলে অবশ্যই লিরিকাল মিউজিক থেকেও অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করতে পারেন। একটি মিউজিক নির্ধারণ করুন, যাতে লিরিক্স আছে। আর সেই লিরিক্স ও মিউজিক থেকে আপনার পরবর্তী লেখার অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করুন।

আবার আপনি লেখার সময় যে গানগুলো শুনতে চাইবেন, তার একটি প্লে-লিস্ট তৈরি করতে পারেন।

উপযোগিতা: একটি সৃষ্টিশীল শাখা কীভাবে অন্য একটি শাখাকে অনুপ্রাণিত করে, তা বুঝতে পারলে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এই অনুশীলন আপনাকে শেখায়, কীভাবে লেখালেখি ছাড়াও অন্য শাখা থেকে লেখার অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করতে হয়।

১১.৮ কোণ

ভারতীয় এক রূপক কাহিনি শুনে নেওয়া যাক। গল্পটি ছিল হাতি ও ছয়জন অন্ধ ব্যক্তিকে নিয়ে।

একবার গ্রামে এক হাতি এসেছিল। অন্ধরা শুধু হাতির গল্প শুনেছে, হাতি দেখেনি কোনোদিন। তারা ঠিক করল, 'দেখতে না পারলে কী হলো, আমরা অনুভব করে বুঝে নেব হাতি দেখতে কেমন!' যেই কথা সেই কাজ! তারা ছয়জন গেল হাতি অনুভব করতে।

তাদের একজন হাতির পা ছুঁয়ে বলল, হাতি পিলারের মতো। আরেকজন লেজ ছুঁয়ে বলল, হাতি দেখতে দড়ির মতো। একজন হাতির শুঁড় ছুঁয়ে বলল, হাতি হচ্ছে গাছের ডালের মতো। যে ব্যক্তি কান ছুঁয়েছিল, সে বলল হাতি পাখার মতো। হাতির দাঁত ছুঁয়ে অন্যজন বলল, হাতি ধারালো অস্ত্রের মতো। হাতির বিশাল পেট ছুঁয়ে আরেকজন দাবি করল, হাতি দেয়ালের মতো। শুরু হয়ে গেল দ্বন্দ। তারা ছয়জন মিলে সিদ্ধান্তে আসতে পারল না, আসলে হাতি দেখতে কেমন। পাশ দিয়ে

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাচ্ছিল। তাদের ঝগড়া করার কারণ জিজ্ঞেস করলে, অন্ধরা তাকে সব খুলে বলল।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি উত্তর দিলো, 'তোমরা হাতির ব্যাপারে যে যা বলছ, সবই ঠিক। কিন্তু তোমরা শুধু হাতির একটা অংশ জেনে মত দিচ্ছ। সুতরাং তোমরা কেউই বুঝতে পারছ না হাতি দেখতে কেমন।'

এই গল্পটি একটি চিরন্তন সত্যকে উপস্থাপন করে। এ পৃথিবীর সকল তথ্য সব কোণ থেকে জানতে পারি না আমরা। আমরা শুধু নিজের কোণে থাকা তথ্যগুলো জানি।

অনুশীলন

আপনি কোনো বস্তুকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তা নিয়ে লিখবেন। আপনার লেখাটি হবে সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট। আর তা লেখা হবে অপরিচিত দৃষ্টিকোণ থেকে।

উপদেশ: নিচে এই অনুশীলন কীভাবে করা যাবে, সে ব্যাপারে কিছু ধারণা দেওয়া হলো—

- আপনি সচরাচর আপনার ঘরকে হয় সামনে থেকে দেখেন, অথবা পেছনের উঠোন বা ড্রাইভওয়ে থেকে দেখেন। আজ বাইরে গিয়ে আপনার ঘরটা নতুন একটি কোণ থেকে দেখার চেষ্টা করুন। হয়তো উঠোনে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে নিচ থেকে আপনার বাড়িটি দেখতে পারেন। আবার প্রতিবেশির ছাদে গিয়ে দেখতে পারেন। নতুন কোণ থেকে বাড়িটি দেখতে কেমন?
- প্রতিদিন কলেজ বা অফিসে যেতে যে পথ ব্যবহার করেন, আজ সে পথ ব্যবহার না করে অন্য পথ ব্যবহার করুন। নতুন এই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পারেন।
- চারপাশে তাকালেই নানা বস্তু দেখা যায়, যেগুলো সোজা অবস্থায় দেখেই অভ্যস্ত আমরা। যেমন: একটা টেবিলের উপরের অংশটাই আমরা সচরাচর দেখে থাকি। টেবিলটা উল্টে দিন। আপনি কী দেখতে পাচ্ছেন?
- আচ্ছা, আপনি যদি ভিন্ন দেশের নাগরিক হতেন? ভিন্ন ভাষায় কথা বলতেন? তাহলে কী হতো?
- একটা এলিয়েন আমাদের পৃথিবীকে কীভাবে দেখে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যতিক্রম: ব্যতিক্রম হিসেবে ধরে নিন, আপনি দূর গ্রহের একজন এলিয়েন বা আদিম যুগের মানুষ। একটা বস্তু বা যন্ত্র নির্ধারণ করুন আর ভাবুন, একজন এলিয়েন বা আদিম মানুষ এটিকে কীভাবে ব্যবহার করবে। যেমন: একজন আদিম মানুষ ড্রিংকের কাচের বোতল দেখে এটিকে বাদ্যযন্ত্র ভেবে আঘাত করে বাজানো শুরু করে দিতে পারে।

উপযোগিতা: যখন আপনি অন্য কারও দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু লিখতে যাবেন, তখন আপনার সৃজনশীলতা থাকবে চরমে। আপনার প্রতিদিন দেখা একটি বস্তুকে ব্যবহারের নতুন উপায় আবিষ্কার করতে পারবেন আপনি।

১১.৯ রঙয়ের পৃথিবী

একটি সমৃদ্ধ লেখা রঙিন হয়ে থাকে।

আপনি হয়তো ভাবছেন, সাদা পৃষ্ঠার কালো কালিতে লেখা বইতে রঙ থাকবে কীভাবে? মূলত এখানে বলা হচ্ছে, লেখকের বর্ণনাশৈলী এমন হতে হবে, যেন তা পাঠকের কল্পনার রঙিন দৃশ্যের সৃষ্টি করতে পারে।

সৃজনশীল চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করার অন্যতম উপায় হচ্ছে রঙ নিয়ে কাজ করা। লেখকেরা সাধারণত শব্দ ও কাহিনি নিয়ে কাজ করেন। সাদা-কালো লেখা থেকে বেরিয়ে এসে রঙয়ের পৃথিবীতে পা বাড়ানোর মাধ্যমে আমরা নিজেদের লেখা দিয়ে পাঠকের কল্পনায় ছবি আঁকার সৃজনশীলতার প্রতি তাড়না বোধ করি।

ইদানীং প্রিন্টিং সহজলভ্য হওয়ায় ও বিভিন্ন ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যারের বদৌলতে লেখকেরা সহজেই লেখায় রঙয়ের ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু, বইয়ের শব্দকে নীল, লাল বা সবুজ করে দেওয়ার কাজটি অনেকসময় বিপর্যয় ঘটায়। এতে পাঠক ভেবে বসে যে, আপনার বর্ণনাশৈলী বর্ণময় নয় বলেই আপনাকে ডিজাইনের সাহায্য নিতে হচ্ছে। তাই এ ধরনের কাজ পরিহার করুন।

অনুশীলন

এই অনুশীলনের জন্য আপনি লেখালেখিকে সরিয়ে রেখে রঙ নিয়ে কাজ করবেন। রঙ পেন্সিল, মার্কার বা পেইন্ট ব্যবহার করতে পারেন। তাছাড়া কালার পেপার কেটে কেটে ব্যবহার করতে পারেন। যেকোনো দৃশ্য ভেবে তা হুবহু এঁকে ফেলবেন না। বরং বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে এবস্ট্রাকট শেইপে ছবি আঁকুন।

উপদেশ: বিভিন্ন ধরনের রঙ ও শেইপ ব্যবহার করুন। অনেক ধরনের রঙয়ের সাথে অনেক ধরনের শেইপ ব্যবহার করুন। হোক শেইপগুলো সাধারণ, তবে তাতে যেন ভিন্নতা থাকে। যেমন: বর্গ, বৃত্ত, ডিম্বাকৃতি, ত্রিভুজ, আয়ত বা অদ্ভুত এবস্ট্রাকট শেইপ।

ব্যতিক্রম: এবস্ট্রাকট ছবি আঁকতে কষ্ট হলে যেকোনো বস্তু বা স্থান হুবহু আঁকার চেষ্টা করুন। যেমন: গাছ, বাড়ি, তারা, আকাশ ইত্যাদি। একটি দৃশ্য তৈরির চেষ্টা করুন।

উপযোগিতা: সৃজনশীলতার অর্থ হলো নিজের শাখা থেকে বেরিয়ে এসে অন্য সৃষ্টিশীল শাখাগুলো চেষ্টা করে দেখা। শব্দের জগতে আবদ্ধ থাকতে থাকতে লেখকের চিন্তাধারাও একঘেয়ে হয়ে পড়তে পারে। এই অনুশীলন আপনাকে সাদা-কালো পৃষ্ঠায় সৃজনশীলতা প্রকাশ না করে রঙিনভাবে সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাতে বাধ্য করবে।

১১.১০ দ্য ইনকিউবেটর

অনেক লেখকই একটা বিষয় খেয়াল করে দেখেছেন যে, তাদের একটি ভাবনাকে বিকশিত করার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। গল্পের প্লট পাওয়ার সাথেসাথেই কিন্তু আপনি লিখতে বসে যান না। আপনি এটি নিয়ে আরও ভাবেন, একটি কাহিনি সাজানোর চেষ্টা করেন। লেখা শুরুর আগে প্লটটিকে আরও পাকাপোক্ত করে তোলেন।

আমাদের অনেকে অতি সহজে নতুন আইডিয়া পেয়ে যেতে পারেন। অনেকে আবার ভাবনা ও পড়াশোনায় বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করার পর আইডিয়া খুঁজে পান। তবে দুজনের ক্ষেত্রেই এটা খুঁজে বের করার প্রয়োজন পড়ে যে, কোন আইডিয়াটি বিকাশের যোগ্য। একটি আইডিয়া প্রাথমিক অবস্থায় চমৎকার মনে হলেও সেটিকে গল্পে বিকশিত করার পর গোবেচারা মনে হয়। আবার একটি সাধারণ আইডিয়াকে কাহিনিতে বিকাশের মাধ্যমে মাস্টারপিস গড়ে উঠে।

আপনি কীভাবে জানবেন যে, কোন আইডিয়া আপনার সময় ও শ্রম পাওয়ার যোগ্যতা রাখে? সবকটি আইডিয়াকেই একটু করে সময় দিন। যে আইডিয়াগুলো আপনার নিজের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়, সেগুলোকে একটু পরখ করে দেখুন। যে আইডিয়াটি আপনাকে সবচেয়ে বেশি তাড়না দেবে, সেটি নিয়েই কাজ করুন। এই আইডিয়াটি বিকাশ লাভের যোগ্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনুশীলন

এই অনুশীলনে, আপনি আপনার সৃজনশীল আইডিয়াগুলোর জন্য একটি ইনকিউবেটর তৈরি করবেন, যেখানে আপনার কাছে আকর্ষণীয় মনে হওয়া আইডিয়াগুলো জমা করে রাখবেন। ইনকিউবেটর তৈরির পর সেখানে থাকা আইডিয়াগুলো প্রতি সপ্তাহ বা প্রতি মাসে একবার করে পড়ে দেখবেন, যাতে সেগুলো সম্পর্কে আপনার একটি ধারণা থাকে। যখন আপনি মনে করবেন, ইনকিউবেটরের কোনো একটি আইডিয়া নিয়ে কাজ করার সময় এসেছে, তখন সেটিকে বিকশিত করার কাজ শুরু করুন।

আপনার ইনকিউবেটর হতে পারে একটি বাক্স, একটি বয়াম, একটি নোটবুক বা কম্পিউটারের একটি ফোল্ডার।

শুরুতে আপনার পুরনো নোটবুক ও জার্নালগুলো আবার পড়ুন। সেখান থেকে পাঁচ থেকে দশটি আইডিয়া খুঁজে বের করুন, যা নিয়ে আপনি শুধু জার্নাল লিখেছিলেন, এরপর আর সেগুলোকে লেখার কাজে ব্যবহার করেননি। এই আইডিয়াগুলোই জমা করুন ইনকিউবেটরে।

উপদেশ: আপনার মনে হতে পারে, ইনকিউবেটরে আইডিয়াগুলোকে সাজিয়ে রাখা দরকার। যেমন: হয়তো একটি উপন্যাসের চরিত্র, প্লট বা থিমসংক্রান্ত আইডিয়াগুলোকে আপনি কবিতার আইডিয়া থেকে আলাদা রাখতে চাইবেন। আপনার সুবিধামতো ইনকিউবেটরকে সাজাতে পারেন। আপনি যদি বাক্স ব্যবহার করে রাখেন, তাহলে সেখানে উপন্যাস ও কবিতার আইডিয়াগুলো আলাদা রাখার জন্য খাম ব্যবহার করতে পারেন। উপন্যাসের আইডিয়া একটি খামে রাখলেন, কবিতারগুলো অন্য খামে। বয়াম ব্যবহার করলে আলাদা কালার পেপার ব্যবহার করতে পারেন। যেমন: উপন্যাসের আইডিয়া লিখে রাখলেন হলুদ কাগজে, কবিতার জন্য নীল। নোটবুক ব্যবহার করলে নোটবুককে আলাদা সেকশনে ভাগ করে নিতে পারেন। কম্পিউটার ফোল্ডার ব্যবহার করলে উপন্যাস বা কবিতার জন্য আলাদা সাবফোল্ডার তৈরি করতে পারেন।

ব্যতিক্রম: ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় আপনি এমন কিছু তথ্য, ছবি বা ওয়েবসাইট পেতে পারেন, যেগুলোকে আপনার লেখার অনুপ্রেরণা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে বলে মনে হতে পারে। এসবকিছুর জন্য আলাদা বুকমার্ক ফোল্ডার তৈরি করতে পারেন।

উপযোগিতা: একটি ভালো আইডিয়াকে হারিয়ে ফেলার থেকে কষ্টকর কিছু হতে পারে না। একটা নতুন আইডিয়া মাথায় আসার সাথে সাথেই সেটিকে ইনকিউবেটরে জমা করে ফেলুন।

আপনি একটি উপন্যাস লিখছেন, এই অবস্থায় অন্য একটি প্লট মাথায় এলো। উপন্যাস শেষ করতে করতে অন্য প্লটটা ভুলে গেলেন। এর থেকে কষ্টের কিছু হতে পারে? এই কষ্টকে কমানোর জন্য ইনকিউবেটরের জুড়ি নেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধ্যায় ১২

লেখালেখি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া

লেখালেখির দুঃসাহসিক এই অভিযান চলাকালীন কখনো এমন সময় আসবে, যখন হৃদয় থেকে অনায়াসে শব্দ আসবে, আপনি লিখতে পারবেন। কখনো আবার দু-তিন লাইন লিখতে গিয়েই হিমশিম খেতে হবে। কখনো আবার একটি লেখাকে সমৃদ্ধ করার জন্য একের পর এক ড্রাফট লিখতে লিখতে মানসিকভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বেন।

প্রকাশনীর কাছে পাণ্ডুলিপি দিলে, নিজের নাম বইয়ের পাতায় দেখার আগে অনেক রিজেকশনের সম্মুখীন হতে পারেন। নিজ উদ্যোগে বই প্রকাশ করলে প্রথম পাঠক খুঁজে বের করতেই বেগ পোহাতে হবে। তাছাড়া, সম্পাদনা থেকে প্রচ্ছদ- সবকিছু করতে হবে নিজেকেই।

লেখালেখির জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ও অসীম ধৈর্য থাকা আবশ্যক। খেলোয়াড়রা যেমন ট্রেইনিং নেয়, শিল্পীরা রিহার্সাল করে; ঠিক তেমনি লেখকদের জন্য প্রয়োজন অনুশীলনের। মনে রাখবেন, প্রতিটি রিজেকশন আপনাকে আপনার প্রথম বই প্রকাশের এক ধাপ কাছে নিয়ে যায়। আর ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলা প্রতিটি ড্রাফট আপনাকে লেখক হওয়ার পথে এক ধাপ এগিয়ে নেয়।

সফল লেখক মানেই খুব মেধাবী ও দক্ষ কেউ নয়। সফল লেখক তারাই, যারা হার মানতে নারাজ।

আপনার লেখালেখি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শেষ কয়েকটি উপদেশ:

১. **পড়ুন:** মানসম্মত উপন্যাস পড়ুন। নন-ফিকশন পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। নিয়মিত কবিতা পড়ুন। কোনোরূপ বাড়তি অনুশীলন ছাড়া লেখালেখির দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বই পড়ার বিকল্প নেই। সুযোগ পেলেই বই পড়ুন, আপনার লেখনশৈলী অভাবনীয়ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

২. **লিখুন:** লেখক হতে চাইলে তো লিখতেই হবে। প্রতিদিন লেখার চেষ্টা করুন। কোনো কোনোদিন আপনি কয়েক পৃষ্ঠা লিখে ফেলতে পারবেন। আবার কোনোদিন একটি প্যারাগ্রাফ লিখবেন। কতটুকু লিখছেন, তা বড় কথা নয়। লিখছেন, সেটাই মূখ্য। অন্তত কয়েক মিনিট নিয়মিত লিখলে, লেখালেখি আপনার অভ্যাসে রূপ নেবে।

৩. **রিভাইস: প্রুফরিড, সম্পাদনা:** এটাই স্বাভাবিক যে, একটি নতুন গল্প বা কবিতা লেখার পর তা একেবারেই নির্ভুল থাকবে না। ব্যাকরণগত ভুল থাকবে, থাকবে ভুল বানান ও দুর্বল শব্দের ব্যবহার। আপনার লেখা পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার আগে নিজ থেকে সম্পাদনা করুন। আপনার সেরা লেখাটিই প্রকাশ করুন।

৪. **ব্যাকরণ দক্ষতা অর্জন:** এটি বিরল যে, একটি লেখা এতটাই মুগ্ধকর যে, পাঠক সেটির ব্যাকরণগত ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবে। এ ব্যাপারে অধিকাংশ লেখকই অলস। তারা ব্যাকরণ শিখতে চান না। কারণ, কাজটা সৃজনশীল নয়, বরং একাডেমিক। তবে সুসংবাদ হচ্ছে, একবার শেখা ব্যাকরণের নিয়ম আপনার সাথে আজীবন থাকবে। একটি ব্যাকরণগ্রন্থ হাতে নিয়ে অজানা নিয়মগুলো আয়ত্তে আনার চেষ্টা করুন।

৫. **দক্ষতা বৃদ্ধি:** আপনি হয়তো লেখালেখির যেকোনো একটি শাখায় বেশ দক্ষ। হয়তো আপনি সংলাপ ভালো লিখতে পারেন। অন্যদিকে, লেখালেখির অন্য শাখা আপনার জন্য চ্যালেঞ্জের। হয়তো আপনি প্লট সাজাতে গিয়ে গোল পাকিয়ে ফেলেন। নিজের দুর্বলতা খুঁজে বের করুন। অতঃপর সেই দুর্বলতাকে হারানোর জন্য করুন অনুশীলন ও পরিশ্রম।

৬. **নিজ পদ্ধতি:** কোন পদ্ধতিতে লিখলে আপনি একটি লেখা ধাতস্থতার সাথে সম্পন্ন করতে পারেন, তা খুঁজে বের করুন। ডিসকভারি রাইটিং, আউটলাইনসহ লেখালেখির যাবতীয় প্রক্রিয়া পরখ করে দেখুন। কোন প্রক্রিয়ায় আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন?

৭. **লেখা প্রকাশ ও মন্তব্য গ্রহণ:** লেখালেখির উন্নতি সাধনের দ্রুততম প্রক্রিয়া হচ্ছে, পাঠকের কাছ থেকে মন্তব্য নেওয়া। একজন নিয়মিত পাঠক খুঁজে বের করুন, যে আপনার লেখা পড়ে সমালোচনা করবে, রিভিউ দেবে। সমালোচনাকে সাদরে গ্রহণ করুন, তা যতই কঠোর হোক না কেন। তারপর সে অনুযায়ী নিজে ভুলগুলো শুধরানোর জন্য কাজ করুন।

৮. **উপাদান ও উৎস সংগ্রহ:** লেখকের খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন পড়ে না। প্রাচীনকাল থেকেই লেখালেখির জন্য কলম আর খাতাই যথেষ্ট। আজকাল আমরা কম্পিউটার, প্রোগ্রামস, অ্যাপস ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছি। তাছাড়া জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস (বই, ব্লগ ইত্যাদি) আমাদের লেখাকে তথ্যবহুল ও ধাতস্থ করতে সাহায্য করে। এসব উৎস থেকে লেখার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৯. **সৃজনশীলতার চাষ:** লেখালেখি হোক আপনার আনন্দের বিষয়। চমৎকার বিস্তৃত বর্ণনায় লিখুন গল্প। মাঝে মধ্যে অনুগল্প লিখুন। প্রত্যহ নতুন শব্দ ব্যবহার করুন। মাঝেমধ্যে লেখালেখি থেকে ছুটি নিয়ে অন্য সৃজনশীল কাজ করুন। আপনার সৃজনশীলতাকে নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে, যাতে সুপ্ত সৃজনশীলতাটুকুও প্রকাশিত হতে পারে।

১০. **লেখক সংঘের সাথে যোগাযোগ স্থাপন:** বর্তমান সময়ে অন্য লেখকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন না করার জন্য কোনো অজুহাত থাকতে পারে না। বর্তমানে অসংখ্য ব্লগ, ফোরাম ও সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট আছে, যেখানে লেখকেরা একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। লেখকদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন, আপনিও বিনিময়ে তাদের সাহায্য পাবেন।

প্রতিদিন লেখার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হোন। আর সবচেয়ে বড় কথা, লিখতে থাকুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রজন্ম পাবলিকেশনের বইসমূহ

নন-ফিকশন

ক্র.	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	কয়েদী ৩৪৫ | গুয়ান্তানামোতে ছয় বছর	সামী আলহায	২৩৫৳
২	আফিয়া সিদ্দিকী | গ্রে লেডি অব বাগরাম	টিম প্রজন্ম	২২০৳
৩	দ্য কিলিং অব ওসামা	সিমর হার্শ	২১৬৳
৪	আয়না | কাশ্মীরের স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি	আফজাল গুরু	৩২০৳
৫	আজাদির লড়াই | কাশ্মীর কেস ফর ফ্রিডম	অরুন্ধতী রায়	২০৪৳
৬	উইঘুরের কান্না	মহসিন আব্দুল্লাহ	২৬৪৳
৭	অ্যাম্বাসেডর	আব্দুস সালাম জাইফ	২৩৫৳
৮	পার্মানেন্ট রেকর্ড	এডওয়ার্ড স্নোডেন	৩৫০৳
৯	মুখোশের অন্তরালে	নাজমুল চোধুরী	৩০০৳
১০	মোসাদ এক্সোডাস	গ্যাড সিমরন	২৫০৳
১১	পুঁজিবাদ	অরুন্ধতী রায়	১৭৫৳
১২	জাতীয়তাবাদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫০৳
১৩	গুজরাট ফাইলস	রানা আইয়ুব	৩০০৳
১৪	দ্য রোড টু আল-কায়েদা	মুনতাসির আল-যায়াত	৩৩০৳
১৫	মাইন্ড ওয়ারস	ম্যারি জোন্স ও ল্যারি	৩৩০৳
১৬	একটি ফাঁসির জন্য	অরুন্ধতী রায়	৩৩০৳
১৭	নয়া পাকিস্তান	তীলক দেভাশের	৩২০৳
১৮	ইলুমিনাতি এজেন্ডা ২১	জীন ও জীল হ্যান্ডারসন	
১৯	এনিমি কমব্যাটান্ট	মোয়াজ্জেম বেগ	
২০	ভারতে সন্ত্রাসবাদের আসল চেহারা	এস.এম. মুশরিফ	৫০০৳
২১	দিদি | মমতা ব্যানার্জীর না বলা কথা	সুতপা পাল	
২২	পেট্রোডলার ওয়ারফেয়ার	উইলিয়াম ক্লার্ক	
২৩	বাউন্ডিং দা গ্লোবাল ওয়ার অন টেররিজম	জেফরি রেকর্ড	
২৪	ডিরেক্টরেট এস	স্টিভ কোল	
২৫	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব | বিপ্লবী ভাষণ	আহমদ মুসা	৩৫০৳
২৬	শেখ মুজিবুর রহমান | নির্বাচিত বাণী	আহমদ মুসা	২০০৳

২৭	ম্যালকম এক্স | নির্বাচিত ভাষণ	ম্যালকম এক্স	৪০০৳
২৮	পলিটিক্যাল জোকস	আহমদ মুসা	২০০৳
২৯	মৌলবাদী নাস্তিক	কাজী ম্যাক	২৮০৳

আত্ম-উন্নয়ন

ক্র.	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	না বলতে শিখুন	ওয়াহিদ তুষার	৩০০৳
২	এক্সাক্টলি হোয়াট টু সে	ফিল এম. জোনস	২০০৳
৩	সফল উদ্যোক্তা	সুব্রত বাগচী	৪০০৳
৪	এটিচিউড ইজ এভরিথিং	জেফ কেলার	৩০০৳
৫	লাইফ উইথআউট লিমিটস	নিক ভুজিসিস	
৬	বেঁচে থাকার লাইসেন্স	ওয়াহিদ তুষার	

ফিকশন

১	ব্লন্ড হেয়ার ব্লু আইজ	ক্যারিন স্লাথার	১৮০৳
২	গুজবাম্পস	আর.এল.স্টাইন	২০০৳
৩	ইন এনিমি হ্যান্ডস	মৈনাক ধর	১০০৳
৪	দ্য আনপ্রোডিগাল	মনু ধাওয়ান	২৫০৳
৫	কালার অব প্যাশন	সৌরভ মুখার্জী	২৫০৳
৬	মার্ডার ইন এ মিনিট	সৌভিক ভট্টাচার্য	৩০০৳
৭	সবারই গল্প আছে	ওয়াহিদ তুষার	

বইগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে বা অর্ডার করতে ভিজিট করুন
www.projonmo.pub

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com